উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,২৭৭.১৫ (+৬৫০.৩৯)
নিফটি : ২৫,৬৮২.৭৫ (+২১১.৬৫)

পাক ক্রিকেটের পোস্ট মর্টেম শোয়েবদের হতাশ মুনিরও ১১

দল ছাড়লেন প্রতীক উর রহমান ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন

জুলাই সনদ বড় সাফল্য : ইউনূস ৭

শিলিগুড়ি ৪ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 17 February 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 269

মোবাইল গেমে মরণফাঁদ

জঙ্গিদের টার্গেট কিশোররা!

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রাশ, রাশ। কভার, কভার। বুইয়াহ...

সন্তানের মুখে শব্দগুলো প্রথম প্রথম অচেনা ঠেকলেও খুব বেশি গা করেননি দেশবন্ধুপাড়ার সুদীপ্তা সান্যাল। বরং ছেলে যাতে বাইরের ধুলোবালিতে খেলতে যাওয়ার বায়না না করে, সেজন্য মোবাইল দিয়ে রাখতেন সর্বক্ষণ। এভাবেই চলছিল টানা প্রায় এক বছর। লাটে উঠেছিল পড়াশোনা। ক্লাস এইটের রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পর টনক নড়ল সুদীপ্তার। কাউন্সেলিং করানোর পর বুঝতে পারলেন, মোবাইল হাতে শুধু পড়াশোনার সর্বনাশ নয়, ছেলেকে তিনি ঠেলে দিচ্ছিলেন ভয়ংকর বিপদের মুখে। এ যাত্রায় অবশ্য রেহাই পেয়েছেন।

সুদীপ্তার মতো আপনার সন্তানও কি স্কুলের পড়ার ফাঁকে বা ছুটির অলস দুপুরে মুখ গুঁজে থাকে মোবাইলে? তার আঙুলও কি ক্ষিপ্রগতিতে চলে ‘রোবলক্স’, ‘মাইনক্র্যাফট’, ‘ফোর্টনাইট’ বা ‘ফ্রি ফায়ার’-এর মতো গেমের পর্দায়? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে জেনে রাখুন- আপনার সন্তান তো বটেই, বাড়ির অন্দরমহলও কিন্তু আর নিরাপদ নেই। কারণ, আপনার সন্তানের খেলার সঙ্গীটি হয়তো স্কুলের টিফিন শেয়ার করা বন্ধু নয়, বরং সাত সমুদ্র পারের কোনও জঙ্গি সংগঠনের দক্ষ রিক্রুটার। মালদা থেকে মাথাভাঙ্গা, বারবিশা থেকে বামনগোলা- উত্তরবঙ্গের প্রতিটি কোণ

এরপর দশের পাতায়

ডিজিটাল ফাঁদ ও মাধ্যম

- **বিপজ্জনক গেম :** রোবলক্স, মাইনক্র্যাফট, ফোর্টনাইট, ফ্রি ফায়ার
- **প্রলোভন :** গেমের লেভেল পার করে দেওয়া বা ‘ভি-বাকস’/‘রোবলক্স’-এর মতো গেম কারেন্সি উপহার
- **ছদ্মবেশ :** চ্যাটরুমে দাদা বা সমবয়সি বন্ধুর মুখোশ পরে জঙ্গিদের প্রবেশ

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা

- **গাজিয়াবাদ :** ‘বদ্দ্যো’ নামের হ্যান্ডলারের পাল্লায় পড়ে নাবালকের ধর্মান্তিরণ
- **পুনে টু নাগরাকাটা :** অনলাইন গেমের সঙ্গীর টানে কিশোরীর ঘর ছেড়ে পালানো
- **ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা :** গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন সফট টার্গেট

টার্গেট ও কৌশল

- **বয়সসীমা :** জঙ্গিদের মূল টার্গেট ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীরা
- **প্ল্যাটফর্ম বদল :** গেমের চ্যাটবক্স থেকে সরিয়ে ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপে নিয়ে গিয়ে মগজধোলাই
- **নতুন যুদ্ধ :** বন্দুক নয়, ইন্টারনেটের অপটিকাল ফাইবার দিয়ে চলছে ‘ডিজিটাল জিহাদ’

অভিভাবকদের করণীয়

- **সতর্কতা :** হুট করে সন্তানের হাত থেকে ফোন কেড়ে নেওয়া যাবে না (এতে জেদ বাড়বে)
- **নজরদারি :** পেরেন্টাল লক অ্যাপ ব্যবহার করা এবং সন্তান কার সঙ্গে চ্যাট করছে তা দেখা
- **বন্ধুত্ব :** সন্তানের সঙ্গে বসে গেমটি বোঝা এবং তার ভার্চুয়াল বন্ধুদের পরিচয় জানা

উত্তরবঙ্গের অন্যতম পুরোনো শৈবতীর্থ জল্পেশ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। সোমবার শিবরাত্রিতে। ছবি : অভিরূপ দে

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক • বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কন্যার জন্মে নির্যাতন বধূকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দু’বার কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকেই নাকি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের টিটকিরি সহ্য করতে হচ্ছে মাটিগাড়ার বাসিন্দা ফুরকি লামু শেরপাকে। ওই তরুণীর অভিযোগ, ‘শ্বশুর স্বামীকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে একটাই শর্ত, আমাকে পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে হবে।’ কিন্তু তাঁর পক্ষে আর সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব নয় বলতেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু হয় বলে দাবি ফুরকির। মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হত প্রায়দিন। বিচার চেয়ে তাই পুলিশের শরণাপন্ন হলেন তিনি। তদন্ত চলছে, জানালেন শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

সোমবার ভেজা চোখে ভারী হয়ে আসা গলায় বললেন, ‘খুব কষ্ট করে পরিবারের সঙ্গে লড়াই করে দুই মেয়েকে পড়াশোনা শেখাচ্ছি। আমার বড় মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছে। কিন্তু ওরা ঝামেলা করে। মেয়েকে ঠিকমতো পড়তেও দিচ্ছে না।’

একবিংশ শতাব্দীতে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার মাশুল গুণছেন দীপালি মহন্তও। দীপালির অভিযোগ, ‘মেয়ে হওয়ার পর থেকেই স্বামী বদলে গিয়েছে। মেয়ের কোনও দায়িত্ব নিতে চায় না। এ নিয়ে কিছু বললে শারীরিক অত্যাচার করে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি বহুবার স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন।’

রবিবার শিলিগুড়ি মহিলা থানায় জমা পড়া দুই অভিযোগ সমাজের অন্ধকার দিকটি ফের বেআব্রু করে দিয়েছে। অভিযোগকারিণীরা একে অপরের পরিচিত নন। তবে দুজনকেই অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। অপরাধ, কন্যাসন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এবং পৃথিবীর আলো দেখানো।

অথচ, মেয়েরা যেন ছেলেদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে, সেই নিয়ে উদ্যোগের অভাব নেই। শিক্ষায় উৎসাহ দিতে কন্যাশ্রী, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও প্রকল্প চালু করেছে সরকার। রাজনীতিতে মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ চালু হয়েছে। বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষ এই শহরেরই মেয়ে। দুটি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতেই হতাশা ঝরে পড়ল লেখিকা সেবন্তী ঘোষের গলায়। বললেন, ‘এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আসলে পারিবারিক শিক্ষার অভাব পরিষ্কার। সেই কারণে এখনও সামাজিক অধঃপতনের উদাহরণ সামনে আসে। সমস্যার শিকড় গভীরে।’

ফুরকি পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে স্বামী রিতেশ শেরপার বিয়ে হয় ২০০৬ সালে। ২০০৮ সালে তিনি প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম হয় ২০১৯ সালে। ফুরকির দাবি, ‘প্রথম মেয়ের জন্মের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আমার সঙ্গে অভব্য ব্যবহার শুরু করে।

এরপর দশের পাতায়

- মাটিগাড়ার বাসিন্দা এক তরুণীর দাবি, দুই মেয়ে হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন অত্যাচার চালাতেন
- তাঁর শ্বশুর স্বামীকে পুত্রসন্তান হলে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও দেন
- ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক তরুণীর অভিযোগ, মেয়ে হওয়ার পর থেকে স্বামী নির্যাতন শুরু করেন
- রবিবার দায়ের হওয়া দুটি ঘটনার নিন্দায় সব মহল

কথায় কথায়

ভোটার ভূতে সরব, মুখ বন্ধ টাকার ভূতে

আশিস ঘোষ

ভূত কি কেবল ভোটার লিস্টেই থাকে? এসআইআর-এর সুবাদে এরাজ্যে বেশকিছু ভূত ধরা পড়েছে। কেউ কেউ বাস্তবে জীবিত, কিন্তু নথিপত্রে মরে গিয়েছিলেন। তাঁরা যে দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন, তার প্রমাণ দিতে হয়েছে ইতিমধ্যে। কোথাও কোথাও মৃতরা আবার ভোটার লিস্টে ঠাঁই পেয়েছেন। ভাবছেন শুধু এই ভূতেরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? মোটেই না। আরও ভূত আছে।

এই যে ভোটে কোটি কোটি টাকা ওড়ে, সেসব জোগায় কারা? সাংবাদিকতা জীবনের গোড়ার দিকে এই প্রশ্নটা মাথায় ঘুরত। ‘বুর্জোয়া জমিদার’দের পার্টির কথা না হয় বাদ দিচ্ছি। কৌটো হাতে চাঁদা তোলা সর্বহারার পার্টিও খরচে তাক লাগিয়ে দিত আমাদের। সিনিয়ারদের প্রশ্ন করলে তাঁরা বলতেন, টাকা জোগায় ভূতেরা। তাদের নামধাম জানা যায় না। কাকে কত তারা দিয়েছে, জানা যায় না তাও।

সেইসব ভূতে যাতে দিনের আলোয় না বেরিয়ে পড়ে, তার জন্য আঁটোসাঁটো বন্দোবস্তের খামতি ছিল না। অতঃপর নির্বাচনি বন্ড চালু হল। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ভোটের চাঁদা সংগ্রহে স্বচ্ছতা আনা। সুপ্রিম কোর্ট গোপন সেই ব্যবস্থা বাতিল করার পর এখন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, বড় বড় কোম্পানি তাদের ট্রাস্টের তহবিল থেকে কত টাকা কবে কাকে দিয়েছে। পর্দার আড়ালে থাকা ভূতেরা কোন স্বার্থে এত টাকা বিলোয় বোঝা খুব কঠিন কি?

সেরকম একটা হিসেব বেরিয়েছে গত সপ্তাহে। অ্যাসোসিয়েশন

এরপর দশের পাতায়

আয়ের উৎস নিয়ে ধোঁয়াশা

পঞ্চায়েত সদস্য হয়েই আঙুল ফুলে কলাগাছ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পোড়াঝাড়ের রেললাইন পার করে মদন মোড়ের দিকে একটু এগিয়ে দুজন দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাইকের চালক পেছনে বসে থাকা ব্যক্তিকে সাদা তিনতলা বাড়িটির দিকে ইশারা করে দেখালেন। বললেন, ‘তিনতলা বাড়িটি দেখছেন, এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডলের। ২০২৩ সালে প্রথমবার জিতেই রাতারাতি বাড়ি, গাড়ি করে নিয়েছেন। রবিবার উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। কী করে এত তাড়াতাড়ি উন্নতি করা যায় জানি না।’ বলেই অবশ্য বাইক ঘুরিয়ে অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে দুজনে পোড়াঝাড়ের বাঁধের দিকে চলে গেলেন।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের ১০৬ নম্বর পার্টের তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পর রাজু মণ্ডলের রাতারাতি উন্নতি নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। সিন্ডিকেট বানিয়ে বালি-পাথর সরবরাহ করা নিয়ে তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে শনিবার রাতে রাজু বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। রাজুর বিরুদ্ধে দলেরই স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মারধর ও তাঁদের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এনজেপি থানার পুলিশ রবিবার রাজু সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

সংঘর্ষের ঘটনার পর সোমবার পোড়াঝাড় এলাকা একেবার শান্ত ছিল। মদন মোড়ে রাজুর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। টিনের তৈরি সেই বাড়িতে রাজুর বাবা-মা থাকেন। এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পরই পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে রাজু পাশেই তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন। পোড়াঝাড় ঘুরে রাজুর বাড়ির মতো পেল্লাই বাড়ি আর চোখে পড়ে না। কীভাবে তিন বছরের মধ্যে এত বড় বাড়ি হল রাজুর, তা নিয়ে অবশ্য সরাসরি কোনও কথাই এলাকার লোকরা বলতে চাইছিলেন না। তাঁদের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। তবে পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা সঞ্জীব বসাক বলেন, ‘রাজু কী কাজ করেন সেটাই এলাকার লোকেরা জানেন না। এত বড় বাড়ি, চার চাকার গাড়ি করেছেন। শাসকদলের পঞ্চায়েত হলেই হয়তো এই উন্নতি হয়। তিস্তা ব্যারেজের প্রকল্পিত জমি বিক্রি করে নেতারা অনেক টাকা করে নিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

চর্চায় পোড়াঝাড়ের তৃণমূল জনপ্রতিনিধির তিনতলা বাড়ি।

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিজেপির রাজবংশী প্রার্থী চেয়ে পোস্টার

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রাজবংশী প্রার্থীর দাবিতে পোস্টার পড়ল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম এলাকায়। সোমবার সকালে ডাবগ্রামের বাণেশ্বর মোড়, ইস্টার্ন বাইপাস এবং ভিআইপি মোড় সহ বেশকিছু জায়গায় বিজেপির ‘রাজবংশী প্রার্থী’-র দাবি সংবলিত পোস্টারগুলি দেখা যায়। প্রতিটি পোস্টারের নীচে লেখা রয়েছে ‘হৃদয় বিজেপি’। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এটি বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকোন্দলেরই বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দায় চাপিয়েছে শাসকদলের ওপর।

বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা তৃণমূল নেতা দিলীপ বর্মন অবশ্য বলেছেন, ‘রাজবংশীরা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বঞ্চিত। যে দলই এই সম্প্রদায় থেকে প্রার্থী দেবে, তাদের ঝুলিতে রাজবংশী ভোট যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।’ ফলে রাজবংশী প্রার্থীর ইস্যু এই আসনে যে বড় ফ্যাক্টর হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল।

শিলিগুড়ি পুরসভার সংযোজিত এলাকার ১৪টি ওয়ার্ড এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা আসনে রাজবংশী ভোট প্রায় ৪০ শতাংশ।

এরপর দশের পাতায়

- ডাবগ্রামের বাণেশ্বর মোড়, ইস্টার্ন বাইপাস এবং ভিআইপি মোড় সহ বেশ কিছু জায়গায় ‘রাজবংশী প্রার্থী’ চেয়ে পোস্টার
- প্রতিটি পোস্টারের নীচে লেখা ‘হৃদয় বিজেপি’
- এই বিধানসভা কেন্দ্রে রাজবংশী ভোটের হার প্রায় ৪০ শতাংশ
- বিজেপির কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ, কটাক্ষ তৃণমূলের

শৈশবের ঘাড়ে শিঙাড়া-ফুচকার বোঝা

খাতা-কলম ব্যবহারের বদলে ছোট ছোট হাতগুলো এখন দক্ষ হয়ে উঠেছে ময়দার লেচি পাকাতে আর শিঙাড়া তৈরিতে। স্বাবলম্বী হওয়ার লড়াইয়ে শিশুদের পড়াশোনার স্বপ্ন এখন গভীর অনিশ্চয়তার মুখে।

দীপঙ্কর মিত্র

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রায়গঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ শহরের একদম নাকের ডগায় সুভাষগঞ্জের ঘোষপাড়া গ্রাম। কিন্তু এই গ্রামের ছবিটা শহরের চাকচিক্য থেকে একেবারে আলাদা। এখানে শৈশবের সোনালি দিনগুলো ঢেকে যাচ্ছে গরম তেলের কড়াই থেকে উঠে আসা ধোঁয়ায়। দিন কেটে যাচ্ছে শিঙাড়া আর ফুচকা বানাতে বানাতে। খাতা-কলম ব্যবহারের বদলে ছোট ছোট হাতগুলো এখন দক্ষ হয়ে উঠেছে ময়দার লেচি পাকাতে আর শিঙাড়া তৈরিতে। স্বাবলম্বী হওয়ার লড়াইয়ে গ্রামটির শিশুদের পড়াশোনার স্বপ্ন এখন গভীর অনিশ্চয়তার মুখে।

গ্রামের বাড়িগুলিতে গেলেই চোখে পড়ে এক বিষণ্ণ ব্যস্ততা। মায়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তৈরি করছে শয়ে শয়ে মিষ্টি, শিঙাড়া ও ফুচকা। এখানকার পুরুষদের অধিকাংশই ভিনরাজ্যে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করেন। তাই অভাবের সংসারে হাল ধরতে হয় মহিলা ও শিশুদের। সেসবের মধ্যে ছোটদের আর নিয়ম করে স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা করার সময় হয়ে ওঠে না। এই গ্রাম থেকে তৈরি হওয়া শিঙাড়া ও ফুচকার কিন্তু সুনাম রয়েছে বাজারে। সেসব প্যাকেটবন্দি হয়ে চলে যায় প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের প্রত্যন্ত এলাকায়।

কেবল বিহার নয়, শহরের রাস্তার ধারেও পৌঁছে যায় সেই খুদেদের হাতে বানানো ফুচকা। সোমবার গ্রামে ঢুকে দেখা গেল ফুচকা বিক্রেতা তারক সরকার নিজের গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে রওনা দিচ্ছেন। তাড়াহুড়োর মাঝেই তিনি বললেন, ‘সকালে উঠে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দুই কেজি আটার ফুচকা বানিয়ে দিয়েছে। সারাদিন ১৫০০ টাকার বিক্রি হলে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা লাভ হবে। বাজারে প্রতিযোগিতা মারাত্মক। তাই সময় নষ্ট করা যাবে না।’ এই গ্রাম থেকে রোজ অন্তত ১৫টি ফুচকার গাড়ি রায়গঞ্জ শহরেও যায়।

আরেক বাড়িতে দেখা গেল ব্যস্ততার আরেক ছবি। জনাকয়েক শিশুকে নিয়ে মিষ্টি-শিঙাড়া তৈরি করছেন রঞ্জনা রবিদাস। স্থানীয় মিষ্টির কারখানা থেকে ময়দা মেখে পাঠানো হয় বাড়িতে। মহিলারা সেই ময়দার ভেতরে সুজি দিয়ে শিঙাড়া তৈরি করে আবার কারখানায় ফেরত পাঠান। ১০০টি শিঙাড়া তৈরি করলে মেলে মাত্র ২০ টাকা। রঞ্জনা জানালেন, সপরিবারে হাত লাগালে দিনে ৭০০ থেকে ৮০০ শিঙাড়া বানানো সম্ভব।

এরপর দশের পাতায়

মায়েদের সঙ্গে শিঙাড়া বানাচ্ছে খুদেরাও।

আরও তিনটি ট্রেনের স্টপ

ডালখোলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার আরও তিনটি স্টেশন তিনটি ট্রেনের স্টপ পেল। তার মধ্যে রয়েছে কানকি, ডালখোলা ও পাঞ্জিপাড়া। শিলিগুড়ি-রাধিকাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস কানকি স্টেশনে দাঁড়াবে। তাম্বারাম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনের স্টপ পেল ডালখোলা। পাশাপাশি শিলিগুড়ি-কাটিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন পাঞ্জিপাড়ায় দাঁড়াবে। সংশ্লিষ্ট ট্রেনগুলি ফিরতি পথেও নির্দিষ্ট স্টেশনগুলিতে দাঁড়াবে।

আগামী বুধবার থেকে তিনটি ট্রেনই তিনটি স্টেশনে স্টপ দেবে। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল জানিয়েছেন, তাম্বারাম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) তাম্বারাম স্টেশন থেকে বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে এবং যাত্রার চতুর্থ দিনে রাত ৩টায় শিলঘাট টাউন স্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেনটিতে ২৪টি কোচ রয়েছে। তাম্বারাম থেকে ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, কটক, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, দুর্গাপুর, রামপুরহাট, পাকুড়, মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার হয়ে গুয়াহাটি থেকে নগাঁও হয়ে শিলঘাট টাউন স্টেশনে পৌঁছায়। এই ট্রেনে চড়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা তথা উত্তরবঙ্গের ও বিহারের মানুষ চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে যেতে পারবেন। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় ডালখোলা থেকে সাংসদ ট্রেনের স্টপ নিয়ে সবুজ সংকেত দেবেন বলে জানান কাটিহার ডিভিশনের ম্যানেজার কিরেন্দ্র নারা। পাশাপাশি কানকি ও পাঞ্জিপাড়াতেও তিনি উপস্থিত হবেন।

টাইম ম্যাগাজিনে এনটিপিসি ফরাক্কা

বৈষ্ণবনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে স্থান পেল ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা এনটিপিসি'র ফরাক্কা শাখা। গত ১১ ফেব্রুয়ারি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সেরা সংস্থাগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিন। সেখানেই রয়েছে এনটিপিসি'র নাম।

এই তালিকা টাইম প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক তথ্য বিশ্লেষণ সংস্থা স্ট্যাটিস্ট সহযোগিতায়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কর্মীদের সন্তুষ্টি, আর্থিক সাফল্য, কাজের পরিবেশ ও স্বচ্ছতাকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এনটিপিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এনটিপিসি ধারাবাহিকভাবে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে। উদ্ভাবন, কার্যদক্ষতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে সংস্থাটি দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বীকৃতি সংস্থার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রমবর্ধমান মর্যাদার প্রমাণ। মানবসম্পদ উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্ম পরিবেশ এবং কর্মীদের কল্যাণে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এনটিপিসি একটি সহযোগিতামূলক ও ইতিবাচক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।

মাঠে ফেরানোর কারিগর

কারও ফ্যাটি লিভার, কেউ ঘরকুনো তো আবার কেউ মোবাইলে আসক্ত। মাঠ-বিমুখ কচিকাঁচাদের সবুজে ফেরানোর চেষ্টা করছেন মালবাজার শহরের এক ষাটোর্ধ্ব মানুষ। তাঁকে কুর্নিশ জানাচ্ছে প্রশাসন। খোঁজ নিলেন অভিষেক ঘোষ

আলোর সারথি

খুদেদের সঙ্গে প্রশিক্ষণে ধ্রুব তালুকদার। মালবাজার রেলওয়ে ময়দানে।

মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মালবাজার শহরের রেলওয়ে ময়দানে বিকেলের দিকে গেলে দেখা যায়, প্রায় ত্রিশজন কচিকাঁচাদের দৌড়ঝাঁপ করাচ্ছেন একটি মানুষ। শরীরচর্চার পাশাপাশি জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো, শটপাট, লং জাম্পের মতো অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। মানুষটার নাম ধ্রুব তালুকদার। বয়স ষাট পেরিয়েছে। ফুটবলই তাঁর প্রথম প্রেম। প্রথমে যৌবন পর্যন্ত নিজে খেলেছেন। সহপাঠীদের নিয়ে দল বানিয়েছেন। নামডাও বেশ অদ্ভুত- পাগলা হাতি! কিন্তু কর্মজীবন শুরু হওয়ার পর মাঠের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যায়। একটা সময় চাকরির সুবাদে মালবাজার ছেড়ে অরুণাচলপ্রদেশে চলে যান। অবসরের পর তিনি আবার মাঠে ফিরেছেন। আর এখন সবুজে ফেরানোর চেষ্টা করছেন সেই প্রজন্মকে, যারা সেই অর্থে মাঠ-বিমুখ, জীবনের স্বাদ খুঁজে পায় মোবাইল স্ক্রিনে। এই কাজটা ধ্রুব পুরোটাই করছেন বিনা পারিশ্রমিকে। ধ্রুবকে অবশ্য যথেষ্ট উৎসাহ যোগাচ্ছে রেলওয়ে ময়দান সংলগ্ন সংকার সমিতি ক্লাব। নিয়মিত পর দিন ওই মাঠে খুদেদের সংখ্যা বাড়ছে। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি ধ্রুবকে এই কাজের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভাইস চেয়ারম্যান মিলন ছেত্রী বলেন, 'অভিভাবকদের উচিত সন্তানের হাতে মোবাইল ফোন না দিয়ে খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া।'

ধ্রুব বাড়ি মালবাজার শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। বাড়িতে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে রয়েছেন। তবে বিকেল হলেই তিনি চলে আসেন রেলওয়ে ময়দানে। এখন বিকেল সাড়ে ৩টে থেকে প্রায় সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলছে প্রশিক্ষণ। অভিভাবকরা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা, ঘরকুনো স্বভাব ও মোবাইলে আসক্ত ছেলেমেয়েদের ধ্রুব কাছে নিয়ে আসছেন। ধ্রুব তত্ত্বাবধানে সন্তানদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ বাড়ছে বলে তাঁরা জানালেন। শিউলি দাস বললেন, 'আমার ছেলে মানুষের সঙ্গে মিশতে ভয় পেত। কথা কম বলত। নিজেকে গুটিয়ে রাখত। এখন মাঠে এসে যথেষ্ট উপকার হয়েছে।'

ধ্রুব মাল আদর্শ বিদ্যাভবন থেকে স্কুলের গণ্ডি পার করে ভর্তি হন জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে। সেখান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাশ করে রাজ্য সরকারের একটি চাকরিতে যোগ দেন। তারপর তিনি ১৯৯৫ সালে অরুণাচলের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও স্যানিটেশন বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। সেখানে পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় পানীয় জলের সন্ধানের দায়িত্বে ছিলেন।

২০২১ সালে অবসরের পর তিনি মালবাজারে ফেরেন। বিকেলে নিজেই ফুটবল নিয়ে আসতেন রেলওয়ে ময়দানে। সেখানে পরিচয় হয় প্রয়াত ক্রীড়াপ্রশিক্ষক তথা গণিতের শিক্ষক সঞ্জয় সোমের সঙ্গে। সঞ্জয় তখন নিয়ম করে প্রশিক্ষণ দিতেন ছেলেমেয়েদের। সঞ্জয়ের আহ্বানে ধ্রুব সহযোগিতা করা শুরু করেন বিভিন্ন খেলায়। ২০২৩ সালে সঞ্জয়ের দৌলতে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে প্রথম হয়েছিল এই দলটি। পরবর্তীতে সঞ্জয়ের প্রয়াণের পর এই কোচিং ক্যাম্পের দায়িত্ব ধ্রুব কাঁধে এসে পড়ে। তিনিও সাদরে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংকার সমিতি ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'ছোটদের জন্য ধ্রুব তালুকদারের এই নিষ্ঠা দেখে আমরাও গর্ব অনুভব করি। তাঁকে ভবিষ্যতেও যথাসাধ্য সহযোগিতা করা হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Sahela Bibi, স্বামী - Late Md Sahidullah সং-সুরতপুর, হাতিন্দা, চাঁচল, মালদা, গত 09.01.2026 তারিখে ভুল সংশোধনে চাঁচল J.M 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাই ভুলবশত আমার স্বামীর মৃত্যু শংসাপত্রে স্বামী নাম Md Saidullah, Age 45, S/o Alauddin হয়। Md Sahidullah, S/o Alauddin Ahammed এবং Md Saidullah S/o Alauddin আমরা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (ST)

●

আমি Monirul Islam, আমার মেয়ের (Muskan Khatun) জন্ম শংসাপত্রে যার Reg.No B-2022:19-00788-000549, Dt. 14/02/22 আমার নাম ভুল থাকায় গত 12/02/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M, 1st কোর্ট জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদে অ্যাফিডেভিট (290) বলে ভুল সংশোধন করে Monirul থেকে Monirul Islam করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (ST)

●

আমি Monirul Islam, আমার ছেলের (Ayman Islam) জন্ম শংসাপত্রে যার Reg. No B-2022:19-00788-000548, Dt.14/02/22 আমার নাম ভুল থাকায় গত 12/02/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M, 1st কোর্ট জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদে অ্যাফিডেভিট (291) বলে ভুল সংশোধন করে Monirul থেকে Monirul Islam করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (ST)

●

আমি Shyamal Chandra Das, S/o- Subal Chandra Das, Vill+P.O - Satpukuria, P.S - Falakata, Dist - Alipurduar. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে জনম তারিখ ভুল থাকায় গত 3.2.26 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে জনম তারিখ 17.06.1988 থেকে 12.02.1990 করা হল। (B/S)

●

আমি কিরণ দাস গত 31/1/2026 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে কিরণ রায় থেকে কিরণ দাস হলাম। অতএব কিরণ দাস এবং কিরণ রায় একই ব্যক্তি। (C/113699)

●

আমি Munna Darjee (old name) W/o Tilak Darjee ঠিকানা 9th Mile, Licchi Ground, P.O & P.S and Dist. Kalimpong WB. Pin - 734301 নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্ট - WB/Darjeeling এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা (New Name) Munna Biswakarma নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট NO. 25 AC 179289 Dated 16-02-26 (old name) Munna Darjee ও (new name) Munna Biswakarma একই ব্যক্তি। (C/120738)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস্ ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন - ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২ টা। Ph: 9832009039. (C/120453)

কিডনি চাই

B+ve বা O+ve গ্রুপের কিডনি দাতা চাই ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের অতি সত্বর যোগাযোগ করুন:- (M) 9147516788 (C-120452)

বিক্রয়

3 Stored Building, Ready flat GR/1st/2nd floor. Haiderpara, Ghugni More, Slg. (M):- 9434129569, 7718462866. (C/120453)

অ্যাফিডেভিট

আমি হেমা কুজুর কিসপোট্টা স্বামী রাজেশ কিসপোট্টা আমার ছেলে নাম হর্ষ কিসপোট্টা। আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে মায়ের নামের জায়গায় হেমা কিসপোট্টা দেওয়া রয়েছে। গত ১০/১০/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Court Judicial Magistrate এ অ্যাফিডেভিট বলে হেমা কিসপোট্টা থেকে হেমা কুজুর কিসপোট্টা হলাম। হেমা কিসপোট্টা ও হেমা কুজুর কিসপোট্টা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C-120744)

●

আমি Mosamat Bulti Khatun, W/o - Jamirul Miah, Putimari, Bakshirbash, কোচবিহার, আমার মেয়ের আধার কার্ডে 036 2585 4073 Dt. 09.09.2015 নাম ও তাঁর বাবার নাম ভুল থাকায় গত 13.02.2025 নোটারি পাবলিক, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল ঠিক করে Jamela Khatun থেকে Jamila Khatun ও Jamirul Miya থেকে Jamirul Miah করা হল, যা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

কর্মখালি

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। M:- 8653609553, 9635508609.

●

কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Female Receptionist & Telecaller চাই। @ 7-9K. (M) - 9733116424. (C/119571)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute Near North Bengal University Phone - 83720-59506 Admission going on : Post Graduate Diploma in Tea Management. Duration : 6 Months. Course Fee : 50000/- (Payble in 5 Instalments). Certificate Course in Tea Management, Duration : 4 Months. Course Fee : Rs 30000/- (Payble in 4 Instalments). (M/M)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স REGD NO . WB 63 2019 0009037 আমার নাম ভুল থাকায় গত 13-02-26, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Prasenjit Chakdar এবং Parsenjit Chakdar উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ গোপালপুর বড়ভিটা, পো : গোপালপুর, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প: ব:। (C/119570)

●

আমি নুর কাশেম মিঞা, পিতা- মৃত ইসমাইল উদ্দিন মিঞা, গ্রাম ও পো:- পুষনাডাঙ্গা, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - কোচবিহার আমার ড্রাইভিং নং- WB-64/48119 -এ আমার বাবার নাম ভুলবশত: ইসমাইল মিঞা থাকায় গত 13.02.2026 J.M. 1st Class সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে ইসমাইল উদ্দিন মিঞা ও ইসমাইল মিঞা উভয়ই এক ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলো।

Jaigaon Development Authority
(A Statutory Organization of Govt. of West Bengal under UD&MA Deptt.)
Abridged Tender Notice
In Ref. to the NIeT.. No.09/XVIII/GS/JDA/Tender/2025-26 of JDA, e-tenders (online) are invited from the eligible, resourceful & bonafide bidders in connection with one revenue generated schemes of JDA. The last date of submission of bids is 24-02-2026 at 11.00 A.M. For further details, please contact JDA office, Jaigaon during office hrs and visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
ADM, Alipurduar & ExecutiveOfficer, JDA

e-Tender Notice
The Chairman, Mal Municipality invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** (1) MM/C/APAS/14/2025-26 (Sl 01 to 06) (2) MM/C/APAS/15/2025-26 **Tender ID.** (1) 2026_MAD_1007843_1 to 6 (2) 2026_MAD_1008132_1 **Last date of bidding (online):** 24.02.2026 up to 12:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/-
Chairman
Mal Municipality

হোলী বিশেষ রেলের চলাচল

হোলী ২০২৬ এর সময়ে যাত্রীগণের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে, নিম্নলিখিত হোলী বিশেষ রেল টিওডি চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ নিচে দেওয়া হয়েছে:

রেল নং ০৫৬৩৩ নারেঙ্গী থেকে ১৯-০২-২০২৬ থেকে ২৬-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার) ট্রিপস = ০৬ টি
রেল নং ০৫৬৩৪ গোরখপুর থেকে ২০-০২-২০২৬ থেকে ২৭-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (শুক্রবার) ট্রিপস= ০৬ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	ষ্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
বৃহস্পতিবার	—	১৩.২০	নারেঙ্গী	২১.৪০	---	শনিবার
শুক্রবার	০১.২০	০১.৩০	কাটিহার	০৬.১৫	০৬.৩০	
	১৩.০০	—	গোরখপুর জংশন	—	১৬.৫৫	শুক্রবার

গঠনঃ এসি -২ টায়ার (একটি), এসি -৩ টায়ার (পাঁচটি),শ্লীপার শ্রেণী (ছয়টি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (চারটি), এসএলআরডি (দুটি) = ১৮ টি আইসিএফ কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: গুয়াহাটি, কামাখ্যা, রঙ্গিয়া জং., নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ি রোড, কিশনগঞ্জ, বারসোই, নবগছিয়া, মানসী জং., খগড়িয়া জং., বেগুসরাই, বারাউনী জং., শাহপুর পটোরী, হাজীপুর, সোণপুর, ছাপ্রা, ছিওয়ান জং., দেওরিয়া সদর।

রেল নং ০৫৭৩৬ কাটিহার থেকে ১৮-০২-২০২৬ থেকে ২৫-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (বুধবার) ট্রিপস= ০৬ টি
রেল নং ০৫৭৩৫ অমৃতসর থেকে ২০-০২-২০২৬ থেকে ২৭-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (শুক্রবার) ট্রিপস = ০৬ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	ষ্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
বুধবার	—	২১.০০	কাটিহার	২৩.৪৫	—	শনিবার
বৃহস্পতিবার	১১.০০	১১.১০	গোরখপুর জংশন	০৮.২০	০৮.৩০	
শুক্রবার	০৯.৪৫	—	অমৃতসর	—	১৩.২৫	শুক্রবার

গঠনঃ এসি -২ টায়ার (একটি), এসি -৩ টায়ার (তিনটি),শ্লীপার শ্রেণী (পাঁচটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (চারটি), লাগেজ ভ্যান- (একটি), এলএসএলআরডি (একটি) = ১৫ টি কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: পূর্ণিয়া জংশন, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেসগঞ্জ, ললিতগ্রাম, রাঘোপুর, শরাইগড়, নির্মালী, ঝঞ্ঝারপুর, চক্রী জংশন, শিও, সিতামঢ়ী, রাক্সৌল জংশন, নরকটিয়াগঞ্জ জংশন, পানিয়া হাওয়া, কপ্তানগঞ্জ জংশন, বস্তী, গোন্ডা জংশন, সিতাপুর জংশন, শাহজাহানপুর, বরেলী, মোরাদাবাদ, লক্ষর জংশন, রুরকী, সাহারণপুর জংশন, আম্বালা ক্যান্ট জংশন, রাজপুরা জংশন, সানাহওয়াল, ধন্দারী কালান, জলন্ধর সিটি এবং বিয়াস।

রেল নং ০৫৯৭৪ ডিব্রুগড় থেকে ১৭-০২-২০২৬ থেকে ৩১-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (মঙ্গলবার) ট্রিপস= ০৭ টি
রেল নং ০৫৯৭৩ ঝঞ্ঝারপুর থেকে ১৮-০২-২০২৬ থেকে ০১-০৪-২০২৬ পর্যন্ত (বুধবার) ট্রিপস = ০৭ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	ষ্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
মঙ্গলবার	—	০৫.২০	ডিব্রুগড়	২০.২০	—	বৃহস্পতিবার
	১৭.১০	১৭.২৫	গুয়াহাটি	০৮.১০	০৮.২০	
বুধবার	১১.৩০	—	ঝঞ্ঝারপুর	—	১৩.০০	বুধবার

গঠনঃ এসি -২ টায়ার (একটি), এসি -৩ টায়ার (পাঁচটি),শ্লীপার শ্রেণী (ছয়টি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (চারটি), এসএলআরডি (দুটি) = ১৮ টি আইসিএফ কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: নিউ তিনসুকিয়া, শিমলুগুড়ি, মরিয়নি, ফরকাটিং, ডিমাপুর, ডিফু, লামডিং, হোজাই, চাপরমুখ, কামাখ্যা, গোয়ালপারা টাউন, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, বাগডোগরা, ঠাকুরগঞ্জ, আরারিয়া, ফরবেসগঞ্জ, ললিতগ্রাম, রাঘোপুর, শরাইগড় এবং নির্মালী।

রেল নং ০৫৯৩২ ডিব্রুগড় থেকে ২১-০২-২০২৬ থেকে ০৭-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (শনিবার) ট্রিপস = ০৩ টি
রেল নং ০৫৯৩১ কলকাতা থেকে ২৩-০২-২০২৬ থেকে ০৯-০৩-২০২৬ পর্যন্ত (সোমবার) ট্রিপস = ০৩ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	ষ্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
শনিবার	---	১৭.০০	ডিব্রুগড়	০৬.৩০	---	মঙ্গলবার
	১৯.২৫	১৯.৩০	নর্থ লখীমপুর	০৩.৫২	০৩.৫৪	
সোমবার	০০.৩০	---	কলকাতা	---	০২.৩০	সোমবার

গঠনঃ এসি -২ টায়ার (দুটি), এসি -৩ টায়ার (ছয়টি),শ্লীপার শ্রেণী (আটটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (চারটি), লাগেজ ভ্যান - (একটি), এলএসএলআরডি (একটি) = ২২ টি কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: ধেমাজি, হারমতী জংশন, বিশ্বনাথ চারালি, রঙ্গাপারা নর্থ, ওদালগুড়ি, রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ি রোড, কিশনগঞ্জ, বারসোই, মালদা টাউন, নিউ ফারাক্কা, জাঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটওয়া, নবদ্বীপ ধাম, ব্যান্ডেল এবং নৈহাটি জংশন।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি) এবং সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-০৩। নিলাম শুরু ঃ ২৭.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএক্স-৩৬-২৬-১ এবং ভাগলপুর (বিজিপি)। (২)পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৬-১ এবং সাহেবগঞ্জ (এসবিজি)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-324/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মালটিপারপাস স্টলের চুক্তিবদ্ধ বণ্টনের জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।
অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমপিএস-এমএলডিটি-এফইবি-২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিট।
মালদা ডিভিসনে মালটিপারপাস স্টল-এর জন্য ই-নিলাম
এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ। এএ/১, এমপিএস- এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-১৯-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। এএ/২, এমপিএস- এমএলডিটি-এমজিআর-এমপিএস-৩৫-২৫-১, মুঙ্গের। এএ/৩, এমপিএস- এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩২-২৫-১, জঙ্গীপুর রোড। এএ/৪, এমপিএস- এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-২০-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। এএ/৫, এমপিএস- এমএলডিটি-বিইউপি-এমপিএস-২১-২৫-১, বারিয়ারপুর। এএ/৬, এমপিএস- এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমপিএস-৩৩-২৫-১, ধুলিয়ান গঙ্গা। এএ/৭, এমপিএস- এমএলডিটি-এসএক্সপি-এমপিএস-৩৪-২৫-১, সাঁকোপাড়া। এএ/৮, এমপিএস- এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-১০-২৫-১, ভাগলপুর। এএ/৯, এমপিএস- এমএলডিটি-এমএলডিটি এমপিএস-১১-২৫-১, মালদা টাউন। এএ/১০, এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমপিএস -২৮-২৫-১, হাঁসডীহা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-327/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat, Jalpaiguri
Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide BANARHAT/BDO/NIT-043/2025-26, Dated:- 11.02.2026 BANARHAT/BDO/NIT- 044/2025-26, Dated:- 14.02.2026 and BANARHAT/BDO/NIT-045/2025-26, Dated 15.02.2026. Last date of online bid submission 02-03-2026 upto 09:00 Hrs. (NIeT-45) & 15:00 Hrs (NIeT-43) and 23.02.2026 upto 15 hrs (NIeT-44) For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Banarhat Development Block

TENDER NOTICE
e-Tenders are hereby invited on 14.02.2026 for Computer and Peripherals (2026_DHE_1006752_1), Sports items (2026_DHE_1006783_1), Books Purchase (2026_DHE_1006770_1) and 2nd call (2026_DHE_1006794_1). Last date of submission 28.02.2026. Details on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Principal
Falakata College

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NOTICE
e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/bidders for **NIeT No. 310/2025-26 dated 13-02-2026**, for Repairing and Renovation of 8 nos. of Primary Schools under Maynaguri Block, Jalpaiguri District.
For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **17-02-2026 at 11:00 A.M.** Last date for submission of tender is **02-03-2026** upto **17:00 Hrs.** Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.
Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু–মালদা টাউন–এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু– মালদা টাউন–এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুসারে চলবেঃ

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু–মালদা টাউন			(০৬৫৬৫) (০৬৫৬৬)	মালদা টাউন–এসএমভিটি বেঙ্গালুরু		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	১২.৪৫	–	শুক্র
সোম	১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াড়া জং.	২২.৪৫	২২.৫৫	বৃহস্পতি
মঙ্গল	০৭.১৫	০৭.২৫	খড়গপুর	০০.৪৫	০০.৫৫	
	০৯.৫১	০৯.৫৬	ডানকুনি	২১.৫০	২১.৫৫	বুধ
	১১.২১	১১.২৪	বর্ধমান	২০.৫১	২০.৫৪	
	১২.১৮	১২.২০	বোলপুর (শান্তিনিকেতন)	১৮.৪৪	১৮.৪৬	
	১৬.৩০	–	মালদা টাউন	–	১৬.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কৃষ্ণরাজাপুরম, বাঙ্গারাপেট জং., জোলারপেট্টাই জং., কাটপাডি জং., রেনীগুন্টা, গুডুর, ওঙ্গোলে, রাজামুন্দ্রী, দুভ্ভাদা, কোট্টাভালাসা, ভিজিয়ানগরম জং., শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুরদা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, রামপুরহাট ও নিউ ফরাক্কা জং. স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ/দিনঃ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৬৫৬৫ঃ ২২.০২.২০২৬, ০১.০৩ ও ০৮.০৩.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ৩ ট্রিপ এবং মালদা টাউন থেকে ০৬৫৬৬ঃ ২৫.০২.২০২৬, ০৪.০৩ ও ১১.০৩.২০২৬ তারিখ (বুধবার) = ৩ ট্রিপ। গঠনঃ এসি ১ম কাম এসি ২-টিয়ার-১, এসি ২-টিয়ার-২, এসি ৩-টিয়ার-২, স্লিপার শ্রেণী-৯, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)-৪ এবং এসএলআরডি-২ = ২০ কোচ। ক্যাটেগরিঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন–উধনা–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন–উধনা–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুসারে চলবেঃ

মালদা টাউন–উধনা			(০৩৪১৭) (০৩৪১৮)	উধনা–মালদা টাউন		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি	–	১২.১৫	মালদা টাউন	০৫.৫৫	–	বুধ
	১৪.১১	১৪.১৩	সাহিবগঞ্জ জংশন	০২.৫৫	০২.৫৭	
	১৫.৩০	১৫.৪০	ভাগলপুর	০১.২৫	০১.৩৫	
	১৬.৩৭	১৬.৪২	জামালপুর জংশন	০০.০২	০০.০৭	
রবি	০৮.৩৫	০৮.৪০	সাতনা	০৭.৩৫	০৭.৪০	মঙ্গল
সোম	০২.১৫	–	উধনা	–	১২.৩০	সোম

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, শেখপুরা, নওয়াদা, তিলৈয়া, গয়া, সাসারাম, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ছেওকি, মানিকপুর জংশন, কাটনি, মদন মহল, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, ভুসাওয়াল জংশন, অমলনের, দোণ্ডাইচা, নন্দুরবার, নভাপুর, ব্যারা ও চলথান স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ/দিনঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪১৭ঃ ২৮.০২.২০২৬, ০৭.০৩, ১৪.০৩ ও ২১.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ৪ ট্রিপ এবং উধনা থেকে ০৩৪১৮ঃ ০২.০৩, ০৯.০৩, ১৬.০৩ ও ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ৪ ট্রিপ। গঠনঃ এসি ৩-টিয়ার-৪, স্লিপার শ্রেণী-১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)-৬ এবং এসএলআরডি-২ = ২২ কোচ। ক্যাটেগরিঃ মেল/এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধ্যা ৭টায় আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.১৫ সেন্টিমেন্টাল, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধ্যা ৭.১৫ সংগ্রাম, রাত ১০.৩০ হিরোগিরি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মস্তান, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.৩০ জামাই রাজা, সন্ধ্যা ৭.৩০ জোশ, রাত ১০.৩০ বাবুসোনা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অনুরোধ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান সম্মান
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অঘটন আজও ঘটে
কালার্স সিনেপ্লেক্স : সকাল ৯.২০ তন্ত্র, দুপুর ১২.১০ মূর্তি, বিকেল ২.৪০ ড্যাশিং সিএম ভারত, বিকেল ৫.৩০ ও দিওয়ারে, সন্ধ্যা ৭.৫০ ও মাই গড, রাত ১০.২০ কাস্টডি
কালার্স সিনেপ্লক্স বলিউড : সকাল ১০.৪০ বাল গণেশ, দুপুর ১.০০ অব কে বরস, বিকেল ৩.৪৫ বঞ্জারন, সন্ধ্যা ৬.৫০ কভি খুশি কভি গম, রাত ১১.১০ বেনাম বাদশা
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৩ ভাইয়া জি, দুপুর ২.৪৩ লেজেন্ড দ্য টেরর, বিকেল ৫.২৪ ইস্মার্ট শংকর, সন্ধ্যা ৭.৫৩ ফাইনাল ডেস্টিনেশন-টু, রাত ৯.৪৬ প্লেয়ার-এক খিলাড়ি

জামাই রাজা বিকেল ৪.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

গোলমাল ফান আনলিমিটেড সন্ধ্যা ৬.১৫ স্টার গোল্ড টু

স্টার গোল্ড টু : সকাল ৮.৪৬ গরম মশালা, ১১.৪৫ রাবণ বধ, বিকেল ৩.১৬ কাতিল সায়া, সন্ধ্যা ৬.১৫ গোলমাল ফান আনলিমিটেড, রাত ৯.০০ দরবার
স্টার গোল্ড থ্রিলস : বেলা ১১.৩৭ হ্যারি পটার অওর আগ কা প্যায়ালা, দুপুর ২.৫০ দ্য বস বেবি, বিকেল ৪.৪৭ আলিটা : ব্যাটল অ্যাঞ্জেল, সন্ধ্যা ৭.২২ অ্যানাকোন্ডাস : ট্রেল অফ ব্লাড, রাত ৯.১৫ দ্য প্রেডিটর, রাত ১১.২৫ আয়রন ম্যান-টু
জি সিনেমা এইচডি : সকাল ৮.৪৪ বাঘি, বেলা ১১.২৩ মিস্টার জু কিপার, দুপুর ১.৩৪ জওয়ান, বিকেল ৫.০২ কে থ্রি-কালি কা করিশমা, সন্ধ্যা ৭.৫৫ সুপ্রিম খিলাড়ি, রাত ১০.২২ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

জওয়ান দুপুর ১.৩৪ জি সিনেমা এইচডি

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ মাঘ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৪ ফাগুন, সংবৎ ১৫ ফাল্গুন বদি, ২৮ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৪, অঃ ৫।২৯। মঙ্গলবার, অমাবস্যা সন্ধ্যা ৫।৪৭। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৩ পরিঘযোগ রাত্রি ১।২১। নাগকরণ সন্ধ্যা ৫।৪৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ শেষরাত্রি ৫।৩৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।৩১ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৯।৫৩ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, সন্ধ্যা ৫।৪৭ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৭।৩৮ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৫ গতে ৮।৪১ মধ্যে। যাত্রা- নাই রাত্রি ৯।৫৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- সন্ধ্যা ৫।৪৭ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৮।১৩ গতে ১০।৩৫ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।২২ মধ্যে ও ১।৪৮ গতে ৩।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬ ঘণ্টায় চুরির কিনারা, ধৃত ১

নকশালবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসায় রবিবার রাতে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না ও ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নগদ চুরি করে চম্পট দেয় তিন দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় সিসিটিভির সাহায্যে ছয় ঘণ্টার মধ্যে চুরি যাওয়া সোনার গয়না ও ১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক দুষ্কৃতীকে। ধৃতের নাম দীপক দাস। তবে বাকি দুই অভিযুক্ত পলাতক। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। সিসিটিভি ফুটেজে তিনজনকে দেখা গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। নকশালবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তদন্ত শুরু করেছে। নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে। বাকিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। অভিযোগ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করতে পেরেছি।' অভিযুক্ত তিনজনই কুখ্যাত দুষ্কৃতী। এর আগেও একাধিক অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশ্বজিৎ সিংহ নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার পরিবারের সকলকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ওই তিন দুষ্কৃতী হানা দেয়। বাড়ি ফিরে বিশ্বজিৎ দেখেন, সদর দরজা খোলা। গোটা ঘর লন্ডভন্ড। আলমারির জিনিসপত্র ওলট-পালট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মাত্র ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে মাটিগাড়া থানার পতিরামজোতে অভিযান চালায় পুলিশ। দীপককে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুরিতে যে স্কুটার ব্যবহার হয়েছিল, সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সংঘর্ষ

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার গোয়াবাড়ি ধর্মগছ এলাকায় জমির আলের ওপর দিয়ে গোরু, ছাগল নিয়ে যাওয়ায় আপত্তি করাতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিয়াজুল হক এবং আমির হুসেনের পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। আহত একজনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাতা কুড়িয়ে বাড়ির পথে। ইসলামপুরের ইলুয়াবাড়িতে। সোমবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

'ভূত' তাড়াতে পুজো পুলিশের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : যেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসের ভূতেদের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা। রাত ১টার পর থেকে নাকি হাঁটার শব্দ কানে আসছে। কারও কারও আবার দাবি, কান্নার আওয়াজ ভাসছে বাতাসে। অনেকে তো রীতিমতো অশরীরীকে দেখতে পেয়েছেন বলে দাবিও করছেন। এই অশরীরী বাসা বেঁধেছে পুলিশের ডেরায়। শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম ১২ ব্যাটালিয়নের দপ্তরে। উর্দিধারীরা ভয়ে কাঠ। তাই ঘটা করে নারায়ণ ও শনি দেবতার পুজো হয়েছে গত সপ্তাহে। তারপরেও ভয় না কাটায় মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন তাঁরা। সোমবার শিবপুজো হল ব্যারাকে। যজ্ঞেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

পুলিশকর্মীদের দাবি, প্রশিক্ষণ নিতে আসা এক সিভিক ভলান্টিয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি। এর আগেও নাকি এখানে এক সিভিক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যার ফলে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাঁদের।

পুলিশকর্মীদের মধ্যে অশরীরীকে দেখতে পাওয়ার মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যদের। ব্যারাক থেকে 'ভূত' তাড়াতে পুজোর আয়োজন ঘিরে বিতর্কও শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যদি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন ওঁরা, তবে সাধারণ মানুষের কাছে কেমন বার্তা যাবে? এপ্রসঙ্গে কথা বলতে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (সশস্ত্র বাহিনী) ডেভিড ইভান লেপচার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল, তিনি বারবার ফোন কেটে দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

দিনকয়েক আগে ডাবগ্রামের ১২ ব্যাটালিয়নে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন বিভিন্ন জেলার সিভিক ভলান্টিয়াররা। প্রশিক্ষণ চলাকালীন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন একজন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সহকর্মীর অকালপ্রয়াণ মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। ব্যাটালিয়নে দেহ আটকে রেখে রাতভর তুমুল আন্দোলন হয়। ব্যারাকের আবাসিকদের একাংশের দাবি, তার আগে থেকেই অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটত সেখানে। এই ঘটনার পর থেকে সেসব আরও বেড়েছে।

রাত গড়াতেই অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনতে পাওয়া, করিডরে ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন 'ভৌতিক উপদ্রব' থেকে নিস্তার পেতে এবং মনের ভীতি দূর করতে পুরোহিত ডেকে পুজো হচ্ছে একের পর এক। শনিবার নারায়ণ আর শনি দেবতার পুজোর পর সোমবার শিবের আরাধনা যেমন করলেন আবাসিক পুলিশকর্মীরা। তাঁদের ভক্তিভরে পুজোয় অংশ নিতে দেখা গিয়েছে এদিন। আশা করছেন, এবার হয়তো শান্তি ফিরবে।

> **ভূত বলে তো কিছু হয় না। ওঁরা চাইলে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। আমরা গিয়ে ভালোমতো বোঝাব।**
>
> **অর্ণব চক্রবর্তী**
> *সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ*

এই কথা শুনে মাথায় হাত পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অর্ণব চক্রবর্তীর। তাঁর পরামর্শ, 'ভূত বলে তো কিছু হয় না। ওঁরা চাইলে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। আমরা গিয়ে ভালোমতো বোঝাব।'

পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ যদিও 'মানসিক শান্তি মিলবে'র মতো যুক্তি দিচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজনের বক্তব্য, 'কর্মীরা ভয় পাচ্ছিলেন, তাই তাঁদের মনোবল বাড়াতে পুজোর আয়োজন। এর সঙ্গে কুসংস্কারের যোগ খোঁজা ঠিক নয়।' আরেকজন বললেন, 'ব্যারাকে সবাই আতঙ্কে ভুগছিলেন। তাই আমরা নারায়ণ, শনি পুজো করেছি।'

হদিস মেলেনি ব্যবসায়ীর

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মহানন্দা ক্যানালে ঝাঁপ দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পরও হদিস মিলল না শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী মনোজকুমার ডালমিয়ার। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী কাশীরামজোত এলাকায় মহানন্দা ক্যানালে তল্লাশি চালায়। সাফল্য মেলেনি। মঙ্গলবার ফের তল্লাশি চালানো হতে পারে।

শিলিগুড়ির মিলনপল্লির বাসিন্দা তথা পেশায় মহাবীরস্থানের স্টেশনারির পাইকারি ওই ব্যবসায়ীর খোঁজে ক্যানালে জল ছাড়ার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যানালে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা তল্লাশি চালাতে পারেন। সকাল থেকেই তল্লাশি শুরু হয়।

সন্ধ্যা নামার পর দৃশ্যমানতা কমে আসায় এদিনের মতো উদ্ধারকাজ স্থগিত করা হয়। নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'তল্লাশি চালানো সত্ত্বেও মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি।'

অভিযান শুরু

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে যাতায়াতকারী গাড়িগুলির পরিস্থিতি কেমন আছে এবং চালকদের নথিপত্র আছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখা হয় সোমবার। চোপড়া থানার ট্রাফিক ওসি উজ্জ্বল রায় বলেন, 'আজ থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। গাড়ির নথি, স্পিডমিটার আছে কি না, সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ক্যাম্পাস পাহারায় শিক্ষকরা

বেতন না মেলায় কর্মবিরতি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তিন মাস ধরে বেতন না পেয়ে রাতের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। এদিকে, পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিভাগে দামি যন্ত্রাংশ রয়েছে। সেগুলি চুরি হয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিস্তর সমস্যায় না পড়ে এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সোমবার রাতে শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ক্যাম্পাস পাহারা দিলেন শিক্ষকরা। নিরুপায় হয়ে পলিটেকনিকের ডাবগ্রাম ও জাবরাভিটা ক্যাম্পাস মিলিয়ে অধ্যক্ষ সহ ১২ জন শিক্ষক এই পাহারায় নেমেছেন। বেতন সমস্যা না মিটলে আর কতদিন এভাবে পাহারার কাজ করতে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বেতন না পেয়ে নিরাপত্তার পাশাপাশি সাফাইকর্মী ও ইলেক্ট্রিশিয়ানরা সোমবার থেকে টানা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ক্যাম্পাসে দামি সমস্ত যন্ত্রাংশ রয়েছে, যেগুলি আমরা ছেড়ে যেতে পারি না। রাতে কলেজ পাহারা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আশা করছি, মঙ্গলবারের মধ্যে বেতন সমস্যা নিয়ে একটা সুরাহার পথ বের হবে।'

শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের ডাবগ্রাম ও জাবরাভিটা ক্যাম্পাস এবং আইটিআই রোডস্থিত ছাত্রীদের হস্টেল মিলিয়ে মোট ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তিন জায়গার নিরাপত্তা, সাফসাফাই, ইলেক্ট্রিক সম্পর্কিত পরিষেবা ওই কর্মীরা দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিরত একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে ওই কর্মীরা কাজ করেন। কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ওই কর্মীরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকেও একই পরিস্থিতি চলছে বলে জানা গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড কো-ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের ব্যানারে ওই কর্মীরা এদিন ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসের গেটের বাইরে বেতনের দাবিতে থালাবাসন বাজিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসের ইলেক্ট্রিশিয়ান সুব্রত মণ্ডলের অভিযোগ, 'গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে আজকে আন্দোলন চলছে। বেতন না পেয়ে আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। এর আগেও বেতনের দাবিতে আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু তাতে সুরাহা হয়নি। তাই কাজ বন্ধ করার পথে হাঁটতে বাধ্য হলাম।' কার্তিক দাস নামে এক নিরাপত্তাকর্মী বলেন, 'বেতন না পেয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এমনিতে পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে বহু স্থায়ী পদ দীর্ঘ বছর ধরে ফাঁকা পড়ে থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ বন্ধ হয়ে রয়েছে। অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে ক্যাম্পাস চালানো হচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড কো-ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসের সভাপতি তিলক গুন বলেন, 'রাজ্য সরকার খামখেয়ালিভাবে চলছে। রাজ্যের তরফে কলেজকে টাকা পাঠানো হত, তারপর কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই অস্থায়ী কর্মীদের মাইনে দিত। কিন্তু রাজ্য নতুন করে চুক্তি করেনি। তার পরেও ওই কর্মীরা এতদিন পরিষেবা দিয়েছেন। কিন্তু বেতন না পেলে আর কেউ কাজ করবেন না।'

ধৃতদের ফের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার একটি গোডাউন থেকে প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকার প্রিন্টিং সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় ধৃত প্রসেনজিৎ রায়, কৃষ্ণ রায় ও কালীন শর্মাকে সোমবার ফের আদালতে তোলা হয়। চুরির ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের প্রায় তিন সপ্তাহ পর এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধৃতদের গত ১৩ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রিমান্ড শেষে এদিন ফের তাঁদের আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

গত ২৪ জানুয়ারি চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল। সেদিন গোডাউনে ড্রাইভার ও অন্য কর্মীরা প্রিন্টিং সিলিন্ডার রাখতে গিয়ে দেখেন, আগে থেকে রাখা বেশিরভাগ সিলিন্ডার উধাও। এছাড়াও গোডাউনের ভিতরে বিদ্যুতের তার ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়। সামনের ও পিছনের দরজাও ভাঙা ছিল। গোডাউনের আশপাশে ভাঙা মদের বোতলও পাওয়া গিয়েছিল। এরপরই স্পষ্ট হয় ওই গোডাউন থেকে মোট ৩২৫টি এজাতীয় সিলিন্ডার চুরি হয়েছে। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া সিলিন্ডার উদ্ধার করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, ছাপার কাজে এই সিলিন্ডারগুলি ব্যবহার করা হয়। এদিকে, এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে গোডাউনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জন্মদিন পালিত

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে সোমবার চার্লস ডারউইন এবং গ্যালিলিও-র জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন কালাগাছ এলাকার একটি স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে স্লাইড শোয়ের ব্যাবস্থা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য যোগেশচন্দ্র বর্মন, জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভদ্র, চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি দিব্যেন্দু কুণ্ডু প্রমুখ।

যেখানে উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সংমিলিত হয়েছে এক উন্নতমানের কিডনি কেয়ার।

AINU শিলিগুড়িতে
উত্তরবঙ্গের প্রথম
অ্যাডভান্সড রোবোটিক সার্জারি সেন্টার

গত চার বছর ধরে AINU শিলিগুড়ি নেফ্রোলজি ও ইউরোলজির জন্য রোগীদের বিশ্বস্ত ও পছন্দের জায়গায় পরিনত হয়েছে। এই চিকিৎসা কে নতুন স্তরে নিয়ে যেতে AINU শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গে প্রথমবারের মতো এডভান্সড রোবোটিক সার্জারির সূচনা করেছে। এই পদক্ষেপ কম কাটাছেঁড়া, আরও বেশি নির্ভুলতা এবং দ্রুত আরোগ্যের সঙ্গে কিডনি চিকিৎসার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

বিশেষায়িত পরিষেবা
রোবোটিক সার্জারি | ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সারের চিকিৎসা (প্রোস্টেট, কিডনি ও ব্লাডার) | কিডনি স্টোন | প্রোস্টেট কেয়ার | ডায়ালিসিস | ক্রনিক কিডনি রোগ | কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট | 24x7 ইমার্জেন্সি কিডনি কেয়ার

AINU
ASIAN INSTITUTE OF NEPHROLOGY AND UROLOGY

Precision care makes it possible

শিব মন্দির, এসবিআই NBU ক্যাম্পাসের বিপরীতে শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ - 734013

0353 3501 000 www.ainuindia.org

পুণ্যকর্মের 'সৌজন্যে' দূষণ জয়ন্তীতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আটের দশকে রাজ কাপুরের সুপারহিট সিনেমার গানটা ছিল- ... গঙ্গা মইলি হো গ্যয়ি/ পাপীওকে পাপ ধোতে ধোতে। আর বাস্তবে পুণ্যার্থীদের জন্য 'মইলি' হয়ে যাচ্ছে জয়ন্তী নদী আর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পুণ্য অর্জন করতে কয়েক লক্ষ মানুষের পা পড়েছে জয়ন্তী মহাকালে। শুক্রবার যে ভিড় দেখা গিয়েছিল, সোমবার তা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। পুণ্যলাভের আশায় তাঁরা যখন বড় মহাকাল ও ছোট মহাকালে ভিড় করে পুজো দিচ্ছেন তখন তাঁদের ব্যবহার করা বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ছে জয়ন্তী নদী আর বক্সার জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায়। বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা আবর্জনায় দূষিত হচ্ছে জঙ্গল। আবার সেই আবর্জনা পোড়ানোয় বায়ু দূষণও হচ্ছে। কোথাও জয়ন্তী নদীর জলে সেই আবর্জনা মিশছে। ফলে জয়ন্তীর স্থানীয় বাসিন্দারা থেকে শুরু করে পরিবেশকর্মীরা উদ্বিগ্ন। বক্সার বন্যপ্রাণীদের নিয়েও চিন্তা বাড়ছে। বন দপ্তরের থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করার আশ্বাস দেওয়া হলেও সেটার কতটা বাস্তবায়িত হবে, সেই প্রশ্ন থাকছেই।

বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতা বলছে, পুরোপুরি আবর্জনামুক্ত হয় না জয়ন্তী নদীর ধার। বন দপ্তর ও স্থানীয় বাসিন্দারা আবর্জনা পরিষ্কারে হাত লাগালেও পুরোপুরি সমস্যা

মেটে না। এবারও একইভাবে কাজ হবে। সহযোগিতা নেওয়া হবে ভাণ্ডারা কমিটিগুলোর। এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা কুমার বিমল বলেন, 'আবর্জনা যেন বেশি না ছড়ায় সেজন্য আগে থেকেই বিভিন্ন সতর্কতা নেওয়া হয়। ভাণ্ডারা কমিটিগুলোকেও বলা হয়েছে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য। বনকর্মীরাও সেই কাজ করবেন।'

একদিকে যখন কর্মীসংকটে বিভিন্ন সময় বন দপ্তরের কাজেই সমস্যা হচ্ছে সেখানে বক্সার জঙ্গল থেকে আবর্জনা সরানোর কাজে কত কর্মী লাগানো সম্ভব, সেই প্রশ্ন উঠছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে মহাকালপুজো ঘিরে প্রায় ১০০ বনকর্মীকে কাজে লাগানো হচ্ছে নিরাপত্তা ও নজরদারিতে। তাঁদের মধ্যে থেকে অর্ধেক কর্মীকে আবর্জনা সরানোর কাজ লাগানো হতে পারে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের রাজাভাতখাওয়া গেট থেকে জয়ন্তী বাজার পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিমি জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন জায়গায় গত কয়েকদিনে আবর্জনা জমেছে।

আবার জয়ন্তী বাজার থেকে ছোট মহাকাল পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি জয়ন্তী নদীর পাশে বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে রয়েছে। এছাড়াও প্লাস্টিকের জলের বোতল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সেটা মানা হয়নি। ফলে নদীর বিভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছে প্লাস্টিকের বোতল সহ বিভিন্ন সামগ্রী। এছাড়াও নদীতে মল, মূত্র ত্যাগ তো রয়েছেই।

আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ পরিবেশকর্মী শিবুন ভৌমিক বলেন, 'গোটা দেশের মধ্যে জয়ন্তী নদীর বৈচিত্র্য আলাদা। আর কিছু লোক সেখানে গিয়ে সেই বৈচিত্র্য নষ্ট করছে। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের। এই কয়েকদিন পরিবেশের কথা বাদ দিয়ে বাকি সব বিষয় নিয়ে কথা হয়।' পরিবেশকর্মীরা বলছেন জয়ন্তী নদীর জলে যেমন দূষণ হচ্ছে তেমনই প্রচুর গাড়ি সেখানে যাওয়ায় দূষণ বাড়ছে। প্লাস্টিকজাত দ্রব্য বন্যপ্রাণীদের পেটে যাওয়ায় তারাও মারাত্মক বিপদের মুখে।

অদূরে হাতি, তবু ভক্তের ঢল মন্দিরে

বাগডোগরা ও চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সকালে একটি মাকনা এবং দুপুরে ১৬টি হাতির একটি দল- সোমবার জংলিবাবার মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দু-দফায় হাতির হানাদারি ঘটল। তবে বন দপ্তর সতর্ক থাকায় কোনও অঘটন ঘটেনি। যদিও ঝুঁকি এড়াতে বিকেল ৪টার পর মন্দিরে পুজো দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে কোনও পুণ্যার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সোমবার চোপড়ার বিভিন্ন মন্দিরে ছিল পুণ্যার্থীদের ভিড়। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের খুজালুগছ শিব মন্দির চত্বরে মেলা বসে। পালাগানের আসর বসেছিল চৌরঙ্গি মোড় এলাকা এবং সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নীলাগছ গ্রামে।

এসময় হাতির হানাদারি থাকায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিয়েছিল বন দপ্তরের কার্সিয়াং বিভাগ। ফলে সোমবার সাতসকালেও মাকনাটিকে জংলিবাবা মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে দ্রুত বনের গভীরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। পাশাপাশি, মন্দিরের সামনে খালের মধ্যে চলে আসা ১৬টি হাতির দলের ওপর বনকর্মীরা নজর রেখেছিলেন, যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও সমস্যা না হয়। যে পুণ্যার্থীদের গাড়ি ছিল না, তাঁদেরও বন দপ্তরের তরফে গাড়ি করে মন্দিরে নিয়ে আসা এবং পুজো শেষে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ বলেন, 'রবিবার যে মাকনাটি মন্দিরের কাছে তিনবাত্তি মোড়ে রাস্তায় চলে এসেছিল, ওই হাতিটি এদিন টিপুখোলার কাছে চলে আসে।' বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, '১৬টি হাতির একটি দল মন্দিরের কাছে চলে আসায় কোনও ঝুঁকি না নিয়ে বিকেল ৪টায় মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে পুজো নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।' দুইদিন মিলিয়ে প্রায় ৭০ হাজার ভক্ত জংলিবাবা মন্দিরে পুজো দিয়েছেন বলে বন দপ্তরের দাবি।

ভ্রূণ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সকালে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড় পথুরামজোত এলাকায় একটি কালভার্টের ধার থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা একটি ভ্রূণ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয়রা কালভার্টের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ভ্রূণ পড়ে থাকতে দেখেন। খবরটি জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। পুলিশ ভ্রূণটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত ও সংরক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা হুলু রায় বলেন, 'রবিবার রাতের অন্ধকারে কেউ ভ্রূণটি এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।' তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'এটি সমাজের নৈতিক পতনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।' পুলিশ ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের

গর্ভবতীর গায়ে হাত স্পা কর্মীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শপিং মলে গিয়ে স্পা কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হলেন এক গর্ভবতী। এ নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ চেয়ে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা।

এ বিষয়ে শহরের অদূরে মাটিগাড়ার ওই মল কর্তৃপক্ষের তরফে যোগেশ প্রধান বলছেন, 'পুলিশ ওই অংশে নিয়মিত অভিযান চালায়। একটা ঘটনা হয়েছে। পুলিশ সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।' আর ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'উত্তরায়ণ ফাঁড়ি ইতিমধ্যেই স্পা মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে, কোনও স্পায়ে অবৈধ কিছু হলে, একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

অভিযোগ, মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের বেসমেন্টের একটা অংশজুড়ে থাকা স্পা-গুলোয় নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। সম্প্রতি এমন একটি দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। অভিযোগ, এরপর থেকেই অদৃশ্য নির্দেশিকা জারি হয়েছে মলের ওই অংশে। মোবাইল হাতে নিয়ে ঢুকলেই খানিকটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন নিজেদের স্পা-এ কাস্টমার ঢোকানোর দায়িত্বে থাকা তরুণীরা। আর সেই 'অদৃশ্য' নির্দেশিকা নিয়ে প্রতিবাদ করলেই জুটছে মারধর। সম্প্রতি এমনই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন ছয় মাসের এক গর্ভবতী। ওই মহিলার অভিযোগ, গত শনিবার তিনি তাঁর পরিচারিকা ও ছোট মেয়েকে নিয়ে ওই শপিং মলে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা ওইদিন ঘুরতে ঘুরতে বেসমেন্টের ওই জায়গায় চলে যাই। আমার মেয়েকে নিয়ে আগে যাচ্ছিলাম। পেছনে যাচ্ছিলেন পরিচারিকা। পারিচারিকার হাতে থাকা মোবাইলে আলো জ্বলছিল, তা দেখেই একটি স্পায়ের বাইরে থাকা দুই তরুণী ছুটে এসে প্রশ্ন করেন, ভিডিও করছেন কেন? এরপরই আমাদের গালাগালি দিতে শুরু করেন।' সেসময়ে পরিচারিকার পাশে দাঁড়িয়ে ওই মহিলা প্রতিবাদ করেন। ওই মহিলার অভিযোগ, 'ওরা আমাকে গালিগালাজ করেন। আমি প্রতিবাদ করলে গায়ে হাত দেন।' ওই মহিলার কথায়, 'বেসমেন্টের ওদিকে যাওয়া এত বড় ভুল হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। গর্ভবতী অবস্থায় আমার ওপর এধরনের ব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না।'

প্রশ্ন হচ্ছে, শপিং মলের বেসমেন্টে যাওয়াটা কি নিষিদ্ধ? তা না হলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে কীভাবে?

বিষয়টায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন সময় নিজের সন্তানকে নিয়ে মলে আসেন অয়ন চৌধুরী। তিনি বলছিলেন, 'মলের বেসমেন্টের জায়গাটা তো সুস্থ পরিবেশের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এটা তো একটা মলের পরিবেশ হতে পারে না। অবিলম্বে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

এদিকে, এই ঘটনার পরই স্পা মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে উত্তরায়ণ ফাঁড়ির পুলিশ। সেই বৈঠকে স্পা মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অবৈধ কাজকর্ম হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়ে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'আমাদের নজরদারি চলছে। এক গর্ভবতীকে মারধর করার একটি অভিযোগ সামনে এসেছে। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

- শনিবার পরিচারিকা ও নিজের ছোট মেয়েকে নিয়ে একটি শপিং মলে ঘুরতে গিয়েছিলেন এক মহিলা
- ভিডিও করার অভিযোগ তুলে শপিং মলের একটি স্পায়ের কর্মীরা তাঁদের গালাগালি করেন
- ওই মহিলার গায়ে হাত দেন বলেও অভিযোগ

স্পা মালিকদের পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, কোনও স্পায়ে অবৈধ কিছু হলে, একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমাদের নজরদারিও চলছে।

রাকেশ সিং
ডিসিপি (ইস্ট)

ধুলোয় সমস্যা, পথ অবরোধ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বেহাল রাস্তার হাল ফিরছে না কিছুতেই। বরং ধুলোঝড়ে প্রত্যেকদিন চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচলতি মানুষকে। ফুলবাড়ি টোল প্লাজা থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত ক্যানাল রোডের এই অবস্থার প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে পথ অবরোধ করলেন ফুলবাড়ির গঠমাবাড়ির বাসিন্দারা। ক্যানাল রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ রায়ের অভিযোগ, 'প্রতিটি গাড়ি থেকে টোল নেওয়া হলেও রাস্তা মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ভেঙে যাওয়া রাস্তার জন্য পথচলতি মানুষকে যেমন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, তেমনই ধুলোর জন্য ঘরবাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে। বাচ্চা, বৃদ্ধরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাই দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবি জানাচ্ছি।' স্থানীয় বাসিন্দা রূপনারায়ণ গুপ্তার কথায়, 'মেরামতের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তাটি। রাস্তায় জল দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। তাহলে ধুলোর প্রকোপ কিছুটা কমবে।' এদিন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশি আশ্বাসে তা উঠে যায়। রাস্তাটি দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'টেকনিকাল টিম রাস্তাটি দেখতে যাবে। রাস্তার পাশে জল জমায় সেটি টিকছে না বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে এবার আরও ভালো করে তৈরি করে দেওয়া হবে।'

জখম শিশু

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সোমবার একটি টিন ও বেড়ার ঘর মেরামতির কাজ চলাকালীন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলাগাঁও গ্রামে বিপত্তি ঘটে। গ্রামবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, তমিজউদ্দিন নামে এক বাসিন্দা তাঁর পুরোনো ঘরটি মেরামতের কাজ শুরু করেছিলেন। বিকালে হঠাৎ করেই ঘরটি হেলে পড়ে যায়। সেসময় ঘরের বারান্দায় চাপা পড়ে জখম হয় এক শিশু।

অবাক চাহনি। শিলিগুড়িতে। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

লোসারের প্রস্তুতি চলছে পাহাড়ে

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের পাহাড়জুড়ে এখন তিব্বতি নববর্ষ বা 'লোসার'-এর প্রস্তুতির সুর। ১৮ ফেব্রুয়ারি এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করতে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বৌদ্ধ মঠ বা গুম্ফাগুলিতে বিশেষ আয়োজন চলছে। তিব্বতি পঞ্জিকা অনুযায়ী, এটি তাদের প্রধান উৎসব যা অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর বার্তা দেয়। পাহাড়ের ডালি গুম্ফা, ঘুম মঠ কিংবা কালিম্পংয়ের দুরপীনদাড়া ও লাভার মতো প্রাচীন গুম্ফাগুলিতে সারাদিনব্যাপী প্রথাগত উপাসনা ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তুঙ্গে।

লোসার উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ হল তিব্বতি 'চাম নাচ' বা মুখোশ নৃত্য। গুম্ফা চত্বরে স্থানীয় শিল্পীরা বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের মুখোশ পরে নাচের মাধ্যমে তাঁদের ঐতিহ্য তুলে ধরেন। উৎসবের আবহে মঠগুলিতে ঐতিহ্যবাহী খাবার 'খাপসে' এবং বিশেষ স্থানীয় পানীয় পরিবেশন করা হয়। যদিও স্থানীয় স্তরে এই উৎসবের মাহাত্ম্য অপরিসীম, তবুও পর্যটন মানচিত্রে এর প্রচার নিয়ে পর্যটন মহলে কিছুটা আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ বা লাদাখে লোসারকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের যে ঢল নামে, দার্জিলিং বা কালিম্পংয়ে সেই চিত্রটি এখনও কিছুটা ম্লান।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানান, সিকিমে ইতিমধ্যেই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বড় আকারের উদযাপন শুরু হয়েছে, যা পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। কিন্তু এ রাজ্যে পর্যটন বিকাশে লোসারের সম্ভাবনাকে এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। প্রচারের অভাবে অনেক পর্যটকই এই বর্ণময় উৎসবের স্বাদ নেওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে সিকিমে ইকো-ভিলেজ ট্যুরিজমের মাধ্যমে এই দিনটিকে তুলে ধরা হচ্ছে, যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং উপস্থিত থেকে উৎসাহ বাড়াচ্ছেন।

তবে আশার কথা হল, গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এখন এই উৎসবকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। জিটিএ ট্যুরিজমের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা জানিয়েছেন, আগামীতে লোসারকে কেন্দ্র করে পর্যটন বিকাশের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। পাহাড়ের শতাব্দীপ্রাচীন গুম্ফাগুলোর এই অনন্য সংস্কৃতি যাতে বিশ্ব দরবারে পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। পাহাড় ও সমতলের মানুষের উপস্থিতিতে লোসার যেন কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং যাতে মিলন উৎসবে পরিণত হয়, এটাই এখন পাহাড়বাসীর প্রত্যাশা।

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ ফিরোজ। ধৃত কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসের সামনে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি অটো আসে। অটোর পেছনে বসা যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর ওই যাত্রীর প্যান্ট থেকে দেশি পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত এই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ কোথায় পেলেন তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ হেপাজত

খড়িবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চালককে মাদক খাইয়ে ফাঁসিদেওয়া থেকে টোটো নিয়ে বিহারের ঠাকুরগঞ্জে চম্পট দিয়েছিলেন দুই দুষ্কৃতী। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেলেন তাঁদেরই একজন। চুরি যাওয়া টোটোটিও উদ্ধার করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ। টোটো চুরির অভিযোগে ধৃত রংলাল বণিক নামে ওই ব্যক্তিকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। রংলাল বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা। নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে বাকি দুষ্কৃতী সহ খোয়া যাওয়া টাকা ও মোবাইল উদ্ধার করবে পুলিশ।'

কর্মীসভা

গোয়ালপোখর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সোমবার গোয়ালপোখর থানার ভুলকাবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা আয়োজিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। এদিন রব্বানি কংগ্রেস এবং মিমকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের একতা ও কর্মীদের ঐক্যের কাছে বিরোধীরা হার মানবে।'

আন্দোলনে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দুটি পদ তাঁর কাঁধে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী অধ্যক্ষ এবং স্থায়ী সুপার। কিন্তু অধ্যক্ষের ঘরে বসলেও সুপারের কার্যালয়ে ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। সুপারকে তাঁর কার্যালয়ে না পাওয়ায় রোগী এবং তাঁর পরিজনদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। এমনই অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামল সিপিএম। সোমবার সুপারের দরজায় দলীয় পতাকা লাগিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন দলের দার্জিলিং জেলার সুশ্রুতনগর এরিয়া কমিটির নেতা-কর্মীরা। যদিও প্রথমদিকে না থাকলেও পরে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন সুপার। যদিও সুপারের বক্তব্য, 'এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ কিছু করার নেই। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবন থেকে দেখছে।' সিপিএম নেতা তাপস সরকার বলেন, 'সুপারের ঘর ফাঁকা পড়ে থাকছে। অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছেন না। শ্রমিকদের টাকার অনিয়ম হচ্ছে। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

এদিকে, এদিনই মেয়ের জন্মের শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে সুপারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন দেবাশিস নমদাস। সুপারের দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। তাঁর বক্তব্য, 'মেয়ের জন্মের শংসাপত্রের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে কয়েকদিন থেকে ফিরে যাচ্ছি। সুপারের উদাসীনতায় হয়রানি হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের হয়রানি হতে হচ্ছে অভিযোগ পেয়ে গত মাসে ডাঃ পার্থপ্রতিম পানকে অস্থায়ী সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি দায়িত্ব নেননি। ফলে সমস্যা মেটেনি মেডিকেলে বরং দিন-দিন জটিলতা বাড়ছে।

নতুন স্টপ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনের আগে উত্তরের একগুচ্ছ স্টেশনে একাধিক ট্রেনের স্টপ দিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই তালিকায় সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস, ভিস্তাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশালের মতো ট্রেন রয়েছে। সোমবার থেকে সেবক স্টেশনে সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপ দেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনটি সেবকে স্টপ পাওয়ায় সেবক, কালিঝোরা, লোহাপুল, লাটপাঞ্চার, সিটিং, রম্বি, তিস্তা, লোপচু, কালিম্পং সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের সুবিধা হবে বলে দাবি করেছে বিজেপি। সোমবার বিজেপির একাধিক বিধায়ক এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের উপস্থিতিতে সেবক স্টেশন হয়ে সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাজু বিস্ট সহ রেলের আধিকারিকরা সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনটিকে সেবক স্টেশন থেকে রওনা করেন। এরপর গুলমাতে ভিস্তাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের স্টপ দেওয়া হয়। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'ট্রেনের স্টপ দেওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের সুবিধা হবে। এর বাইরে, নকশালবাড়ি, বাতাসি, অধিকারী স্টেশনেও একাধিক ট্রেনের স্টপ দেওয়া হচ্ছে।'

জমছে ক্ষোভ

গোয়ালপোখর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : গোয়ালপোখর থানার ভুলকাবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশেই এদিন যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ চলে। সেখানে ফর্ম জমা দিতে বহু তরুণ-তরুণী আসেন। তবে এই প্রকল্পে ফর্ম জমা দিতে এসেও চাকরি না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকে। শাহিদ রেজা নামে এক তরুণ বলেন, '২০১৫ সালে এমএ পাশ করে ঘুরছি। কিন্তু চাকরি পাইনি। এভাবে শুধু ভাতা দিয়ে বেকারদের পঙ্গু না করে কাজের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে আমরা ভীষণ খুশি হতাম।'

এদিকে, তৃণমূলের চাকুলিয়ার ব্লক প্রেসিডেন্ট সারাফত হোসেন বলেন, 'ওই তরুণ তাঁর কথা বলেছেন। বলতেই পারেন। আসলে বেকারদের পাশে থাকার জন্যই এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলিতে তো এমন উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে না।'

ইভনিং আউটডোর চালু শিলিগুড়িতে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চিকিৎসা পরিষেবায় জোর দিতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চালু হল ইভনিং আউটডোর পরিষেবা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে চারটি বহির্বিভাগ নিয়ে ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহের সোম, বুধ ও শুক্রবার ইভনিং আউটডোর পরিষেবা মিলবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এতে কতটা সাড়া মিলছে, তার

ইভনিং আউটডোরের টিকিট কাউন্টারে লাইন। সোমবার।

নিরিখেই আগামীদিনে সময় বাড়ানো হবে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলেন, 'দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আউটডোরে দীর্ঘ লাইনের জেরে বহু সময় অনেককেই ফিরে যেতে হত। সেসব বিষয় মাথায় রেখেই ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু করা হল।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বরাবরই রোগীর চাপ থাকে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের দাবি, প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আসেন। সেই তালিকায় শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারাও থাকেন। আউটডোরে দীর্ঘ লাইনের জেরে বহু সময় অনেক রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ফিরে যেতে হয়। বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের নজরে দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। সেই সমস্যার সমাধানেই এবার ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু করা হল। দুপুর ২টোয় হাপাতালের আউটডোর পরিষেবায় ইতি পড়তেই ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। তার জন্য নির্দিষ্ট একটি টিকিট কাউন্টারও খোলা থাকবে। পরিষেবা মিলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

এদিন বিকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু হতেই একাধিক রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেতে টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় জমান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে গাইনি, পেডিয়াট্রিক, সার্জারি ও মেডিসিন বিভাগে ইভিনিং আউটডোর পরিষেবা মিলবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলছেন, 'শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগীদের যথেষ্ট চাপ থাকে। গরমের সময় তা আরও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে আমরা ইভনিং আউটডোর পরিষেবা চালু করলাম। প্রথম ধাপে চারটি স্পেশালিস্ট ওপিডি চালু করা হল।'

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, সদ্য চালু হওয়া ইভনিং আউটডোরের বিষয়টি জানাতে হাসপাতাল চত্বরে নিয়মিত প্রচার করা হবে। এদিন ইভনিং আউটডোরে পরিষেবা পেতে টিকিটের লাইনে দাঁড়ানো মাটিগাড়ার সন্ধ্যা মৃধা বলেন, 'মাঝেমধ্যেই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আসতে হয়। তবে পরিচারিকার কাজ করে সময়মতো পৌঁছানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। ইভনিং পরিষেবা চালু হওয়ায় সুবিধা হল।'

মেলার মাঝে।। মাথাভাঙ্গার শিববাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কাজল রায়।

ফুলেশ্বরী বাজারে ফুটপাথ দখল করে দোকান

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দোকান আছে। তবে সেই দোকান ছাড়িয়ে রীতিমতো ফুটপাথ দখল করে একদল ব্যবসায়ী নিয়মিত পসরা সাজিয়ে বসছেন। ঘটনাটি শিলিগুড়ি শহরের ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার। অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা ফুটপাথ আঁকড়ে দোকানের পসরা সাজানোয় সাধারণ মানুষ ওই পথ ধরে চলতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ফুলেশ্বরী বাজারের পথ ধরে এনটিএস মোড়ের দিকে যাওয়া যেন সকলের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাজারে আসা ক্রেতারাও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। সকলেই চাইছেন পুরসভার তরফে পদক্ষেপ করে দ্রুত ফুটপাথ ফাঁকা করা হোক।

ডাবগ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত সরকারের বক্তব্য, 'প্রায়দিনই বাজার করতে এখানে আসি। এই বাজারে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গিয়েছে। হাঁটাচলাই করা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, পুলিশ ও পুরনিগম কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'শহরের প্রতিটি বাজার সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। তবে কেউ দোকান ছেড়ে ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে বসছেন কি না, খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভারতনগরের ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় রাস্তার দুই ধারে সবজির দোকান রয়েছে। কিছু দোকানের স্থায়ী ঠিকানা ফুটপাথই। সিংহভাগ ব্যবসায়ীর অবশ্য স্থায়ী দোকানঘর রয়েছে। অভিযোগ, তাঁরাও দোকান ছেড়ে রীতিমতো ফুটপাথ দখল করে পসরা সাজিয়ে বসেন। তবে শুধু সবজির দোকানই নয়, অন্য একাধিক দোকানের ক্ষেত্রেও একই ছবি নজরে আসে। অভিযোগ, কোনও কোনও ব্যবসায়ী আবার ফুটপাথ ছাড়িয়ে রাস্তার একাংশ দখল করে পসরা সাজিয়ে বসেন। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ক্রেতাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করতে হয়। তাছাড়া রাস্তাতেই ক্রেতাদের অনেকে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখার ফলেও সমস্যা বাড়ে। ফলে ফুলেশ্বরী বাজার এলাকা হয়ে চলাচল করাই দায় হয়ে ওঠে।

ফুটপাথ ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে বাজার। - সংবাদচিত্র

গৌর সাহা নামে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী অকপটে বলছেন, 'সবাই ফুটপাথের উপরই দোকানের পসরা সাজিয়ে রাখেন। তাই আমিও দোকান ছেড়ে ফুটপাথের উপর পসরা রাখি। তবে স্থায়ী বাজার হলে এই সমস্যা মিটে যাবে।'

ফুলেশ্বরী বাজারে কেনাকাটা করতে আসা দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মানিক সরকার বলেন, 'ফুটপাথের উপর ব্যবসায়ীরা পসরা সাজানোয় যথেষ্ট সমস্যা হয়। এই পরিস্থিতির ফলে নিত্যদিনই আমাদের যানজটে নাকাল হতে হয়। কিন্তু এসব নিয়ে কাকে বলব।'

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পরিযায়ীর মৃত্যু

গুজরাটে গিয়ে খুন হল পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাটের মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক। হোটেল থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের লোকেরা। তদন্তে পুলিশ।

রক্ষাকবচ

সাংসদ মহুয়া মৈত্র সম্পর্কে কুরুচিকর ছবি শেয়ার করায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মেলের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের হয়। তাই হাইকোর্টের ধমকের মুখে পুলিশ। অভিযুক্তকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রক্ষাকবচ।

গাড়িতে আগুন

দুর্গাপুরে জয়েন্ট বিডিওর গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন স্থানীয়রা। যান্ত্রিক ত্রুটিতে শর্টসার্কিট বলে প্রাথমিক ধারণা। অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ফল প্রকাশ

সোমবার প্রকাশিত হল চলতি বছরের প্রথম পর্বের জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (জেইই মেইন)-এর ফলাফল। প্রকাশিত হয়েছে চূড়ান্ত আনসার কিও। ১২ জন পরীক্ষার্থী ১০০ পার্সেন্টাইল নম্বর পেয়েছেন।

পড়ন্ত বিকেলে মাঠের কাজ সেরে বাড়ির পথে কৃষক। নলহাটিতে। ছবি :তথাগত চক্রবর্তী

সরকারে থেকেও বিরোধী : মমতা

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সরকারে টানা ১৫ বছর। তা সত্ত্বেও এখনও কার্যত তাঁকে বিরোধী নেত্রীর ভূমিকাই পালন করতে হচ্ছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার একটি টিভি সাক্ষাৎকারে অকপটে মুখ্যমন্ত্রী অনেক খোলামেলা কথা বলেন। তাঁর বাড়ি থেকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে মমতা দাবি করেন, ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে তাঁর দল সিপিএমের সম্পর্কে কোথাও তাল কেটেছিল। তাই তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শাসনকালে মমতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওরা কবে যাবে? মমতা এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী আছি মানুষের আর্শীবাদে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন এবং অন্য সমস্ত বিরোধী দল ক্রমাগত সরকারের বিরুদ্ধে পড়ে গিয়েছে। তাই রাজ্যের মানুষের দাবি আদায়ে আমাকে বিরোধী নেত্রীর মতোই মানুষের স্বার্থরক্ষায় কাজ করতে হচ্ছে।' কার্যত রাজ্যে এখন রাষ্ট্রপতির শাসনই চলছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করে নিলেন রাজীব গান্ধিকে তিনি এখনও সেইভাবেই সম্মানই করেন। নরসিমা রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিং তিন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেছেন তিনি। তাঁদের এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অনুষ্ঠানে দেখা

> রাজ্যের মানুষের দাবি আদায়ে আমাকে বিরোধী নেত্রীর মতোই মানুষের স্বার্থরক্ষায় কাজ করতে হচ্ছে।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

হলে সৌজন্যমূলক কথা হয়। কিন্তু উনি কোনও কাজ করেন না। বাজপেয়ীজি যে কথা বলতেন তা তিনি রাখতেন। মনমোহন সিং অত্যন্ত ভদ্র এবং শিক্ষিত। তাঁর লেখা চিঠির জন্যই আমি ২৬ দিনের অনশন প্রত্যাহার করেছিলাম এবং তিনি কথা রেখেছিলেন। জমি অধিগ্রহণ আইন রূপায়ণের প্রস্তুতিও তিনি নিয়েছিলেন।'

তবে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী নিজের দপ্তরের গাফিলতির কথাও অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে তিনবার হামলার চেষ্টা হয়েছিল। নাম না করে বিজেপির উদ্দেশে তিনি অভিযোগ করেছেন, কিছু লোক এসে এই এলাকার সিসিটিভির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পুলিশ তো সবই জানে। কিন্তু কই তাঁদের বিরুদ্ধে তো পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিল না এখনও! তিনি বলেন, 'আমি পুলিশ মন্ত্রী। কিন্তু আমার দপ্তরে কেউ ভুল করলে বা অন্যায় করলে আমি সহজেই স্বীকার করে নিই। তা এটা তো পুলিশের গাফিলতি।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ করে বলেন, 'উনি প্রোটোকল অনুযায়ী আমার অনেক নীচে। কিন্তু আমাকে ২০ মিনিট বাইরে বসিয়ে রেখেছিলেন। আমি যখন ওঁর ঘরে ঢুকি উনি দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। এই ঔদ্ধত্য আমার ভালো লাগেনি বলেই আমি বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এখনও আবার চিঠি পাঠাচ্ছে ওইদিন কারা গিয়েছিলেন তাঁদের তথ্য জানাতে হবে। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের তথ্য আগেই জমা ছিল দিল্লি পুলিশের কাছে। তাহলে আবার এই চিঠি কেন? আসলে পরিকল্পিতভাবে কাউকে সন্তুষ্ট করতে এটা করছেন।'

সেলিম, অধীরকে সমর্থনের বার্তা হুমায়ুনের

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : কয়েক মাসেই ভোল বদল। জোটের আগেই জল্পনায় জল ঢাললেন জনতা উন্নয়ন পার্টির (জেইউপি) নেতা হুমায়ুন কবীর। সিপিএম ও আইএসএফের সঙ্গে জোট করবে না বলে জানিয়ে দিলেন হুমায়ুন। তবে সিপিএমে অরুচি হলেও ব্যক্তিগতভাবে মহম্মদ সেলিমকে সমর্থন করবেন। এমনকি কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকেও সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন তিনি।

সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন বলেন, 'সিপিএম ও আইএসএফ যে পরিমাণ আসন চাইছে, তাতে আমি সম্মত নই। আমি ওদের সঙ্গে জোট করব না। সিপিএমকে শূন্য থেকে মহাশূন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।' সম্প্রতি সিপিএমের সঙ্গে বাকি শরিকদের বৈঠকে হুমায়ুন কবীর নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে ফরওয়ার্ড ব্লক। এদিন ফরওয়ার্ড ব্লককে কটাক্ষ করে হুমায়ুন বলেন, 'আমি বামফ্রন্টের সঙ্গে নেই। ফরওয়ার্ড ব্লক একটা অস্তিত্বহীন পার্টি। বামফ্রন্ট এদেরকে নিয়ে থাকুক।' তবে ব্যক্তি সেলিম ও অধীরকে সমর্থন করার বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'অধীরবাবুর মতো লোককে বিধানসভায় দরকার। তিনি যদি হাত প্রতীকে লড়াই করেন, তাঁকে জেতানোর চেষ্টা করব। মহম্মদ সেলিম যদি মুর্শিদাবাদের কোনও আসনে প্রার্থী হন, তাহলে তাঁকে সমর্থন করব। তিনি যাতে বিধায়ক হয়ে বিধানসভায়

সিপিএমে অরুচি

আসেন, সেই চেষ্টা করব।' তবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে নিয়ে হুমায়ুনের দাবি, তিনি অভিষেকের সঙ্গে টাকা নিয়ে চুক্তি করেছেন ও তৃণমূলের দালালি করছেন।

তাহলে কাদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে চাইছেন হুমায়ুন। তাঁর কথায়, '২৫ তারিখের মধ্যে আমার জনতা উন্নয়ন পার্টি ৭-৮টি ছোট দলকে নিয়ে কোথায় কত আসনে লড়বে জানিয়ে দেবে।' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই হুমায়ুনের দলের সঙ্গে এআইমিম, আজাদ সমাজ পার্টি, মুসলিম লিগ, মূল নিবাসী পার্টি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিগ, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া সহ আরও বেশ কয়েকটি দল একত্রে বৈঠক হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসনরফা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলেছে। তবে মিমের তরফে সিপিএমকে চিঠি দেওয়া হলেও এখনও কোনও উত্তর দেয়নি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

সাসপেনশনে চাপের কৌশল

সতর্ক হতে অন্য অফিসারদের পরামর্শ আগরওয়ালের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ভোটের আগে সরকারি আমলা ও কর্মীদের কাছে মমতার 'রক্ষাকর্তা' ভাবমূর্তিকে গুঁড়িয়ে দিতে চায় কমিশন। ৭ রাজ্য সরকারি আধিকারিককে সতর্ক না করেই সরাসরি দিল্লি থেকে সাসপেন্ড করে সেই বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। এ ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা শুধু এরাজ্যের ক্ষেত্রে তো নয়ই, অন্য কোনও রাজ্যেও সাম্প্রতিককালে হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না সিইও দপ্তরের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই ২ জন ইআরও, ২ জন এইআরও এবং একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সহ মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর কার্যকর না করা নিয়ে মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে ডেকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কমিশন। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টায় সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে। তারই মধ্যে আরও ৭ আধিকারিককে সরাসরি সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে রাজ্য প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াল কমিশন।

অভিযুক্ত এই ৭ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এসআইআরের কাজে কারচুপি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে কমিশন। সেই অভিযোগে রাজ্যের মুখাপেক্ষী না থেকে সরাসরি সাসপেন্ড করেছে কমিশন। মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে রাজ্যের ওই ৭ আধিকারিককে সাসপেন্ড করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করতে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত ৭ আধিকারিকের মধ্যে ২ জন জয়েন্ট বিডিও এবং বাকিরা রাজ্য সরকারের গেজেটেড পদমর্যাদার অফিসার। ২ জয়েন্ট বিডিও হলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার দেবাশিস বিশ্বাস (এইআরও) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্বের জয়েন্ট বিডিও সত্যজিৎ দাস। বাকিরা হলেন মুর্শিদাবাদের সুতি ব্লকের শেখ মুর্শিদ আলম (এডিএ) এবং সামশেরগঞ্জের ড. সফিউর রহমান (এডিএ), ক্যানিং পূর্বের জয়দীপ কুণ্ডু (এফইও), ফরাক্কার নীতীশ দাস (রেভিনিউ অফিসার), জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক ডালিয়া রায়চৌধুরী। সাসপেনশন ইস্যুতে এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতার ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করলে শাস্তি পেতেই হবে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় রয়েছে। বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা সতর্ক হয়ে যান। আইন মেনে কাজ করুন।'

- এই প্রথম রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের সরাসরি সাসপেন্ড করল কমিশন
- কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষেই ফেরানো সম্ভব সাসপেনশন
- এফআইআর সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর না হলে এবার ইআরওরাও (এসডিও) সাসপেন্ড হতে পারেন

কমিশনের এই পদক্ষেপে সাসপেন্ড হওয়া রাজ্যের এই ৭ আধিকারিক এসআইআর সংক্রান্ত কোনও কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। রাজ্য সরকারের যে পদে তাঁরা রয়েছেন, সেই পদ থেকেও তাঁদের সরে যেতে হবে। যদিও সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অভিযুক্ত এই ৭ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া বা তাঁদের বিরুদ্ধে কমিশনের নির্দেশমতো বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। সূত্রের খবর, এফআইআর এবং ৭ এইআরওর বিরুদ্ধে সাসপেনশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মঙ্গলবার সকালে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, রাজ্যের এজি ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

রাজ্যের এসআইআর শুনানিতে নথি হিসেবে রাজ্যের আবাস যোজনায় বাংলার বাড়ির নথি গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। চলতি নথি পরীক্ষায় এদিন পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭০ জনের নথি অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এখনও এলোমেলো বামফ্রন্টের আসনরফা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যবাসীর অন্দরে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় না থাকা সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের অবস্থান যেমন এলোমেলো, ঠিক তেমনই ফ্রন্ট শরিকদের বিধানসভা ভোটের আসন রফাও চূড়ান্ত এলোমেলো অবস্থাতেই বিরাজ করছে। একের পর এক শরিকদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক চলছে এই নিয়ে। তারমধ্যে একবার বামফ্রন্টের বৈঠকও হয়ে গিয়েছে শরিকদের নিয়ে। আপাতত যা অবস্থা, বুধবার ফ্রন্ট বৈঠক আবার হলেও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে না বলেই ধারণা শরিক নেতাদের। বরাবরের মতো বড় শরিক সিপিএম আসন রফা নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বলতে চাইলেও ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি ও সিপিআইয়ের মতো শরিকরা এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। সেই বক্তব্য অনুযায়ী বিধানসভা ভোটের আগে বামফ্রন্টের আসনরফার ভবিষ্যৎ কখন, কবে, কতটা উজ্জ্বল হবে, তা রীতিমতো ভাবনার বিষয়।

এদিন অন্যতম ফ্রন্ট শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় তো 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেই ফেললেন, 'আসনরফা কী হবে। সবটাই তো এলোমেলো হয়ে আছে। বসা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। সিপিএমের সঙ্গে শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআইয়ের দু'বার করে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। আবারও এই প্রক্রিয়া হবে। একবার বামফ্রন্ট বৈঠক হয়েছে। আবারও তা হবে। তারপর তো চূড়ান্ত হওয়ার পথে এগোনোর প্রশ্ন। যদিও আইএসএফ ও বৃহত্তর বামফ্রন্ট শরিক সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের মতো দলগুলির সঙ্গে কথা বলছে সিপিএম। আমরা নেই ওর মধ্যে। কারণ, আইএসএফকে নিয়ে আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা ভালো নয়। গতবার তো ওরা আমাদের জোটে ছিল। তারপর থেকে আমাদের ফ্রন্টের সঙ্গে যৌথভাবে আইএসএফ কটা কর্মসূচি করেছে?'

আসনরফা নিয়ে তুলনায় অনেকটাই আশাবাদী শরিক আরএসপি। দলের প্রবীণ শীর্ষ নেতা মনোজ ভট্টাচার্য এই প্রতিবেদককে বললেন, 'এবার জোট করতে বড় লায়বেলিটি কংগ্রেস নেই। সেটা একটা বাঁচোয়া। আইএসএফও এক্ষেত্রে তেমন ফ্যাক্টর হবে না। শরিকদের মধ্যে কথা হচ্ছে। আবারও হবে। এত তাড়ার তো কিছু নেই। এসআইআর, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হোক। তারপর তো চূড়ান্ত আসনরফার কথা।' ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো তিনিও জানালেন, বুধবারের ফ্রন্ট বৈঠকে তাঁরা কোনও প্রার্থী তালিকা দিচ্ছেন না।

আসনরফা নিয়ে আরেক শরিক সিপিআই অবশ্য এদিন মুখ খুলতে চায়নি। দলের এক শীর্ষ নেতার মন্তব্য, 'ইট ইজ টু আর্লি টু কমেন্ট।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অবশ্য জানিয়েছেন, কথা চলছে সব নিয়েই। কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয়, দলীয় পর্যায়েই সিপিএম সব বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।

ভাতা দিলেও নিয়োগ নেই, পথে চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : একই দিনে চাকরিপ্রার্থীদের জোড়া মিছিল কলকাতায়। প্রায় ৪ বছর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১,৭৬৫টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু সেই নিয়োগে এনআইওএস (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং) এবং ডিএলএড উত্তীর্ণ প্রার্থীরা প্যানেল থেকে বাদ পড়েছিলেন। গত বছরের এপ্রিল মাসে ১২৩৩ জন এনআইওএস প্রার্থীকে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তারপর প্রায় ৯ মাস অতিক্রান্ত। নিয়োগের জট যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই। এর প্রতিবাদে সোমবার বিকাশ ভবন অভিযান করলেন প্রায় ২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। সেখান থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের পদত্যাগের দাবি তুললেন তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভ, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আন্দোলনে উচ্চপ্রাথমিকে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

২ বছরের ডিএলএড বাধ্যতামূলক। অনেকেই এনআইওএসের মাধ্যমে ওপেন স্কুল থেকে ১৮ মাসের কোর্সের এই ডিএলএড করেন। তারপরও ইচ্ছাকৃতভাবে পর্ষদ সভাপতি তাঁদের চাকরি না দিয়ে অহেতুক হেনস্তা করছেন। আদালতের রায় মেনে অবিলম্বে তাঁদের চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণের নিয়ম জারি করার দাবি তুললেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ এনআইওএস ডিএলএড সংগ্রাম মঞ্চের আরও দাবি, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)-এর স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও নিয়মিত টেট পরীক্ষার আয়োজন করছে না রাজ্য। শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে কম সংখ্যক পদে নিয়োগ করে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানো হচ্ছে। তাই এনআইওএস প্রার্থীদের চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

বছরের পর বছর নিয়োগ নেই, এদিকে বেকার ভাতার টোপ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই অভিযোগ তুলে এদিন উচ্চপ্রাথমিকে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বিধানসভা অভিযানের ডাক দেন। আন্দোলনকারী প্রণব গুহর প্রশ্ন, '১২০০-র বেশি শূন্যপদে এখনও নিয়োগ বাকি রয়েছে। ১৩৩৯ দিন ধরে রাস্তায় আন্দোলন চালাচ্ছেন ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। গত ১০ বছর ধরে বহু শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ হচ্ছে না কেন?' দু'টি মিছিলই মাঝপথে আটকে দেয় পুলিশ। প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা করুণাময়ীতে এবং উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা ধর্মতলা মোড়ে বিক্ষোভ দেখান। বাগবিতণ্ডায় জড়ায় দু'পক্ষই।

উচ্চমাধ্যমিকের পঠনপাঠনের সময় বৃদ্ধির দাবি

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : হাতে পর্যাপ্ত সময়ের অভাব। এমনকি পাঠ্যবই বা স্টাডি মেটেরিয়ালও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছেছে না পড়ুয়াদের হাতে। এই নিয়ে কম অভিযোগ উঠছে না চলতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদেও জমা পড়ছে একাধিক অভিযোগ। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, আগামী বছর থেকে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে সংসদকে। নতুন সিমেস্টার ব্যবস্থায় পড়ানোর নামে পড়ুয়াদের প্রহসন করা চলবে না। নির্দিষ্ট পরিকাঠামো মেনে তবেই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সোমবার এই বিষয়ে সংসদকে চিঠি পাঠিয়েছে অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের দাবি, আগামী বছর থেকে চতুর্থ সিমেস্টার পরীক্ষায় পঠনপাঠনের সময় কমপক্ষে ৩০ দিন বৃদ্ধি করতে হবে। পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীর সুবিধার্থে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১ ঘণ্টা পিছিয়ে শুরু করাও প্রয়োজন। চলতি বছরের পরীক্ষা মিটলে তড়িঘড়ি পরবর্তী বছরের পরীক্ষার জন্য সমস্ত বিষয়ের সংশোধিত সিলেবাস এবং প্রশ্নপত্রের ধরন সংসদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে হবে। একইসঙ্গে একাদশ শ্রেণির প্রথম ও দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা সূচিও অবিলম্বে প্রকাশ করার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে সারা রাজ্যের সমস্ত স্কুলে একই সময়ে এই দুটো সিমেস্টার আয়োজন করা যায়। শিক্ষকদের কথায়, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে সমস্যায় পড়ছেন স্কুলের শিক্ষকরাও। এই ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে নজর রাখতে চাইছে সংসদও।

এছাড়াও সংসদ প্রকাশিত পাঠ্যবই ও মডেল প্রশ্নপত্রের বই বিনামূল্যে পড়ুয়াদের মধ্যে বিতরণের পাশাপাশি পড়ুয়াদের ওপর মানসিক চাপ কমাতে প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষার মধ্যে ১-২ দিন ব্যবধান রাখা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দুটি খাতাই যাঁদের দেখতে হয়, তাঁদের যে কোনও একটি পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যবস্থা করারও দাবি তুলছেন শিক্ষকরা।

কাল মায়াপুরের ইসকনে শা

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন তিনি। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ওইদিন গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে দুপুর দেড়টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন শা। সেখান থেকেই হেলিকপ্টারে নদিয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে যাবেন তিনি। বিকেল সওয়া ৫টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, ওইদিন বিমানবন্দরে ও মায়াপুরে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব

শা-কে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকলেও আলাদা করে দলীয় বৈঠক নেই। কারণ, ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে দলের সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা আছে তাঁর।

প্রতীকের ইস্তফার চিঠিতে জল্পনা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সাম্প্রতিক সময়ে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না তিনি। এমনটাই জানিয়ে সিপিএমের সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রতীক উর রহমান। দলের রাজ্য সম্পাদককে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে অবগত করেছেন তিনি। তবে এই চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পরেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, প্রতীক উর কি তবে তৃণমূল বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদান করছেন? যদিও প্রতীক উর জানিয়েছেন, 'এটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমি বাইরে কোনও মন্তব্য করব না। কিছু বললে তো রাজ্য কমিটির বিরুদ্ধেই তা বলা হবে।'

সোমবার প্রতীক উরের এই চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে পার্টির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের বেশ কিছু ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না, মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। এই অবস্থায় আমি পার্টির জেলা ও রাজ্য কমিটির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্ত আপনাকে অবগত করলাম।' এই চিঠি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ লিখেছেন, 'সিপিএমের

বায়োলজিকাল ফেরেব্বাজ নেতৃত্বের অংশ ও ফেসবুকের সভ্যতাহীন ফুটেজ বিপ্লবীদের দাপটে সিপিএমেরই প্রথম সারির যুবনেতাদের অবস্থা ও সিদ্ধান্ত এরকম।'

সম্প্রতি হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের বৈঠকের পর সেলিমের পক্ষ নিয়ে শতরূপ ঘোষ লিখেছিলেন, 'নৈতিকতার ঠেকা একা সিপিএম নিয়ে রেখেছে?' এরপরই সমাজমাধ্যমে প্রতীক উর লিখেছিলেন, 'নীতি নৈতিকতা ছাড়া আর যাই হোক কমিউনিস্ট পার্টি হয় না।'

এসএফআইয়ের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থীও হয়েছিলেন। দলের তাত্ত্বিক নেতাদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কম নয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর 'পত্র বোমা' নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা চলছে। তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'কেউ দলে যোগ দেবেন কি না, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন।'

ছুটি কমাতে নারাজ অধ্যাপকেরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পঠনপাঠনের সময় অত্যন্ত কম। প্রতিটি সিমেস্টারের প্রস্তুতির জন্য প্রায় ৬ মাস ধার্য থাকলেও সেই সময়টুকুও পাচ্ছেন না পড়ুয়ারা। এদিকে সারা বছর পরীক্ষার চাপ থাকায় অধ্যাপকরাও যথেষ্ট সময় দিতে পারছেন না পড়ুয়াদের। দীর্ঘদিন দিন ধরে এই পরিস্থিতি চলছে রাজ্যের বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্যথা হয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও। তাই পড়ুয়াদের স্বার্থে কলেজে অধ্যাপকদের ছুটি কমানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেখানেই শুরু হয় বিতর্ক। অধ্যাপক মহলের একাংশ এই প্রস্তাব মানতে নারাজ। তাদের কথায়, ছুটি কমিয়ে দেওয়া হলে অধ্যাপকরা বঞ্চিত হবেন। যা হবে, তা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচেই হবে। সেক্ষেত্রে ছুটি না কমিয়ে পরীক্ষা একসঙ্গে নিয়ে ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব।

নয়া পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপকদের এই দাবিতে প্রাথমিকভাবে মান্যতা দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা একই দিনে নেওয়ার কথা ভাবছেন তাঁরা। অর্থাৎ পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাকে জোড়-বিজোড় নীতিতে ভাগ করতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রায় ১৫০টি কলেজে কমপক্ষে নির্ধারিত ৯০ দিন বা ১৩ সপ্তাহ ক্লাস করানো সম্ভব হবে বলে মত তাঁদের।

এই সংক্রান্ত প্রস্তাব ইতিমধ্যেই অধীনস্থ কলেজগুলি পাঠিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছুটি কমানোর প্রস্তাবিত বিষয়ে আলোচনার জন্য সিন্ডিকেটের অনুমতি নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী, প্রতিটি সিমেস্টারে অন্তত ১২ থেকে ১৪ সপ্তাহ ক্লাস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অভিযোগ ৫০-৫৫ দিনের বেশি ক্লাস হয় না বলে অভিযোগ। অধ্যাপকদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কখনও প্রশ্ন তৈরির দায়িত্ব দেয়, কখনও বা খাতা দেখার। পড়ুয়ারাও পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেন। ফলে পঠনপাঠনের সময় কমছে। তার জেরে পিছিয়ে দিতে হচ্ছে পরীক্ষার নির্ধারিত সূচিও। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানান, কলেজের ছুটি কমানোর বিষয়ে অধ্যক্ষদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। জোড়-বিজোড় পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হলে ক্লাসের সময় অনেকটাই বৃদ্ধি করা যাবে।

রাতের কলকাতায় গাড়িতে শ্লীলতাহানি

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : খাস কলকাতায় তরুণীকে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ একটি গাড়ি তরুণীর সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়িতে থাকা কয়েকজন তরুণ নির্যাতিতাকে অপহরণ করে। অভিযোগপত্রে তরুণী দাবি করেছেন, গাড়ির মধ্যে তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ বালিগঞ্জ রোডে। ইতিমধ্যেই ৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

২ জনের নাম অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন তরুণী। বাকি ৩ জন অজ্ঞাতপরিচয়। ৫ জনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ওই দিন রাতে মাসির বাড়ি থেকে ফিরছিলেন তরুণী। একটি ক্যাব ভাড়া করে কসবার জাহাজবাড়ি এলাকায় নামেন তিনি। ওই সময় স্থানীয় দুই তরুণ তাঁকে ডাকে এবং কথাবার্তার মাঝে জোর করে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

তাঁর ফোন কেড়ে নিয়ে গাড়ির মধ্যে যৌন নিগ্রহ করা হয়। তারপর তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন ফোন ফেরত পেয়ে এক বন্ধুকে ফোন করে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে রবিবারই এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল কসবায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ ফাল্গুন ১৪৩২

অসমের বাতাসে বিভেদ

ধর্মের চালেও যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না, তা আর কেউ না বুঝুন হিমন্ত বিশ্বশর্মা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। অথচ হিন্দুত্বের কার্ডে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পর তিনিই চ্যাম্পিয়ন। সংখ্যালঘুদের দীর্ঘকালের বসতি উচ্ছেদ, তাঁদের নানাভাবে হেনস্তা থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজকর্ম করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। শেষপর্যন্ত বিধানসভা, লোকসভা কেন্দ্রের ডিলিমিটেশন এমনভাবে হয়েছে যে, সংখ্যালঘু ভোট ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

তবুও হিমন্ত বিশ্বাস করেন, এই কার্ডে অসমে বিজেপির ক্ষমতা আর বড়জোর এক দশক। অর্থাৎ আরও দুটি বিধানসভার মেয়াদ পর্যন্ত। ততদিনে অসমের জনবিন্যাস এমনভাবে পালটাবে যাতে ধর্মের রাজনীতি থাকলেও তা ধুয়ে বিজেপির জল খাওয়ার দিন শেষ হয়ে যাবে। ঐতিহাসিক বাস্তবতা থাকলেও সংখ্যালঘুদের অসমের ভূমিপুত্র না মানার ভাষ্য তৈরি হচ্ছে অসমে। সেই ভাষ্য তৈরি হচ্ছে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিমন্তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

অসমের ভূমিপুত্র আদতে কারা- তা নিয়ে বিবাদ ও বিতর্কের শেষ নেই। জমির অধিকার, চাকরিতে সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে প্রায় সবসময়ই অশান্ত হয় অসম। ভূমিপুত্রের সংজ্ঞা ধরলে অনেক জনগোষ্ঠীকেই আর ব্রাত্য ধরা যায় না বাংলার এই প্রতিবেশী রাজ্যটিতে। হিমন্তের তত্ত্বাবধানে বিজেপি যে ভাষ্যই তৈরি করার চেষ্টা করুক না কেন, ঐতিহাসিক সত্য হল শুধু আহোম রাজবংশের উত্তরাধিকারী কিংবা অসমিয়া জনগোষ্ঠী অসমের আদি বাসিন্দা নয়।

কোচ কিংবা কাছাড়িদের অসমের প্রাচীন ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার উপায় নেই। একইভাবে বোড়ো, রাভা, কার্বি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অসমে অনেকদিনের। বিজেপি যতই চেষ্টা করুক, এই জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটিকে হিন্দু বলা যাবে না। এসব জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নিরীশ্বরবাদী ও প্রকৃতির উপাসক। হিন্দুত্বের সুতোয় সবক'টি জনগোষ্ঠীকে বেঁধে রাখা কঠিন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে সেখান থেকে অনবরত অসমে যাওয়া-আসার ইতিহাস অনেক পুরোনো।

বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। কিন্তু অসমের ইতিহাসে তাঁদের অংশীদারিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (আসু) সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সরকারের অসম চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ পর্যন্ত যাঁরা ভারতে এসেছেন, ধর্মনির্বিশেষে তাঁরা সবাই এদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্য। এখন তাঁদের সকলকে মিয়াঁ তকমা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়নের চেষ্টা শুধু অন্যায় নয়, অসাংবিধানিকও বটে।

নানা ফন্দিফিকিরে হিমন্ত তাঁর রাজত্ব হয়তো আরও এক দশক নিষ্কণ্টক করতে পারবেন, কিন্তু উল্লিখিত ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে দীর্ঘকাল তা হওয়া কঠিন। আপাতত এক দশক নিশ্চিন্ত হলে অবশ্য হিমন্তের রাজনৈতিক কেরিয়ার বাধার মুখে পড়বে না। হিমন্তের লক্ষ্য সেটাই। যদিও দীর্ঘমেয়াদে হিমন্তের এই চাল বুমেরাং হতে পারে। তা নিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর তেমন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তাঁর নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকলেই হল।

এখন নাহয় ধর্মের ভেদে বিভাজনের বিষ ছড়ানো হচ্ছে অসমে। কিন্তু বিভেদের বাতাবরণ আরও নানা কারণে অনেকদিন আগে থেকেই আছে। যার ফলে বাঙাল খেদা আন্দোলনের জন্ম নেয়, বোড়োল্যান্ড রাজ্যের দাবি ওঠে, অসমিয়া জাতীয়তাবাদের ধুয়ো দেওয়া হয়। সম্প্রতি কার্বি আংলংয়ে হিংসাত্মক ঘটনার কারণ একই।

অসম চুক্তিতে তখন সব পক্ষ নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চকে ভিত্তি ধরলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিকতায় বিদ্বেষের বীজ থেকে গিয়েছে। যে কারণে অসমের মধ্যে নানা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ তৈরি করতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তা সত্ত্বেও বোড়ো, কার্বি, রাভা জনগোষ্ঠীগুলির নিজভূমে পরবাসী হওয়ার আশঙ্কা ঘোচেনি। অন্যদিকে, এখন যেমন ভোটের স্বার্থে হিন্দুত্বের কার্ড খেলা হয়, কংগ্রেস আমলে তেমন ছিল তোষণের রাজনীতি। সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা কোনও রাজনৈতিক দল সংকীর্ণ স্বার্থে কখনও করেনি। তারই বিষময় ফল ফলছে এখন।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

বিষবৃক্ষ ও মণিপুরের জাতিসত্তা সংকট

১৫০ বছর আগে রোপিত বিভাজনের রাজনীতি আজও উত্তর-পূর্বের এই পার্বত্য রাজ্যকে জাতিদাঙ্গার আগুনে দগ্ধ করছে।

চিরঞ্জীব রায়

এআই

মণিপুরের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উৎস সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ১৮৯১ সালের ঐতিহাসিক অ্যাংলো-মণিপুর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তি যখন এই পার্বত্য রাজ্যের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে, তখন থেকেই শুরু হয় সুদূরপ্রসারী এক বিভেদের রাজনীতি। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা তাদের চিরাচরিত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা 'বিভাজন ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে মেইতেই রাজা শাসিত ইম্ফল উপত্যকা এবং কুকি-নাগা অধ্যুষিত পাহাড়ি অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। এই কৃত্রিম বিভাজন পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যেকার কয়েক শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে যবনিকাপাত ঘটায়।

ভৌগোলিক দুর্গমতা এবং ব্রিটিশদের উদাসীনতার কারণে আধুনিক সভ্যতার সুযোগসুবিধা পাহাড়ি জনজাতিগুলোর কাছে পৌঁছায়নি, যা তাদের মনে এক গভীর বঞ্চনার বোধ তৈরি করে। ১৯১৭-'১৯ সালের কুকি বিদ্রোহ ছিল সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই প্রথম বড় বহিঃপ্রকাশ। ব্রিটিশরা নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক খুঁটি শক্ত করতে কখনও নাগাদের বিরুদ্ধে কুকিদের, আবার কখনও মেইতেইদের বিরুদ্ধে কুকিদের ব্যবহার করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসেও সচেতনভাবে ফারাক তৈরি করা হয়েছে—মেইতেইরা মূলত সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং পাহাড়ি কুকিরা প্রধানত খ্রিস্টান। শতাব্দীর প্রাচীন সেই অবিশ্বাসের দেওয়াল আজও মণিপুরকে কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে, যার খেসারত দিতে হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে।

দাঙ্গার ভয়াবহতা ও আধুনিক জনজাতি সংঘাত

২০২৩ সালের মে মাসে মণিপুর যে অভূতপূর্ব জাতিদাঙ্গার সাক্ষী হয়েছিল, তার উত্তাপ আজও স্তিমিত হয়নি। তপশিলি উপজাতির মর্যাদা পাওয়া নিয়ে মেইতেইদের দাবি এবং তার বিপরীতে কুকি-জো সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতাই ছিল এই সংঘাতের তাৎক্ষণিক কারণ। কিন্তু এর গভীরে রয়েছে সম্পদের বাঁটোয়ারা, জমির অধিকার এবং মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে লাগাতার অনুপ্রবেশের মতো জটিল সব বিষয়। গত দুই বছরে এই সংঘর্ষে প্রায় ৩০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন অগণিত। গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত হয়েছে, প্রায় ৬০ হাজার মানুষ আজও নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে শরণার্থী শিবিরের মানবেতর জীবনে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি ও প্রশাসনিক স্থবিরতার দায়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নংথম্বা বীরেন সিং ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। দীর্ঘ এক বছর রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকার পর গত ৪ ফেব্রুয়ারি ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিংয়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার শপথ নিয়েছে। রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় কুকি-জো ও নাগা গোষ্ঠী থেকে যথাক্রমে নেমচা কিপগেন ও লোসি দিখো-কে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক এই পদাধিকার দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ মেটানো যায়নি। চূড়াচাঁদপুরের মতো কুকি-প্রধান এলাকায় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আজও অবরোধ ও নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উখরুলের মতো জেলাগুলো, যেখানে এখন কুকি ও নাগাদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই শুরু হয়েছে।

সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সীমান্ত নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ

মণিপুরের এই অস্থিরতা কেবল একটি অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে আসা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয়তা পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। সীমান্ত পেরিয়ে আসা এই গোষ্ঠীগুলো কেবল অস্ত্র হাতে লড়াই করছে না, বরং মাদক ব্যবসা ও পপি চাষের মতো অবৈধ কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও পাহাড়ে খবরদারি চালাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি জাতীয় নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে।

গত ১২ বছরের কেন্দ্রীয় শাসনের ইতিহাসে মণিপুর সংকটকে মোদি সরকারের অন্যতম বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে মায়ানমার-ফেরত জঙ্গিদের দৌরাত্ম্য এবং অত্যাধুনিক ড্রোন বা গ্রেনেড ব্যবহারের ঘটনা প্রমাণ করে যে, সীমান্ত সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা নজরদারিতে বড় ধরনের ছিদ্র রয়ে গেছে। বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই জনপদে সামান্য গুজব বা উসকানিতেই ফের জ্বলে উঠছে ঘরবাড়ি। এই অবিশ্বাস এবং নিরাপত্তার অভাব এতটাই প্রকট যে, ২০২৭-এর নির্বাচনের আগে কুকি-জো সম্প্রদায় এখন আর রাজ্যে থাকার চেয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা বিশেষ রাজনৈতিক মর্যাদার দাবি তুলতে শুরু করেছে। এটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য এক অশনিসংকেত।

সামাজিক অস্থিরতা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষতি

একটি অশান্ত সীমান্ত রাজ্য কখনোই উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে না। মণিপুরের এই জাতিদাঙ্গা পরোক্ষভাবে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'অষ্টলক্ষ্মী' বা উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন এখন অনিশ্চিত। রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বারংবার ব্যাহত হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, যার প্রভাব পড়ছে সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের ওপর। পর্যটনশিল্প, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হতে পারত, তা এখন কার্যত ধ্বংসের মুখে।

দীর্ঘকাল ধরে নিরাপত্তাহীনতায় ও আশঙ্কায় দিন কাটানো মানুষের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্র—উভয় সরকারের প্রতিই এক গভীর অনাস্থা জন্মেছে। এটি কেবল মণিপুরের সমস্যা নয়, বরং সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘু সংঘাতের এই বিষাক্ত মানসিকতা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনজাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়, তাই মণিপুরের আগুন নেভাতে দেরি হলে তার আঁচ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে গ্রাস করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকেন, মণিপুরের মতো অভ্যন্তরীণ ক্ষত নিরাময়েও সেই একই পর্যায়ের আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতা আজ সময়ের দাবি।

১৮৯১ সালের ব্রিটিশ বিভাজন নীতি মণিপুরে যে জাতিগত ফাটল তৈরি করেছিল, তা আজও দাউদাউ করে জ্বলছে। মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত কেবল শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নয়, বরং গভীর মানবিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের প্রতিফলন। সেনার উপস্থিতিতে সাময়িক শান্তি ফিরলেও পারস্পরিক অবিশ্বাসের শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্র সরকার যদি আন্তরিকতার সঙ্গে নিবিড় আলোচনায় না বসে, তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অস্থিরতা সমগ্র দেশের সংহতি ও উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

শান্তি আলোচনা ও উত্তরণের পথ

মণিপুরের এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কেবল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা সেনা মোতায়েনই যথেষ্ট নয়। সেনা সদস্যরা বড়জোর দাঙ্গা দমন করতে পারেন বা অস্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে পারেন, কিন্তু মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বিষ নামাতে পারেন না। সমস্যার সমাধান হতে হবে মানবিক, সংবেদনশীল এবং সর্বজনগ্রাহ্য। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মণিপুরে এমন একটি সুস্থির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা জরুরি, যেখানে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আধিপত্য নয় বরং সকলের সহাবস্থান নিশ্চিত হয়।

নতুন সরকারকে কেবল মৌখিক আশ্বাস বা পদ বণ্টনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ, সব জনজাতির ছাত্র সংগঠন, মহিলা গোষ্ঠী এবং স্থানীয় সামাজিক নেতাদের নিয়ে একটি নিরন্তর ও নিবিড় আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সংলাপের টেবিলে বসেই একে অপরের প্রতি দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগগুলো শুনে তার প্রতিকার খুঁজতে হবে। কেন্দ্রকে এক্ষেত্রে বড় দাদার মতো অভিভাবকের ভূমিকা নিতে হবে। মণিপুর যাতে 'বঞ্চিত ও অবহেলিত' হওয়ার তকমা মুছে ফেলে মূলধারার উন্নয়নে ফিরতে পারে, তার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য। ব্রিটিশদের রোপণ করা সেই বিভাজনের বিষবৃক্ষকে সমূলে উপড়ে ফেলে এক নতুন সম্প্রীতির মণিপুর গড়াই হোক বর্তমান সময়ের প্রধান লক্ষ্য।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৯৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

২০২২

জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুরজিৎ সেনগুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি গান্ধিবাদী, আমি নেহরুবাদী, আমি রাজীববাদী। কিন্তু রাহুলবাদী নই। তবে, কংগ্রেসে আছি, দলত্যাগ করিনি। কেসি বেণুগোপালের মতো একজন উচ্ছৃঙ্খল লোককে যে দল সর্দার প্যাটেলের স্তরে উন্নীত করে, তাদের কী অবস্থা হবে? পবন খেরার প্রতি আমার সম্মান নেই।

- মণিশংকর আইয়ার

ভাইরাল/১

টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচে টসের পর মাঠে জাতীয় সংগীত যখন বাজছিল, তখন এক ভারতীয় মা রান্না ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। জাতীয় সংগীত শেষ হতেই স্যালুট জানান। তারপর কড়া-খুন্তি নাড়তে শুরু করেন। মুগ্ধ নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে দুরমুশ হওয়ার পর মুখ চুন করে বসে পাকিস্তান সমর্থকরা। তাঁদের সামনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ দুই ভারতীয়র। পাকিস্তানের চিরপরিচিত 'ওয়ার্ম আপ' ভঙ্গি নকল করে সেলিব্রেশন করলেন তাঁরা।

জনমন জনমত

নতুন পুর বোর্ডের কাছে একগুচ্ছ প্রত্যাশা

বালুরঘাটের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে পুর নাগরিক হিসেবে বেশ কিছু প্রত্যাশা রয়েছে। রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার, বাড়ি বাড়ি নিয়মিত জল সরবরাহ, ভাঙা রাস্তা মেরামতি, অন্ধকার রাস্তায় পথবাতি লাগানো সহ প্রভৃতি নানা কাজ তারা শহরবাসীর স্বার্থে এবং নিজ দায়িত্বে করবে এটা স্বাভাবিক। তবে নাটকের শহর বালুরঘাট, সংস্কৃতির শহর বালুরঘাট বলে যে শহরকে সারারাজ্য চেনে, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর বালুরঘাট' হিসেবে কি আমাদের শহর নতুন পরিচিতি লাভ করতে পারে না এই রাজ্যে?

অবশ্যই এটা যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতা। পুর প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিকদেরও সমান দায়িত্ব নিজের শহর নিজের বাড়ির মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার। তবে অনেকেই এই বিষয়ে সচেতন নন। তাই সচেতন করার প্রাথমিক উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা করার দায়িত্ব বালুরঘাট পুরসভার। এজন্য পুর এলাকার সব প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, এসএসকে এমনকি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতিনিধিমূলক কর্মশালার আয়োজন করুক বালুরঘাট পুরসভা। তাতে ওরা এটা বুঝবে, আমরা যেমন বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি, একইভাবে আমাদের চারপাশ, শহর এমনকি স্কুল প্রাঙ্গণও পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব তাদের।

বালুরঘাট পুরসভার পুর বোর্ড শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিন বসিয়েছে। এছাড়া তৈরি করেছে বেশ কিছু সুলভ শৌচালয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলো নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে। আশা করব, এই বিষয়ে পুরসভা গুরুত্ব আরোপ করবে।

বালুরঘাট পুরসভার সুইমিং পুল বর্তমানে শহরবাসীর কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। পুর বোর্ডের কাছে প্রত্যাশা, শুধু সুরেশরঞ্জন পার্কের ভেতরের সুইমিং পুল নয়, সাহেব কাছারি পার্কের সুইমিং পুলেরও নিয়মিত নজরদারি ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করা হোক।

একজন নাগরিকের প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম। চকভবানি এলাকার বালুরঘাট পুরসভার মাতৃসদন আরও উন্নতমানের করা হোক যাতে শহরবাসী উপকৃত হন। বালুরঘাট শহরে দিনরাত সবসময় পথকুকুরের পাশাপাশি অবাঞ্ছিত গোরু, ষাঁড় রাস্তা দখল করে রেখেছে। পশুপ্রেমী সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে এবং রাজ্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহযোগিতায় এদের পথ থেকে সরিয়ে অন্যত্র আশ্রয় দিক পুরসভা। এতে একদিকে যেমন নগরজীবন সচল হবে, তেমনই এইসব পশুও পথ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবে।

যতটা সম্ভব সমস্যা তুলে ধরে প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার আশায় রইলাম।

অলিন্দ চক্রবর্তী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পাঠাগার কবে হবে?

শিবমন্দিরের সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারের নতুন ভবন নির্মাণ দীর্ঘ দুই বছর পরও সম্পূর্ণ হয়নি। বারবার বিভিন্ন স্তরে অনুরোধ-আবেদন করেও কোনও কাজ হচ্ছে না। বিডিও অফিস সংলগ্ন বর্তমান পাঠাগারের অবস্থা শোচনীয়। তিনজনের বেশি পাঠক বসতে পারেন না। জায়গার অভাবে বইগুলো অবিন্যস্তভাবে রাখা আছে। অথচ দুই বছর আগেও পাঠাগারে পাঠকের আনাগোনা ছিল অনেক সংখ্যক। একজন বয়স্ক পাঠক হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, অন্তত বয়স্ক পাঠকদের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এক বোতল জল ও জাপানি জীবনবোধ

নিভৃতে মানুষের মর্যাদা রক্ষা ও নিঃস্বার্থ সহমর্মিতার এক অনন্য শিক্ষা দেয় জাপানের চিরকালীন এক ওমোইয়ারি দর্শন।

নীলাচল রায়

আজকের ডিজিটাল পৃথিবীতে আমাদের সহমর্মিতা বড্ড বেশি 'ক্যামেরাসর্বস্ব'। বিপন্ন মানুষকে দেখলে হাত সাহায্যের বদলে পকেট থেকে স্মার্টফোন খোঁজে—ভাইরাল হওয়ার নেশায়। কিন্তু গোলার্ধের অন্য প্রান্তে এমন এক দেশ আছে, যেখানে মহত্ত্ব প্রচারের ঢাক পিটিয়ে আসে না। সেখানে এক বোতল জল নিঃশব্দে বুঝিয়ে দেয় প্রকৃত আভিজাত্য কী। সেই দেশ জাপান।

নিঃশব্দে পাশে থাকা

টোকিও বা ওসাকার ব্যস্ত রাস্তায় মাঝেমধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। কাজ শেষে বা উৎসবের ক্লান্তিতে কেউ হয়তো পার্কের বেঞ্চে বা ফুটপাথে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কোনও পথচারী তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ান না, ভিড় জমান না, এমনকি তিরস্কার করে জাগিয়েও দেন না। বরং অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি জলের বোতল ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে রেখে চলে যান। এর পেছনে কোনও এনজিও নেই, কোনও সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি নেই—আছে কেবল এক সুগভীর মানবিক বোধ।

'ওমোইয়ারি' : মর্যাদার সুরক্ষা

জাপানি সংস্কৃতির মূলে রয়েছে 'ওমোইয়ারি' দর্শন। এর সারকথা হল—অন্যের না-বলা প্রয়োজনকে নিজের অনুভব দিয়ে বোঝা এবং কোনও প্রতিদান ছাড়াই সাহায্যের হাত বাড়ানো। অতিরিক্ত মদ্যপান বা ক্লান্তির পর ঘুম ভাঙলে যখন ওই ব্যক্তি প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করবেন, তখন হাতের কাছে জল পাওয়াটা তাঁর কাছে ঈশ্বরদত্ত উপহারের মতো। অথচ তাঁকে বুঝতেও দেওয়া হল না যে তাঁর এই দুর্বল অবস্থা কেউ দেখে ফেলেছে। এখানে সাহায্য আছে কিন্তু করুণা নেই; সেবা আছে কিন্তু দম্ভ নেই। জাপানিরা বিশ্বাস করে, মানুষের 'লেস্ট পয়েন্ট' বা দুর্বলতম মুহূর্তকে বিচার করা নয়, বরং তাঁর আত্মমর্যাদা রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এআই।

সহানুভূতির নতুন পাঠ

আমাদের সমাজে আমরা সাহায্য করার চেয়ে প্রচার করতে বেশি ভালোবাসি। ছবি তুলে বা নীতিবাক্য শুনিয়ে অন্যকে ছোট করাই যেন দস্তুর। জাপানের এই ছোট জলের বোতলটি আসলে একটি বৈশ্বিক বার্তা। এটি শেখায় যে শ্রেষ্ঠ সাহায্য সেটাই, যা মানুষের লজ্জা বা আড়ষ্টতা কমিয়ে দেয়। জাপানি জীবনবোধে 'কাইজেন' বা নিরন্তর উন্নতির যে ধারণা আছে, এই সামাজিক সহমর্মিতা তারই এক মানবিক বহিঃপ্রকাশ।

মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশাল আয়োজন বা পাহাড়প্রমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় না; কখনো-কখনো কেবল এক বোতল জল আর এক চিমটি সহমর্মিতাই যথেষ্ট। আজকের বিচারপ্রবণ পৃথিবীতে জাপানের এই 'নীরব মমতা'র শিক্ষা আমাদের নতুন প্রজন্মের মজ্জায় মিশিয়ে দেওয়া জরুরি। তবেই গড়ে উঠবে এক শান্তিময় ও মর্যাদাপূর্ণ পৃথিবী।

(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। আখরি বা সর্বশেষ ৫। গরিব দুখিদের মধ্যে সামগ্রী বিতরণ ৬। স্থানও হতে পারে, ভূসম্পত্তিও হতে পারে ৭। কাঁটাওয়ালা গাছ ৯। আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ১২। পদ্মফুলের ডাঁটা ১৩। যাঁরা পাটি বা মাদুর তৈরি করেন।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার ২। ম্লান, নিষ্প্রভ বা কলঙ্কযুক্ত ৩। আশ্বাস বা ভরসা দেওয়া ৪। সাহায্য, সহযোগিতা বা উৎসাহ দেওয়া ৫। নিক্ষেপ করা, ঠকানোও হতে পারে ৭। এক ধরনের মাছ, বন্যাও হতে পারে ৮। এক নাগাড়ে, যেখানে থামার প্রয়োজন নেই ৯। ধারণা বা আন্দাজ করা ১০। চোখের পাতা পড়তে যেটুকু সময় লাগে ১১। চলতে চলতে থেমে যাওয়া।

সমাধান ■ ৪৩৭১

পাশাপাশি : ১। পলকা ৪। জড়ুল ৫। হামা ৭। শলল ৮। সৎভাই ৯। জিঘাংসা ১১। নাপিত ১৩। পিসি ১৪। মেকুর ১৫। দঙ্গল।

উপর-নীচ : ১। পলাশ ২। কাজল ৩। মলমাস ৬। মালাই ৯। জিলিপি ১০। সারমেয় ১১। নারদ ১২। তরল।

ভালো খবর

কেবল প্রেম নয়, মরশুমটা পরীক্ষারও। মাধ্যমিক শেষ, চলছে উচ্চমাধ্যমিক। এরপর একে একে সর্বভারতীয় স্তরের মেডিকেল প্রবেশিকা ও রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। প্রস্তুতি যত ভালোই থাকুক না কেন, পরীক্ষার আগে বুক দুরুদুরু করাটাই স্বাভাবিক। নয়াদিল্লির পিতামপুরার প্রিশা কাওরানি পরীক্ষাকে তিনটি শব্দে ব্যাখ্যা করেছে- উত্তেজনা, ভয় এবং উদ্বেগ। সে নিজেই আবার তিনটি শব্দে এর সমাধানও আবিষ্কার করেছে- অবিচল, স্বচ্ছতা এবং সহযোগিতা।

১৫ বছরের প্রিশার মতে, পরীক্ষার আগে সিলেবাস আর সময়ের মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। তাই শান্ত থাকাটা প্রয়োজন। এর জন্য প্রাতর্ভ্রমণ, পর্যাপ্ত ঘুম ও সংগীত খুবই কার্যকরী। তবেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়। এছাড়া প্রতিটি বিষয়ে নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত বলে প্রিশা মনে করে। তবেই ভয় দূর হবে। আর যেটা অপরিহার্য, সেটা হল পরিবারের সহযোগিতা। প্রিশার কথায়, 'পরীক্ষা জীবনের শেষ নয়, শুরু।'

নতুন আধারে ছবি সহ কিউআর কোড

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সিমকার্ড জালিয়াতি, ভুয়ো ঋণ এবং আধার-নির্ভর পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণা রুখতে আধার কার্ডের অবয়বে আমূল পরিবর্তনের পথে হাঁটছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। নতুন নকশা অনুযায়ী, আধার কার্ডে এখনকার মতো নাম, ঠিকানা বা জন্মতারিখের মতো সংবেদনশীল তথ্য সরাসরি দেখা যাবে না। তার বদলে গুরুত্ব পাবে কার্ডধারীর একটি বড় ছবি এবং একটি সুরক্ষিত কিউআর কোড।

এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হল, নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা। কার্ডের সামনের দিকে থাকা কিউআর কোডটি স্ক্যান করলেই কেবল অনুমোদিত সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করতে পারবে। ফলে কার্ডের জেরক্স কপি থেকে তথ্য চুরির ঝুঁকি কমবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ একটি নতুন আধার অ্যাপ দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। অ্যাপটিতে যুক্ত করা হয়েছে ফেস ভেরিফিকেশন। পাশাপাশি 'ওয়ান ফ্যামিলি-ওয়ান অ্যাপ' নীতির আওতায় একটি ফোনে ৫টি প্রোফাইল রাখার সুবিধাও দেওয়া হয়েছে।

ইউআইডিএআই-এর সিইও ভুবনেশ কুমার জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, 'সিলেক্টিভ ক্রেডেন্সিয়াল শেয়ারিং'। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা কিউআর কোড ব্যবহার করে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যটুকুই শেয়ার করতে পারবেন। এছাড়াও এক ক্লিকে বায়োমেট্রিক লক বা আনলক করার সুযোগ থাকছে। হোটেল চেক-ইন থেকে শুরু করে হাসপাতাল বা সিনেমা হলের টিকিট বুকিং, সব ক্ষেত্রেই এই কিউআর-ভিত্তিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যদিও নতুন কার্ড চালুর চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পথে এটি এক বড় পদক্ষেপ।

নতুন কার্ডের ডিজাইন

- কার্ডের সামনে শুধু আপনার ছবি এবং একটি বড় কিউআর কোড থাকবে
- নাম-ঠিকানা সরাসরি লেখা থাকবে না, ফলে তথ্য চুরির ভয় কমবে
- সিমকার্ড জালিয়াতি বা আধার দিয়ে টাকা হাতানো রুখতে এই উদ্যোগ

নতুন অ্যাপের সুবিধা

- একটি ফোনেই পরিবারের ৫ জনের আধার রাখা যাবে
- এক ক্লিকেই আঙুলের ছাপ লক বা আনলক করা যাবে
- সশরীরে উপস্থিতির প্রমাণ দিতে ফেস স্ক্যান করার সুবিধা
- মোবাইল নম্বর বদলানো যাবে
- কিউআর কোডের মাধ্যমে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করা যাবে

ছন্দের তালে... সোমবার বেঙ্গালুরুর মালেশ্বরমের এক মন্দিরের সামনে।

জুলাই সনদ বড় সাফল্য : ইউনূস

ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর এদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রচলিত প্রথা ভেঙে বঙ্গভবনের বদলে ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এই শপথগ্রহণের রাজকীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে ক্ষমতার হাত বদলের ঠিক আগে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া শেষ ভাষণে তিনি বলেন, '১৬ বছরের ফ্যাসিবাদি শাসককে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। বিচার একটি চলমান প্রক্রিয়া। একাধিক মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে। আমাদের আশা, আগামী দিনেও বিচার স্বচ্ছতার সঙ্গে এগিয়ে যাবে।' জুলাই সনদকে তাঁর সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে চিহ্নিত করেছেন ইউনূস। গণভোটে জয়ের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে অভিনন্দন জানান তিনি।

মঙ্গলবার বিকেল ৪টেয় নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। সংসদ সচিবালয় জানিয়েছে, এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে দেশ-বিদেশের প্রায় ১,২০০ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিদেশি অতিথিদের মধ্যে ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল এবং মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজু উপস্থিত থাকবেন বলে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। নবনিযুক্ত মন্ত্রীপরিষদ সচিব এম সিরাজ মিঞা পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন।

শপথের আগের দিন সোমবার তারেক রহমান প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামির আমির শফিকুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রধান নাহিদ ইসলাম এবং ইসলামি আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের বাসভবনে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সংঘাত নয়, বরং আলোচনা ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা দিতেই তারেক রহমানের এই পদক্ষেপ।

এদিকে নির্বাচনের ফলাফল এবং ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে জামায়াতে ইসলামির নেতৃত্বাধীন ১১ দলের জোট। সোমবার বায়াতুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তারা নির্বাচনকে 'বিতর্কিত' বলেছে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিঞা গোলাম পরওয়ার বলেন, 'নির্বাচনে ম্যানিপুলেশন, অনিয়ম ও পরবর্তী সহিংসতা মানুষের স্বপ্ন ধ্বংস করেছে।' তবে এসব বিতর্কের মধ্যে শপথগ্রহণকে ঘিরে উৎসবের মেজাজ বিরাজ করছে রাজধানী ঢাকা জুড়ে। মঙ্গলবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবেও আলাদা করে শপথগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

শবরীমালার মেগা শুনানি এপ্রিলে

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : কেরলের পথনমথিট্টা জেলার শবরীমালা মন্দিরে সব বয়সের মেয়েদের প্রবেশাধিকারের আইনি পর্যালোচনার পরবর্তী অধ্যায়ের মেগা শুনানি সুপ্রিম কোর্টে শুরু হতে চলেছে ৭ এপ্রিল, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে নয়জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে। টানা দু'সপ্তাহ ধরে শুনানি চলবে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত।

সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, শবরীমালা সংক্রান্ত শুনানির সমর বেঞ্চের সব আইনজীবীকে সময়সূচি মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে কোনও জানার কিছু থাকলে তা ১৪ মার্চের মধ্যে লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ বনাম জয়বীর মামলার কাজ শেষ হলেই শবরীমালা মামলা শুরু হবে।

শুনানির সময়সূচি-রিভিউ পিটিশনকারী, তাঁদের সমর্থকদের সওয়াল ৭ থেকে ৯ এপ্রিল। যাঁরা পর্যালোচনার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের যুক্তি উপস্থাপন ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল। পালটা যুক্তি ও আদালতবান্ধব (অ্যামিকাস কুরেই)-র চূড়ান্ত বক্তব্য গ্রহণ ২১ থেকে ২২ এপ্রিল।

অন্তঃসত্ত্বার ফোটোশুট, মৃত্যু শিশুর

বেঙ্গালুরু, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মা আনন্দের মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি করার জন্য ছবি তুলতে ব্যস্ত। তিন বছরের সন্তানকে একা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাতেই বিপত্তি। সন্তান সুইমিং পুলে ডুবে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। মৃতের নাম লক্ষ্মীর। শিশুর বাবা চরণরাজ বেসরকারি সংস্থার কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র গোটা পরিবার শোকস্তব্ধ।

কারখানায় আগুনে মৃত ৭

জয়পুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল অন্তত ৭ শ্রমিকের। রাজস্থানের খেরথল-তিজারা জেলার ভিওয়াড়িতে ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে আরও কয়েকজন কারখানার ভিতরে আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবার সকালে খুশখেরা শিল্পাঞ্চলের একটি রাসায়নিক কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাসায়নিক কারখানার ভিতরে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করা হচ্ছিল। তা থেকেই অসাবধানতায় বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। পুলিশ ও প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় কারখানায় হাজির ছিলেন প্রায় ২৫ জন শ্রমিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

মামলা শুনল না কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিতর্কিত 'শুটিং' ভিডিও নিয়ে দায়ের করা মামলা শুনতে অস্বীকার করল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, হাইকোর্টের ক্ষমতাকে এড়িয়ে কেন সরাসরি শীর্ষ আদালতে আসা হয়েছে? আদালত মামলাকারীদের ভর্ৎসনার সুরে জানায়, 'হাইকোর্টের কর্তৃত্বকে খাটো করা উচিত নয়।'

দাবি মনমোহন সিংয়ের প্রাক্তন উপদেষ্টার

ইন্ডিয়া জোটের মুখ হোন মমতা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে 'ইন্ডিয়া' জোটের সমীকরণ এক নতুন মোড় নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে রাহুল গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়্গের 'সোনিয়া-মনমোহন মডেল' অনুসরণ করেও নরেন্দ্র মোদির বিজেপির বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি কংগ্রেস। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এবার বিরোধী জোটের সেনাপতি হিসেবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রাক্তন উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু। তাঁর পর্যবেক্ষণ জাতীয় রাজনীতিতে নয়া বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

এক ইংরেজি দৈনিকে লেখা নিবন্ধে বারু দাবি করেছেন, মমতাই এখন ভারতের একমাত্র 'সেলফ-মেড' এবং প্রথম প্রজন্মের নেত্রী, যিনি সফলভাবে একটি রাজনৈতিক দল ও সরকার পরিচালনা করছেন। তাঁর যুক্তিতে, ইন্দিরা গান্ধির পর দেশ বহু বছর কোনও শক্তিশালী মহিলা প্রধানমন্ত্রী পায়নি। বিজেপি বর্তমানে যে নারী ভোটব্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে বৈতরণি পার করছে, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'স্বাধীনচেতা নারীত্বের প্রতীক' বড়সড়ো ধস নামাতে পারেন। বারু বলেন, 'রাহুল-খাড়্গের নেতৃত্বে বিরোধীরা বিজেপির মোকাবিলায় সাফল্য পায়নি, তাই জোটের কৌশল বদলানো জরুরি।'

সঞ্জয় বারুর প্রস্তাবকে লুফে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বারুর নিবন্ধটি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে লিখেছেন, 'এটি এমন এক ধারণা, যার সময় চলে এসেছে।' তৃণমূলের অন্দরেও এই জোরালো দাবি উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি উপনির্বাচনে দলের সাফল্যের পর লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের উচিত দম্ভ ত্যাগ করে মমতাকে জোটের শীর্ষ নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া।

> **রাহুল-খাড়্গের নেতৃত্বে বিরোধীরা বিজেপির মোকাবিলায় সাফল্য পায়নি, তাই জোটের কৌশল বদলানো জরুরি।**
>
> **সঞ্জয় বারু**
>
> .....
>
> **এটি এমন এক ধারণা, যার সময় চলে এসেছে।**
>
> **সাগরিকা ঘোষ**

তবে জোটের অন্দরের ছবিটা যথেষ্ট জটিল। একদিকে যখন মমতার নাম নিয়ে চর্চা চলছে, ঠিক তখনই প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে জোটের 'চেয়ারম্যান' হিসেবে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আইয়ারের মতে, স্ট্যালিনই পারেন জোটকে সংহত করতে, যা পরোক্ষভাবে রাহুল গান্ধির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব আইয়ার বা বারুর মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কেসি বেণুগোপাল ও শচিন পাইলট সাফ জানিয়েছেন, বিতর্কিত মন্তব্যকারী নেতাদের কেউই এখন দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, জাতীয় স্তরে মমতার গ্রহণযোগ্যতা বাড়লেও শরিকি কোন্দল এবং নেতৃত্বের লড়াই 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রধান অন্তরায়। বিশেষ করে বাংলায় তৃণমূল ও কংগ্রেসের আসন সমঝোতা না হওয়া এবং কেরলে বাম-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব জোটের সংহতিকে বারবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি শেষপর্যন্ত বিরোধী জোটের 'মুখ' হিসেবে মেনে নেবে বাকি দলগুলি? না কি নেতৃত্বের এই দড়ি টানাটানির সুযোগ নিয়ে বিজেপি তাদের বিজয়রথ অব্যাহত রাখবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

কেরল নিয়ে অস্বস্তিতে কং

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সামনে কেরল বিধানসভা নির্বাচন। এমন সময় দলের বর্ষীয়ান নেতা মণিশংকর আইয়ারের বিস্ফোরক মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। এক সাক্ষাৎকারে আইয়ার তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী শশী থারুর, জয়রাম রমেশ এবং পবন খেরার বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, কেরলে কংগ্রেস জয়ী হতে পারবে না কারণ, 'কংগ্রেস নেতারা বামেদের চেয়ে একে অন্যকে বেশি ঘৃণা করেন।'

সম্প্রতি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আগামী নির্বাচনেও বিজয়নের নেতৃত্বে বামপন্থীরা রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরবে। এর প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস নেতা পবন খেরা জানান, আইয়ারের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তিনি ব্যক্তিগত মন্তব্য করছেন। জবাবে আইয়ার খেরাকে 'পুতুল' বলে অভিহিত করে বলেন, 'কংগ্রেস যদি পবন খেরা ছাড়া অন্য কোনও মুখপাত্র জোগাড় করতে না পারে, তাহলে দলের অবস্থা এখনকার মতোই থেকে যাবে।' এখানেই না থেমে

মণিশংকরের বামপ্রীতি

আইয়ার আরও বলেন, 'আমি গান্ধিবাদী, আমি নেহরুবাদী, আমি একজন রাজীববাদীও, কিন্তু কখনই রাহুলবাদী নই।' তাঁর সাফ কথা, 'আমি কংগ্রেসেই রয়েছি। দল ছাড়িনি।' খেরাকে নিশানা করে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'উনি আমাকে বহিষ্কার করলে খুশি হয়ে চলে যাব। কিন্তু দল থেকে যাওয়ার পর ওঁকে লাথি মারব।'

থারুরকে 'পাকিস্তানবিরোধী' আখ্যা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, থারুর পরবর্তী 'বিদেশমন্ত্রী' হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সম্পর্কে তাঁর টিপ্পনী, রমেশকে শুধু নিজের 'চাকরিটা টিকিয়ে রাখতে হয়'।

বিতর্কের সূত্রপাত তিরুবনন্তপুরমের এক সেমিনারে, যেখানে আইয়ার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, 'রাজীব গান্ধির পঞ্চায়েতি রাজের স্বপ্ন কেরল পূরণ করেছে। কংগ্রেস যে ব্যাটন ফেলে দিয়েছে, আমি মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নকে সেটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ করছি।' কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জয়রাম রমেশ পালটা দাবি করেন, কেরলের মানুষ এলডিএফ এবং বিজেপির গোপন আঁতাত বোঝেন। তাঁরা ইউডিএফ-কেই ক্ষমতায় ফেরাবেন।

ভোটের মুখে আইয়ারের 'বোমা' দলের অন্দরের টানাপোড়েনকে যেমন প্রকাশ্যে এনেছে, তেমনি বামবিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেসের অবস্থানকেও কিছুটা নড়বড়ে করে দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবার অমরাবতীতে বিল গেটস ও চন্দ্রবাবু নাইডু।

১৫ দিনে ১২ মৃত্যু হরিয়ানায়

পালওয়াল (হরিয়ানা), ১৬ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরেও পর এবার হরিয়ানা। পালওয়াল জেলার ছায়ানসা গ্রামে পানীয় জলের দূষণে গত ১৫ দিনে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৫ জনই শিশু। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, এই মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে গুরুতর লিভারের সমস্যা এবং ভাইরাল হেপাটাইটিস। মৃতদের বয়স ৯ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই জ্বর, পেটে ব্যথা এবং জন্ডিস হয়েছিল। গ্রামের ১০৭টি জলের নমুনার মধ্যে ২৩টি গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বলে খবর। পরীক্ষার ফল ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ ও অপর্যাপ্ত ক্লোরিনেশনের দিকে ইঙ্গিত করছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০০ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ১৫,০০০ হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

রাহুলের ফোনে সিদ্ধান্ত বদল ভূপেনের

গুয়াহাটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে নাটকীয় পরিস্থিতি অসমে সোমবার সকালে দীর্ঘ ৩২ বছরের সম্পর্ক ছেদ করে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করলেও, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভূপেনকুমার বোরা। কংগ্রেস হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপে এবং রাহুল গান্ধির সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পর তিনি দলে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিন সকাল ৮টায় মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে বোরা জানিয়েছিলেন, দলে তিনি 'উপেক্ষিত' এবং তাঁর 'আত্মসম্মান' ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, 'দলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং রাজ্য নেতৃত্ব ছোটখাটো বিষয়েও ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।' বোরার এই আকস্মিক পদত্যাগে অসম কংগ্রেসে কম্পন শুরু হয়। তড়িঘড়ি তাঁর বাসভবনে ছোটেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ এবং বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামেন খোদ রাহুল গান্ধি। গৌরব গগৈ নিশ্চিত করেন যে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নিজে বোরার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং হাইকমান্ড তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেনি। এআইসিসিতে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে ভূপেন বোরা তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন।

এদিকে বোরার ইস্তফার খবর ছড়াতেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বোরাকে 'অসম কংগ্রেসের শেষ হিন্দু নেতা' আখ্যা দিয়েছিলেন।

সিচুয়ানে চিনের গোপন পারমাণবিক প্রকল্প, উদ্বিগ্ন ভারত

বেজিং, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সিচুয়ান প্রদেশে গোপনে নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রের ভাঁড়ার বাড়িয়ে চলেছে চিন। ২০২২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ভূ-বিশেষজ্ঞ রেনি বাবিয়ার্জের গবেষণা অনুযায়ী, ২০১৯-এর পর থেকে চিন তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অভাবনীয় গতি এনেছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সিচুয়ানের জিতং সাইটে নতুন বাংকার এবং জটিল পাইপলাইন যুক্ত আধুনিক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিকাঠামো মূলত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পরীক্ষার জন্য তৈরি, যা পারমাণবিক ওয়ারহেডের রাসায়নিক ডিটোনেটরকে নিখুঁত করতে ব্যবহৃত হয়। হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের পদার্থবিদ হুই ঝাং-এর মতে, পারমাণবিক উপাদানের সফল বিস্ফোরণের জন্য শক ওয়েভ এবং হাই-এক্সপ্লোসিভ স্তরের সমন্বয় প্রয়োজন, যার জন্য এই ব্লাস্ট টেস্টগুলি অপরিহার্য।

চিনের পারমাণবিক সম্প্রসারণ ভারতের জন্য স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাদাখ ও অরুণাচলপ্রদেশে বেজিংয়ের বাড়তে থাকা আগ্রাসী মনোভাবের প্রেক্ষাপটে তাদের এই সক্ষমতা বৃদ্ধি ভারতের কৌশলগত চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলবে। যদিও সম্প্রতি তিয়ানজিন এসসিও সম্মেলনে দু-দেশের সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি লক্ষ করা গিয়েছে, তবুও সিচুয়ানের গোপন পরমাণু তৎপরতা ভারতের 'নো-ফার্স্ট-ইউজ' নীতি এবং সামগ্রিক প্রতিরোধ কৌশলের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০৩০-এর মধ্যে চিন তাদের পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা ১ হাজারে নিয়ে যেতে চায়। এর ফলে একদিকে যেমন আমেরিকার সঙ্গে তাদের কৌশলগত সমতা তৈরি হবে, অন্যদিকে এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাও চরম ঝুঁকির মুখে পড়বে। চিনের নতুন 'পারমাণবিক ছায়া' ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির পাশাপাশি গোটা বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ বদলে দিতে পারে।

আপনারা কি চান বাবা-মা আমরা ঠিক করে দিই, প্রশ্ন কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ভোটারদের তথ্যে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা যুক্তিনির্ভর অসঙ্গতি চিহ্নিত করার যে প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন চালাচ্ছে, তাতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'এই সংক্রান্ত দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা শোনার কোনও যৌক্তিকতা নেই।'

এদিন শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, '৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় আপনারা কি চান আপনার বাবা, মা কিংবা ভাই কে—তা আমরা নির্ধারণ করে দিই?' বিচারপতি সূর্য কান্ত ছাড়াও এই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলী।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময় সিস্টেম-জেনারেটেড অ্যালগরিদমের মাধ্যমে বাবা-মায়ের নাম, বয়স বা বানানে ভুল ধরা পড়লে নির্বাচন কমিশন সেই ভোটারদের 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করে। আবেদনকারীর দাবি ছিল, কমিশনের এই পদক্ষেপ সংবিধানের ১৪ নম্বর (সাম্যের অধিকার) এবং ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং এটি সাধারণ ভোটারদের জন্য হয়রানি স্বরূপ। আদালতের নির্দেশ আবেদনকারী চাইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন এবং কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী তা খতিয়ে দেখবে।'

বিয়ের আগে যৌনতায় সুপ্রিম সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই চূড়ান্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং পরবর্তীতে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলার জামিনের শুনানিতে সোমবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে।

বিচারপতি নাগরত্ন বলেন, 'আমরা সেকেলে হতে পারি, কিন্তু এটা তো ঠিক যে, বিয়ের আগে পর্যন্ত একজন তরুণ ও তরুণী পরস্পরের কাছে অপরিচিতই থাকেন। সম্পর্কের গভীরতা যা-ই হোক, বিয়ের আগে

'আমরা সেকেলে'

তাঁরা কীভাবে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন, তা আমাদের মাথায় ঢোকে না।' তিনি আরও বলেন, বিয়ের আগে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

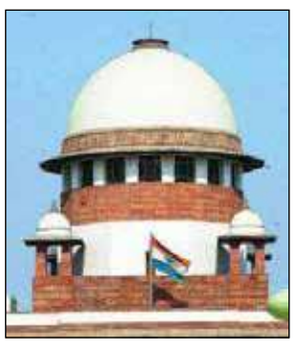

মামলাটির প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটের মাধ্যমে অভিযোগকারিণীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এমনকি তাঁরা দুবাই ভ্রমণেও যান। পরে জানা যায়, ওই ব্যক্তি আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন। সরকারি উকিলের দাবি, অভিযোগকারিণীর সম্মতি ছাড়াই তাঁদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও রেকর্ড করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

আদালত প্রশ্ন তোলে, অভিযোগকারিণী যদি বিয়ের ব্যাপারে এতটাই কঠোর থাকতেন, তবে কেন তিনি বিয়ের আগেই দুবাই ভ্রমণে গিয়েছিলেন? বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সম্মতিসূচক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচার বা সাজা দেওয়ার চেয়ে বিষয়টি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

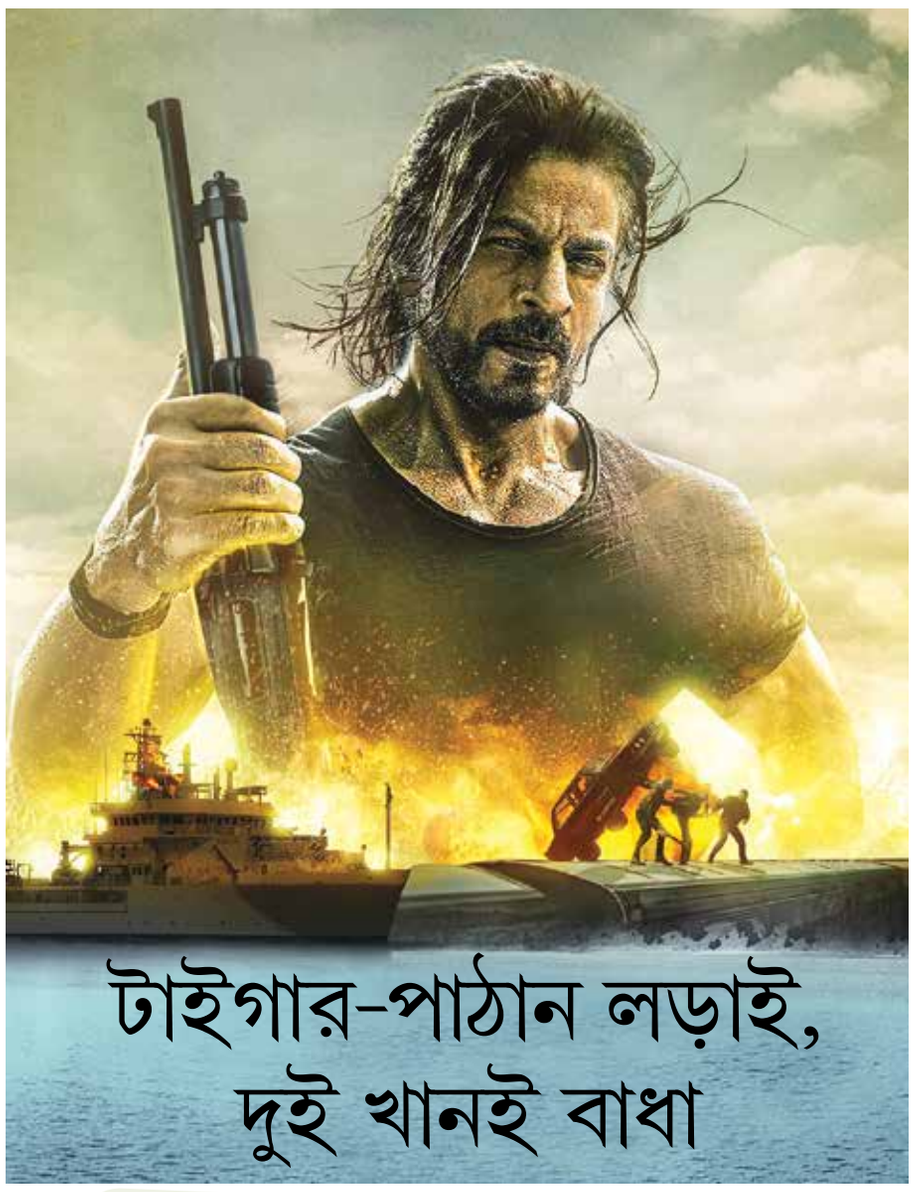

টাইগার-পাঠান লড়াই, দুই খানই বাধা

পাঠান ছবির নায়ক শাহরুখ খানের সঙ্গে ক্যামেও করেছিলেন টাইগার সলমন খান। তারপর থেকেই দুজনকে নিয়ে টাইগার ভার্সেস পাঠান শীর্ষক ছবি হবার আলোচনা শুরু হয়। প্রযোজনা যশ রাজ ফিল্মস। সেই আলোচনা মাঝেমাঝে মাথা তোলে, কিন্তু ছবির কাজ এগোয়নি একটুও। তার কারণ দুই খান। ছবির সঙ্গে যুক্ত সূত্র জানাচ্ছে, এই ছবিতে দুই খানের পারিশ্রমিকই ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর ওপর আছে, আন্তর্জাতিক লোকেশন, স্টান্ট, ভিএফএক্স, ইত্যাদি। তার সঙ্গে যোগ হবে ছবির প্রচারের জন্য মাত্রাতিরিক্ত খরচ। ফলে ছবির বাজেট এত বেড়ে যাবে, তা বাজার থেকে তোলা যাবে কী করে, সেটা ভেবেই ছবির কাজ আটকে যাচ্ছে। নেটমহল এসব শুনে বলছে, দুই খানকে নিয়ে ছবির বাজেট বাড়বেই। অনেকে আবার বলছেন, বলিউডে বড় বাজেটের এত ছবি ফ্লপ করছে। তাই এই বিপুল পরিমাণ খরচের ছবি বানাতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। তবে ছবির পরিকল্পনা বাতিল হয়নি, স্থগিত আছে। সঠিক সময়, সঠিক বাজারের দেখা মিললেই এ ছবি হবে।

খোরপোশ চাইছেন দেবলীনা?

কাজে ফিরে এসেছেন দেবলীনা নন্দী। যদিও একের পর এক বিতর্ক থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্তি পাননি তিনি। চেষ্টা করেছেন মুক্তি পাওয়ার। তবে এর মধ্যেই আগরতলায় শো করে এসেছেন। গান গাইছেন। ফটোশুট আর ফ্যাশন শুটও করে চলেছেন।

কিন্তু তাঁর স্বামী প্রবাহর বিরুদ্ধে কত টাকা খোরপোশের মামলা শুরু করেছেন দেবলীনা? সে কথা অবশ্য এখনও সামনে আসেনি। যদিও জানা যাচ্ছে, প্রবাহ আর তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন দেবলীনা। সোনারপুর থানায় সপরিবারে হাজিরা দিয়েছেন প্রবাহ। তদন্তে তিনি সাহায্য করছেন। বাকি বিষয়টা এখনও সামনে আসেনি।

দেবলীনার মা অবশ্য জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে তাঁর মেয়ে একটি আলাদা ফ্ল্যাট কিনেছেন। এখন দুজনে নিজেদের মতো করে আলাদাই আছে। তবে প্রবাহকে তাঁর মেয়ে ভুলতে পারছে না বলেও সংবাদমাধ্যমের কাছে বয়ান দিয়েছেন দেবলীনার মা।

একনজরে সেরা

পুলিশের পাশে

ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন তাই হেলমেট পরেননি, তবু পুলিশ দাদাগিরি করে ফাইন করেছে--এক ব্যক্তির এই পোস্টের উত্তরে প্রযোজক রাণা সরকার পাল্টা পোস্ট করেছেন। ডিউটিতে থাকা পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া অপরাধ। অনেকে ইচ্ছা করে বিতর্ক তৈরি করে রিচ বাড়ানোর চেষ্টা করে সোশ্যাল মিডিয়ায়-- এরা ডিজিটাল দুষ্কৃতী।

শতাব্দীর কথা

শতাব্দী রায়ের ছেলে সাম্যরাজ খুবই সুদর্শন, তিনি এখন চাকরির ইন্টার্নশিপ করছেন। তিনি কি অভিনয়ে আসবেন কিংবা মেয়ে সৌমিয়ানা? অভিনেত্রী বলেছেন, ওরা কী করবে, তা ওরাই ঠিক করবে। অভিনেত্রীর কথায়, মেয়ের ইচ্ছা আছে অভিনয়ে আসার, তবে চিত্রনাট্য মুখস্থ করতে হবে ভেবে পিছিয়ে যায়। মা শতাব্দীর এই ঔদার্যে মুগ্ধ নেটমহল।

রাজকুমারের বদল

রাজকুমার রাওয়ের ওজন বেড়েছে, চোখে চশমা, মুখে দাড়ি--কি ব্যাপার? উত্তরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেছেন, উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিক নিকম-এর শুটিং শেষ হল। এই চরিত্রের জন্য ৯-১০ কিলো ওজন বাড়িয়েছি। আমি প্রস্থেটিক মেকআপে বিশ্বাস করি না। পরিশ্রম করে চরিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় লুক আনি। বোস বা ট্র্যাপড-এর সময়েও অভিনেতা এমনটাই করেছিলেন।

নতুন মনোজ

সুধীর মিশ্রর জীবনীমূলক ছবিতে গান্ধি হচ্ছেন মনোজ বাজপেয়ী। মহাত্মার জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিক উঠে আসবে ছবিতে, মিথগুলো নয়। মনোজ কঠিন চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেন, তাই তিনি গান্ধি। সব ঠিক থাকলে কলকাতায় সেপ্টেম্বর থেকে শুটিং হবে। অন্য অভিনেতাদের নির্বাচন হয়নি এখনও, গল্পও জানা যায়নি। প্রি প্রোডাকশন চলছে।

মা নন

হিনা খান কি অন্তঃসত্ত্বা? তিনি এখনও ক্যানসার মুক্ত নন, তারপরেও... ঘটনা হল কোনও একটা পোস্টে তাঁকে অভিভাবকত্ব নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যস, নেটমহলে জল্পনা শুরু। তিনি বেবি বাম্প আড়াল করছেন, অনেকে নাকি তাও দেখেছে। জানা গিয়েছে, সবটাই গুজব। তিনি সম্প্রতি কোনও অনুষ্ঠানে যাননি, মা হবার কথাও বলেননি।

তারকাদের শিবরাত্রি

সারাদিন উপোস, পুজো, রাতজাগা। সব নিয়ে শিবরাত্রির উৎসব পালন করলেন বলিউডের তারকারা।

সদগুরুর ইশা ফাউন্ডেশন প্রতি বছরই শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করে। এবারও করেছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন মৌনী রায়, সারা অর্জুন, ভূমি পেডনেকর। সারা বলছেন, এত ভালো লেগেছে বলে বোঝাতে পারব না। মৌনীর কথায়, গত বছর প্রথমবার এসেছিলাম। এবারও এসে খুব ভালো লাগছে। সদগুরুর কথা, ধাওয়াদাওয়া-- সব মিলিয়ে তমান্না ভাটিয়ার দিনও খুব ভালো কেটেছে এদিন এই আশ্রমে এসে। রাজস্থানের শিব মন্দিরে পুজো করলেন অনন্যা পাণ্ডে। সুনীল শেট্টি রীতিমতো সন্ন্যাসীর বেশে ধ্যান, পুজোর মধ্য দিয়ে শিবরাত্রির উদযাপন করলেন। সোহা আলি খান ও কুণাল খেমু ঘরোয়া অনাড়ম্বর পরিবেশে মহাদেবের পুজো করেন। ভূমি পেডনেকর, সোনু সুদ, রবিনা ট্যান্ডনরাও শিবরাত্রি পালন করেন।

এই উৎসবে সামিল হন টালিগঞ্জের তারকারাও। প্রতি বছর জিৎ বাড়িতে এদিন ঘটা করেই মহাদেবের আরাধনা করেন, ব্যতিক্রম হয়নি এ বছরও। বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী উপোস করে পুজো দেন, উপোস করে থাকা অন্যদের ছাতুর শরবতও খাওয়ান। এদিন থেকেই তিনি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেন।

মিমি চক্রবর্তীও শিবভক্ত। দু'দিন ধরে তিনি পুজো করেছেন। রবিবার বাড়ির শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলেছেন, সোমবার মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শুনে পুজো দিয়েছেন। সোহিনী সরকার বাড়িতেই এ দিন হোমের আয়োজন করেছেন। লালপাড় সাদা শাড়ি পরে তিনি বসেছিলেন, পাশে শোভন গঙ্গোপাধ্যায় পাগড়ি পরে বসে পুজো করেছেন। সৌরসেনী মৈত্র আবার বেনারসে গিয়ে মহাদেবের পুজো করেছেন। মায়ের সঙ্গে দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়, অঙ্কিতা মল্লিকও বেনারসেই মহাদেবের পুজো করেছেন। সৌমীতৃষা কুণ্ডু মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। শ্রীময়ী চট্টরাজ, ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতেই পুজো সেরেছেন। জিতু কমল মহাদেবকে বন্ধু ভাবেন। সেভাবেই পুজো করে পোস্ট করেছেন, ভালো থেকো বাবা।

অন্যদিকে, শিবরাত্রি পালন করতে পারলেন না শ্যামৌপ্তী মুদল। শিবরাত্রির পরের দিনই তাঁর ও রণজয় বিষ্ণুর বিয়ে হল। ফলে তেমনভাবে শিবরাত্রি করা হল না। তবে তিনি বলেছেন পরের বছর নিষ্ঠাভরে, নিয়ম মেনে মহাদেবের পুজো করবেন। পর্দায় রণজয় মহাদেব হয়েছেন অনেকবার, এ কথা শুনে নিমেষে ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেলেন শ্যামৌপ্তী। বললেন, ও শিব হলে আমি শিবভক্ত। শিবরাত্রির আবহে এই নতুন হর-পার্বতীর জন্য শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি কাছের মানুষরা। শিবরাত্রিতে পুজো হল না, এ আক্ষেপের সঙ্গে তাঁর আর একটি আক্ষেপ, বিয়ের দিনে দেদার খাবারদাবারের কিছুই চেখে দেখতে পারলেন না তিনি!

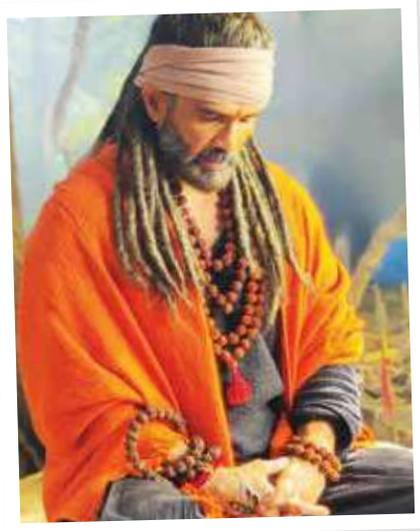

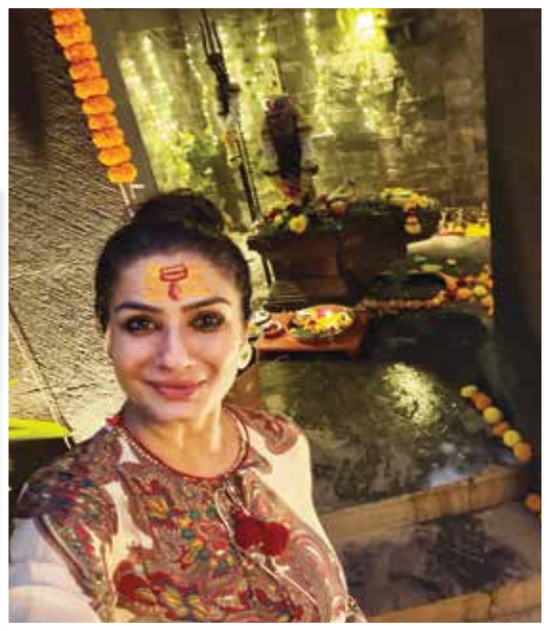

বিয়ের বাজার করতে বিদেশে?

তাহলে কি রশ্মিকা মান্দানা আর বিজয় দেবারোকোন্ডা একসঙ্গে বিয়ের বাজার করে বেড়াচ্ছেন? না, বিয়ের দিন মোটামুটি সবাই জানলেও, একেবারেই একসঙ্গে ধরা দিচ্ছেন না তাঁরা। এই যে তাঁদের মুম্বই এয়ারপোর্টে দেখা গেল, মানে একেবারে হঠাৎ করেই দেখা গেল, এর জন্যে তৈরিই ছিলেন না আলোকচিত্রীরা। আর তাঁরা দুজনে একসঙ্গে আসেনওনি। আলাদা আলাদা এসেছেন। কারও সঙ্গে কারও দেখাও হয়নি ক্যামেরার সামনে।

২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। এতদিন যে প্রেম করছেন, ঘুণাক্ষরেও কাকপক্ষী জানতে পারেনি। হায়দরাবাদে যেখানে বিয়ে করবেন তাঁরা, সেখানেও অতি ঘনিষ্ঠ পরিজন ছাড়া আর কেউই উপস্থিত থাকবেন না।

এমনকী তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোরও কোনও ছবি কেউ পায়নি। দুজনে একই জায়গায় ছুটি কাটাতে যেতেন। একই সঙ্গে আউটিং করতেন। কিন্তু ওই যে, কী করে যে ক্যামেরাকে ফাঁকি দিতেন তাঁরা, তা কেউ জানে না।

এদিনও এয়ারপোর্টে মুখে মাস্ক পরে, ক্যামেরার থেকে মাথা সরিয়ে ঢুকে গেলেন বিজয়, আর তার কিছুক্ষণ পরে রশ্মিকা। কেউ তাঁদের ডাকতে অবধি পারল না! কিন্তু কোথায় চললেন তাঁরা? তাহলে কি বিদেশে চললেন বিয়ের বাজার করতে?

জামিন পেলেন রাজপাল

১৯ ফেব্রুয়ারি ভাইঝির বিয়ে--এই কারণ দেখিয়েই দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিনের আবেদন করেছিলেন অভিনেতা রাজপাল যাদব। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল। জামিন পেয়েছেন অভিনেতা। সোমবারের মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে দেড় কোটি টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে অভিযোগকারীদের। সেই টাকা দিতে না পারলে এ মামলার শুনানি হবে মঙ্গলবার, এ কথা আগেই জানানো হয়েছিল। টাকা জমা দেওয়ার পরই তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন হয়। আপাতত তিনি তিহার জেল থেকে বেরোতে পারবেন। ১৮ মার্চ পর্যন্ত জামিনের মেয়াদ ধার্য করা হয়েছে। এরপরের শুনানির তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। অভিনেতার বিরুদ্ধে ২০২৮ সালে প্রথম চেক বাউন্সের অভিযোগ ওঠে। সেখান থেকেই মামলার শুরু। একাধিকবার তিনি আদালতে জানিয়েছিলেন, টাকা দিয়ে দেবেন, দেননি। অভিযোগকারীর আইনজীবী জানান, রাজপাল মোট সাতটি দেড় কোটি টাকার চেকে স্বাক্ষর করেন। চেক বাউন্স হবার পর প্রতি মামলায় আদালত তিনমাসের জন্য কারাদণ্ড দেয়। প্রতিটি চেকের জন্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। কিন্তু অভিনেতা কোনও টাকা শোধ করেননি। ২০২৪ সালে রাজপাল মধ্যস্থতা করে বিষয়টি মিটিয়ে নেবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। পাওনা টাকাও অভিযোগকারী পাননি।

নবগ্রাম প্রাইমারি স্কুলের সুপ্রিয়া পাল ছবি আঁকা ও হাতের কাজে ভালো। প্রথম শ্রেণির এই ছাত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্কুল ডেকোরেশন করে থাকে।

টিনের চালের বাড়ি আঁকড়ে সূর্য সেন কলোনির সুকুমারচন্দ্র দাস। ছবি : সোয়েব আজম

বাঙালির ছাদ-বিলাস নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই। কিন্তু সমাজে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা একঅর্থে ছাদহীন। ছাদ মানে তো শুধু কংক্রিটের ক্ষেত্রফল নয়, নিশ্চিন্ত আচ্ছাদনও বটে। 'নেই ছাদ'-এ অবশ্য সকলের হতাশা নেই। বরং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতিও আছে। খোঁজ নিলেন **সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী**

টিনের চালে সুখ-আক্ষেপের যুগলবন্দি

রঞ্জিতা দাসের অনুভূতিতে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ নেশার মতো

দিয়ার কাছে আবার টিনের চালে বাজের শব্দ পিলে চমকে দেয়

সুকুমারচন্দ্র দাস চাইলে ছাদ বানাতে পারতেন, কিন্তু প্রয়োজন মনে করেননি

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পাকা ছাদ কি আর সকলের জোটে? টিনের চাল, খড়ের ছাউনি ইত্যাদিতেও তো মাথা গোঁজা যায়। কংক্রিটের তৈরি ছাদের মতো নিশ্চিন্তি, নিরাপত্তা নাই বা থাকল। টিনের চালের নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষা সবাই সমানভাবে বোঝেন না।

ডাবগ্রামের রঞ্জিতা দাসের অনুভূতিতে, 'টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ আমার কাছে নেশার মতো। খোলামেলা ছাদে আবার আকাশ দেখার মজা। আসলে সুখটা তো মনের। পাকা ছাদ থাকলেই আনন্দে আছি বলা যায় না।' রঞ্জিতার থেকে কয়েকশো গজ দূরে দিয়া সাহার আবার ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, 'একেবারেই সুখের নয়। বৃষ্টি হলে ঘরে জল পড়ে। হাতের কাছে বালতি, গামলা রাখতে হয়। আমার কাছে পাকা ছাদই ভালো।'

উপলব্ধি আলাদা হলেও রঞ্জিতা ও দিয়া দুজনের বাড়ি টিনের চালের। কিন্তু দুজনের কাছে সেই চালের কাহিনী দু'রকমের। প্রথমজনের কাছে বৃষ্টিতে টিনের চালের ঝমঝম ঝমঝম বাদ্যযন্ত্রের মতো মনে হয়। আকাশ থেকে যেন সশব্দে ঝরনাধারা নেমে আসে শুধু চালে নয়, কানে, মাথার ভেতরে, শরীরজুড়ে। সেই জলতরঙ্গ ঘুমের জন্য রঞ্জিতার কাছে আদর্শ নেপথ্য সংগীত।

দিয়ার কাছে আবার টিনের চালে বজ্রপাত পিলে চমকে দেয়। বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে লোডশেডিং হলে তো সোনায় সোহাগা। খানিকক্ষণ মুষলধারা বৃষ্টি হলে গোটা ঘর জলে জলাকার। ভিজে নষ্ট বইপত্র। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করা মুশকিল। রঞ্জিতা ও দিয়া- দুজনই ঠিক ছাদ বলতে যা বোঝা যায়, তার মালিক নন। কিন্তু মাথার ওপর ছাউনি তো শুধু কংক্রিটে সীমাবদ্ধ নয়।

ভূমিকম্পপ্রবণ বলে উত্তরবঙ্গে অতীতে পাকা বাড়ি তৈরির রেওয়াজ ছিল না। ছাদ আসবে কোত্থেকে! গ্রামাঞ্চলে টিনের চালার বাড়ি এখনও একেবারে কম নয়। সেই টিনের চালায় রঞ্জিতার জীবনে মাধুর্য টেনে আনলেও দিয়ার কাছে শুধুই বিরক্তিকর। রঞ্জিতা জীবনের প্রথম কুড়ি বছর ছাদের নীচে ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের মেয়ে। আঠারো বছর আগে ডাবগ্রামে তাঁর বিয়ে হয়। সেই থেকে টিনের ছাদের তলায় থাকা শুরু। শুরু হয় বৃষ্টির মাদকতায় ডুব।

সূর্য সেন কলোনির আশি ছুঁইছুঁই প্রতিরক্ষা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্তকর্মী সুকুমারচন্দ্র দাস চাইলে ছাদ বানাতে পারতেন। কিন্তু প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর ভাষায়, 'সুখ বিলিয়ে দেওয়া যায়। দুঃখ ভাগ করা যায় না। দুঃখ একান্ত নিজের।' সুভাষপল্লির কিরণ মজুমদার রাজ্য সরকারের চাকরি করতেন। তাঁর বাড়িটা যেন আস্ত পাখিরালয়। দোয়েল, ধনেশ, মৌটুসি, ফিঙেদের আনাগোনা। তাঁর ভাষায়, 'টিনের ছাদই আমার ভালো। মেয়ের জন্য পাকা বাড়ি করে দিয়েছি। আমি এখানে শান্তিতে থাকি।'

সুভাষপল্লির আরেক বাসিন্দা সন্তোষকুমার সেন টিনের চালের পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে রয়েছেন। তাঁর কথায় লুকোছাপা নেই। সন্তোষ বলেন, 'আমি পারিনি, তাই ছাদ বানাইনি। এতে আক্ষেপ নেই।' বরং মিষ্টি কুমড়ো, লাউ, পুঁই শাক যখন টিনের চালকে মখমলের মতো সবুজ করে তোলে, অদ্ভুত এক প্রাণের আরাম বোধ হয়।

শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির শুভশ্রী করের কাছে আবার ছাদের অন্য মানে। টিনের চালের বাড়িতে থাকা মেয়েটির কাছে, 'ছাদ মানে আমার কাছে বাবা-মা।'

ইন্ডোর স্টেডিয়ামে থাকবে ভারতী ঘোষের স্মৃতি

বাইয়ের নামে স্ট্যান্ড হচ্ছে

সোমবার ছিল পুরনিগমের বাজেট অনুমোদন নিয়ে আলোচনা। সেখানেই সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রয়াত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক বঙ্গরত্ন ভারতী ঘোষের (বাই) নামে একটি গ্যালারি তৈরির দাবি জানান। মেয়র গৌতম দেব তাঁর দাবি মেনে নিয়ে ঘোষণা করেন ভারতী ঘোষের নামে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি স্ট্যান্ড করা হবে।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি ও সিপিএমের নিয়মমাফিক বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে পুরনিগমের ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের ঘাটতি বাজেট ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল। শনিবার প্রায় ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন মেয়র গৌতম দেব। সোমবার বাজেট নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধিতায় সরব হন বিজেপি এবং সিপিএম কাউন্সিলাররা। তাঁদের থামাতে তৃণমূল কাউন্সিলাররা রাজ্য সরকারের উন্নয়নের গুণগান শুরু করেন। পুর বাজেট ছেড়ে রাজ্য বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেন।

শেষে মেয়রের জবাবি ভাষণের পর ৩২ জন তৃণমূল কাউন্সিলারের সহযোগিতায় বাজেট পাশ করায় তৃণমূল বোর্ড। এদিনের বাজেট আলোচনায় অনুপস্থিত ছিলেন একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক। বাজেট শেষে মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'মানুষের কথা এবং শহরের উন্নয়নের কথা ভেবে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। কর্মীদের কথা ভেবে তাঁদেরও মাইনে বাড়ানো হয়েছে। আমরা দূরদর্শী বাজেট তৈরি করেছি। বিরোধীরা বিরোধিতা করবেনই।' বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'বাজেটে উন্নয়নের কোনও দিশা নেই। সবই রাজ্যের কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠানো প্রকল্পের উল্লেখ। নয়তো কাজ চলছে এমন প্রকল্পের উল্লেখ করা হয়েছে।'

সোমবার অধিবেশন কক্ষে বাজেটের আলোচনা শুরু হয়। শুরুতেই বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বাজেট নিয়ে বলা শুরু করেন। বাজেটে রাস্তাঘাট থেকে নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল কোনও কিছুর উন্নয়নেই সঠিক দিশা নেই বলে দাবি করেন তিনি। জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে শাসক এবং বিরোধী কাউন্সিলাররা কখনও শায়েরির মাধ্যমে কখনও আবার সরাসরি একে অপরকে আক্রমণ করেছেন। তবে এদিন পুরনিগমে পুর বাজেটের বদলে রাজ্য এবং কেন্দ্র বাজেট নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে। বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিং বাজেট নিয়ে বলতে উঠে কেন্দ্র সরকারের শিলিগুড়ির জন্যে কী কী কাজ করেছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কাউন্সিলাররা রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প, কাজ, রাজ্য বাজেটে ভাতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

বাজেট আলোচনার জবাবি ভাষণ মেয়র গৌতম দেবের। - সঞ্জীব সূত্রধর

- প্রতি বাজেটে পূর্ত বিভাগের জন্যে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হয় তা কেন খরচ হয় না
- ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে কেন এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারল না বোর্ড
- চলতি পুর বাজেটে কেন সিসমিক জোনে নির্মাণ নিয়ে কোনও সঠিক দিশা নেই

সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রয়াত টেবল টেনিস প্রশিক্ষক বঙ্গরত্ন ভারতী ঘোষের নামে (বাই) একটি গ্যালারি তৈরির দাবি জানান। তাঁর দাবি মেনে নিয়ে মেয়র গৌতম দেব ভারতী ঘোষের নামে একটি স্ট্যান্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন। সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলাম বাজেটে পাঁচ বছরের ড্রাফট প্ল্যান না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি এই বাজেটের বাস্তব কোনও ভিত্তি নেই বলে দাবি করেন তিনি। ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে কেন এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারল না বোর্ড, কেন সিসমিক জোন নিয়ে বাজেটে কোনও সঠিক দিশা নেই সেই বিষয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন আবার পুরনিগমের পূর্ত বিভাগের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রতি বাজেটে পূর্ত বিভাগের কাজের জন্যে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হয় সেই টাকা কেন খরচ হয় না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অমিত। বিরোধী কাউন্সিলারদের তোলা প্রশ্নের জবাব দিতে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সিপিএম-বিজেপিকে এক বলে দাবি করেন। এদিন তৃণমূল কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় পাঠক, সঞ্জয় শর্মা, রামভজন মাহাতো, মানিক দে, মিলি শীল সিনহা বাজেট নিয়ে বক্তৃতা দেন।

বিতর্কে জল

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি অরুণপ্রসাদ সরকার নাকি লাইনে দাঁড়িয়ে যুবসাথীর ফর্ম তুলেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে তাতে জল ঢেলেছেন অরুণ। তাঁর দাবি, বাঘা যতীন পার্কে যুবসাথীর ফর্মের লাইনে তিনি দাঁড়াননি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র নিজেই একটি ফর্ম তুলে তাঁর হাতে দিয়েছেন। আর তিনি সেই ফর্মটি নিয়েছেন তাঁর বাড়ির পরিচারিকার জন্য। অরুণ জানিয়েছেন, রবিবার ব্যক্তিগত কাজে তিনি বাঘা যতীন পার্কে গিয়েছিলেন। সেখানে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রঞ্জন সরকার তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। এরপর অরুণের বাড়ির সহায়িকার জন্য ডেপুটি মেয়র নিজে একটি ফর্ম নিয়ে এসে তাঁকে দেন। এই প্রসঙ্গে অরুণের বক্তব্য, 'আমি কোথাও লাইনে দাঁড়াইনি।'

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : এতদিন বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র নামে হয়রানির শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। সেই প্রতিবাদে রাস্তায় নামল শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চ। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক পার্থ চৌধুরী। মিছিলটি হিলকার্ট রোড, পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে আবার সুইমিং পুলের সামনে শেষ হয়।

মিলল ড্রোন

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ভক্তিনগর থানা এলাকার বিএসএফ ক্যাম্পে সোমবার দুপুরে একটি ড্রোন উদ্ধার হয়। বিএসএফের আধিকারিকরা পরে সেটি ভক্তিনগর থানার হাতে তুলে দেন। শুটিং বা ওই জাতীয় কোনও কাজের জন্য হয়তো ড্রোনটি ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

বিজেপি যুবমোর্চার পুরনিগম অভিযান। সোমবার সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

পদ্মের পুরনিগম অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে সোমবার কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পুরনিগম অভিযান কর্মসূচি। বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় কড়া নাড়লেও, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির এই কর্মসূচিতে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এদিন দুপুরে শহরের ভেনাস মোড় থেকে মিছিল করে এসে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। কিন্তু হাতেগোনা মাত্র ২৫ থেকে ৩০ জন কর্মীকে নিয়ে আয়োজিত এই অভিযান ছিল একেবারেই ম্যাড়ম্যাড়ে।

কর্মসূচির শুরুতেই ভেনাস মোড়ে 'চাকরি চায় বাংলা' স্লোগান তুলে বেকার তরুণদের সই করা পোস্ট কার্ড সংগ্রহ করা হয়। এই পোস্ট কার্ডগুলি নবান্নে পাঠানো হবে বলে দাবি করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সাংসদের উপস্থিতিতে মিছিল শুরু হলেও ভিড় না হওয়ায় দলের অন্দরেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে যুব মোর্চার এমন অনেক চেনা মুখকে দেখা যায়নি, যাঁরা সাধারণত বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ডাকে কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি মেসেজেরও কোনও উত্তর দেননি তিনি।

> কর্মসূচিতে যুব মোর্চার এমন অনেক চেনা মুখকে দেখা যায়নি, যাঁরা সাধারণত বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ডাকে কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুরনিগমের সামনে পৌঁছালে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। সেখানে পুলিশের সঙ্গে কর্মীদের সামান্য ধস্তাধস্তি হয়। এরপর পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে না পেরে রাস্তার ওপরেই বসে পড়েন যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা। প্রায় ৩০ মিনিট সেখানে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর তাঁরা ফিরে যান।

এদিনের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে গোলমাল এড়াতে আগে থেকেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল।

অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে শিলিগুড়িতে এখনও যুব মোর্চার কোনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি হয়নি। ফলে সাধারণ কর্মীদের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে। নীচুতলার কর্মীদের দাবি, দ্রুত নতুন কমিটি গঠন না করলে আন্দোলনের ধার বাড়ানো সম্ভব হবে না।

নাগরিকের মন কি বাত শুনছে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : যানজটের যন্ত্রণা থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দিতে জনতার দরবারে হাজির শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ। সাধারণ মানুষের মন বুঝতে সমীক্ষা শুরু করল প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন মোড়ে দাঁড়িয়ে এখন পুলিশকর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চাইছেন, নতুন ট্রাফিক বিধি নিয়ে তাঁরা কতটা সন্তুষ্ট।

শহরের যানজট মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই একাধিক নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে ট্রাফিক বিভাগ। এই নতুন নিয়মগুলি কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা বুঝতেই এই পদক্ষেপ। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এটা আমাদের রুটিন প্রক্রিয়া। নতুন বিধিনিষেধের কার্যকারিতার বিষয়টা বুঝে নেওয়া হচ্ছে। সেব্যাপারে ট্রাফিক গার্ডদের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে।'

বিশেষ করে ইস্টার্ন বাইপাসের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য খোদ ডিসিপি (ট্রাফিক) উপস্থিত থেকে এই সমীক্ষার রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছেন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত পথচারীদের কাছ থেকে ট্রাফিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সরাসরি প্রতিক্রিয়া নিতে হবে। একইভাবে দুপুর ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়েও মানুষের মতামত সংগ্রহের কাজ চলবে।

কেবল মুখের কথাতেই থেমে নেই পুলিশ। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে প্রতিটি পয়েন্টের অন্তত দুই মিনিটের একটি ড্রোন ফুটেজ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ভিডিও দেখে রাস্তার বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করা হবে। সমীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মতামতের ওপর। সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও ডিসিপি (ট্রাফিক) নিজে রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, শহরবাসীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করেই যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে চাইছে মেট্রোপলিটান পুলিশ।

বিয়ের টোপ দিয়ে সহবাসের নালিশ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : প্রথম বিয়ের কথা গোপন রেখে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ এনে আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত রঞ্জিত শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগকারী মহিলা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে ওই তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। যা একসময় বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হয়। এরপরই অভিযুক্ত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার সহবাসও করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে অভিযুক্ত ওই তরুণ তাঁকে একটি মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। এমনকি তাঁকে শিলিগুড়ি শহরের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লি এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে থাকার বন্দোবস্তও করে দেন।

অভিযোগ, ঘটনার কিছুদিন পর ওই মহিলা জানতে পারেন অভিযুক্ত বিবাহিত। এখনও তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স দেননি। তাঁর একটি সন্তানও রয়েছে। এবিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ। মহিলার দাবি, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি গোটা ঘটনায় প্রতিবাদ করতেই তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই মহিলা। এরপরই তিনি সাময়িক সময়ের জন্য কলকাতা চলে যান। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি ফিরে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

কুকুরের দাপটে ত্রস্ত পথচারী। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

ক্ষুব্ধ মৃত কিশোরের পরিজন

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মাটিগাড়ায় কিশোর খুন কাণ্ডে রিমান্ড শেষে সোমবার ধৃতকে ফের আদালতে তোলা হয়। তখন মৃতের পরিবারের লোকেরা ফাঁসির দাবিতে সুর চড়াতেই ঘটল বিপত্তি। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পুলিশ জোর করে তাঁদের আদালত চত্বর থেকে বের করে দিয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে আদালতের সদর গেটের সামনে তাঁরা একজোট হয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে বেশ কিছু সময় ধরে বিক্ষোভ দেখান। এনিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিং বলেন, 'বিগত দিনে আদালত চত্বরে মৃতের পরিজনরা সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের আদালত চত্বর থেকে সরে যেতে বলা হয়েছিল।' এদিকে, মৃতের পরিজনদের আদালত চত্বর থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় তাঁরা ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছেন। মৃতের দাদা বিশ্বজিৎ বালা বলেন, 'পুলিশি তদন্ত নিয়ে আমাদের কোনও প্রশ্ন নেই। তবে এদিন যা হল তা কাম্য ছিল না।'

মাটিগাড়া থানার শিমুলতলার বাসিন্দা বছর পনেরোর কিশোরকে খুনের ঘটনায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে একজন নাবালক, অপর ধৃত ব্যক্তির নাম রাজ পাসোয়ান। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ গত বুধবার রাজকে আদালতে পেশ করে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল। রিমান্ড শেষে এদিন তাঁকে ফের আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃতকে ফের পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

রেডিয়াম গার্লস

১৯২০ সাল নাগাদ ঘড়ির ডায়ালে রেডিয়াম দিয়ে নম্বর লেখার জন্য মেয়েদের চাকরি দেওয়া হত। রেডিয়াম অন্ধকারে জ্বলজ্বল করত। মেয়েরা তুলি সরু করার জন্য জিভ দিয়ে চাটত, অজান্তেই বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ তাদের শরীরে ঢুকত। কিছুদিন পর তাদের হাড় ক্ষয়ে যেতে শুরু করে, দাঁত পড়ে যায় এবং চোয়াল খসে আসে। এমনকি অন্ধকারে তাদের হাড়ের ভেতর থেকে আভা বের হত। এই 'রেডিয়াম গার্লস'-এর মৃত্যুর পরেই কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার আইন কঠোর হয়। সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই মারণ ফাঁদ ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়।

একটানা হেঁচকি

খাবার গলায় আটকালে আমাদের হেঁচকি ওঠে, একটু জল খেলেই কমে যায়। কিন্তু চার্লস অসবোর্নের হেঁচকি একটানা ৬৮ বছর ধরে চলেছিল। ১৯২২ সালে একটি শূকর ওজন করার সময় তিনি পড়ে যান এবং তারপর থেকেই হেঁচকি শুরু হয়। ডাক্তার দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে—কিছুতেই কাজ হয়নি। তিনি এই অবস্থাতেই বিয়ে করেছেন, সংসার করেছেন। অবশেষে ১৯৯০ সালে হঠাৎ তাঁর হেঁচকি বন্ধ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার এক বছর পরেই তিনি মারা যান। গিনেস বুকে তাঁর এই অদ্ভুত রেকর্ডের কথা লেখা আছে।

মাথার এপার-ওপার রড

মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে যদি আস্ত একটা লোহার রড ঢুকে এপার-ওপার হয়ে যায়, মানুষটি কি বাঁচবে? ১৮৪৮ সালে রেলকর্মী ফিনিয়াস গেজের সঙ্গে এমনটাই ঘটেছিল। বিস্ফোরণে একটি রড তাঁর গালের নীচ দিয়ে ঢুকে মাথার খুলি ফুটো করে বেরিয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি শুধু বাঁচেননি, ঘটনার কয়েক মিনিট পরেই হেঁটে কথা বলেছিলেন। তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি বদলে যায়। শান্ত ফিনিয়াস হয়ে ওঠেন খিটখিটে ও অসংযত। স্নায়ুবিজ্ঞানীদের কাছে ফিনিয়াস গেজ আজও এক বিস্ময়কর কেস স্টাডি।

এক অপারেশনে তিনজনের মৃত্যু

সার্জারিতে রোগী মারা যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এক অপারেশনে রোগী, নার্স এবং দর্শক—তিনজনেরই মৃত্যু? ১৮৪৭ সালে ডাক্তার রবার্ট লিস্টন দ্রুত হাত চালানোর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি এক রোগীর পা কাটার সময় এত দ্রুত ছুরি চালান যে, ভুল করে সহকারীর আঙুলও কেটে ফেলেন। পরে ইনফেকশনে রোগী এবং সহকারী দুজনেই মারা যান। আর এই দৃশ্য দেখে ভয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান এক দর্শক। এটিই ইতিহাসের একমাত্র সার্জারি যার মৃত্যুর হার ৩০০ শতাংশ।

ইএসআইসিতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কথা

শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমমন্ত্রীর বৈঠক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চা শ্রমিকদের এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (ইএসআইসি)-এর আওতায় নিয়ে আসা নিয়ে এবার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক করলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এর আগে তিনি বৈঠক করেছিলেন বাগান মালিকপক্ষের সঙ্গে। কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনে আয়োজিত এবারের বৈঠকে শ্রমিক নেতারা বিশদে জানতে চান যে, ইএসআইসি-র আওতায় এলে শ্রমিকরা কী কী ধরনের সুবিধা পাবেন। এছাড়া সব শ্রমিক সংগঠনই দাবি তোলে, ইএসআইসি-র আওতায় নিয়ে এলে শ্রমিকদের কাছ থেকে যাতে মাসিক কোনও টাকা না নেওয়া হয়। ১০ দিন পর শিলিগুড়িতে এনিয়ে ফের আরেকটি বৈঠক হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে।

ইএসআইসি-র আওতায় এলে চা শ্রমিকরাও চটকল সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মতো নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। ইএসআই-এর হাসপাতাল রয়েছে। যদিও উত্তরবঙ্গের কোথাও ইএসআই হাসপাতাল এখনও চালু না হলেও বেশ কিছু নার্সিংহোমের আওতায় রয়েছে।

■ কলকাতার বৈঠকে শ্রমিক নেতারা জানতে চান যে, ইএসআইসি-র আওতায় এলে শ্রমিকরা কী কী সুবিধা পাবেন

■ ১০ দিন পর শিলিগুড়িতে ফের বৈঠক হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে

■ শ্রমিকদের যাতে এই খাতে মাসিক কোনও অর্থ দিতে না হয় সেই দাবি তোলা হয়েছে

এপ্রসঙ্গে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তোবারক আলি বলেন, 'এদিন আমরা বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করেছি। শ্রমিকদের যাতে ওই খাতে মাসিক কোনও টাকাপয়সা দিতে না হয় তা বলা হয়েছে। এমনকি পিএফ-এর মতো মালিকরা যেন এই খাতে টাকা জমা দিতে টালবাহানা চালিয়ে যেতে না পারেন সে ব্যাপারেও বলা হয়।'

অন্যদিকে, বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, 'এটা ঠিক যে চা বাগানে বর্তমানে মালিকপক্ষ প্রদেয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কিছুই নেই। তবে ভোটের আগে রাজ্য যাতে এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে না ধরে সেটাও দেখতে হবে।'

এদিকে, চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম জানিয়েছেন, 'শ্রম দপ্তর বলতে চাইছে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ঐচ্ছিক। এখন শ্রমিকদের জন্য যা আইনগত এবং বিনামূল্য বিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে রয়েছে সেটিই ইএসআইসিতে নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে চালিত হবে। এর জেরে কম বেতনের চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য এটি একটি আর্থিক বোঝা হয়ে উঠবে। পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, তহবিল এবং নির্দিষ্ট বিধি ছাড়াই চা শ্রমিকদের জন্য ইএসআইসি প্রকল্প চালু হলে মালিকপক্ষ তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। যা শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী। তাই ইএসআইসি চালুর ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি জানান।

আয়ের উৎস

প্রথম পাতার পর

বর্তমান ও আগের গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক সদস্য এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলে শুনেছি।'

দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় রবিবার গ্রেপ্তার হওয়া রাজু মণ্ডল, নারায়ণ মজুমদার, সুরজিৎ সরকার, কিরণ সরকার ও কয়ানাথ মণ্ডলকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। এনজেপি থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রিজন ভ্যানের ভেতর থেকে নিজেকে চক্রান্তের শিকার বলে রাজু দাবি করতে থাকেন। কী করে রাতারাতি বাড়ি, গাড়ি হল প্রশ্নে রাজু বলেন, 'পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে বাড়ি তৈরি করেছি। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার আগে বাড়ি করেছি। সেটা কেউ বলছে না। মিথ্যা আমায় ফাঁসানো হচ্ছে।' এদিন ওই পাঁচজনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'পোড়াঝাড়ের সমস্ত সরকারি জমি প্রশাসনের নাকের ডগায় বিক্রি করে দিলেও কেউ কিছু করেনি। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা সরকারি জমি বিক্রি, সিন্ডিকেট করে বালি-পাথর সাপ্লাই করছে। তাই রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠছে।' বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে রং না দেখে পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বিজেপির কাজ নেই, তাই মিথ্যা অভিযোগ রটাচ্ছে।'

কন্যার জন্মে

প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয়জনকে জন্ম দেওয়ার পর সেই অত্যাচারের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।' পুত্রসন্তান যেন জন্ম দিই, সেজন্য শ্বশুর আমার স্বামীকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিল। বছর চল্লিশের ওই তরুণীর কথায়, 'সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে, সেটা তো আমার হাতে নেই। আমি তো শিশু জন্ম দেওয়ার যন্ত্র নই। শারীরিক সম্পর্ক আর করতে না চাওয়ায় মারধর করত।'

অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এই অত্যাচার সহ্য করলেও মুখ বুজে ছিলেন তিনি। কিন্তু বড় মেয়ের উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় পুলিশের দ্বারস্থ হন। রবিবার তিনি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও এব্যাপারে অভিযুক্তদের কেউই কোনওরকম মন্তব্য করতে চাননি।

শিলিগুড়ির ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দীপালি বলছিলেন, 'আমার স্বামীকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আর পারছি না।' দীপালির স্বামী অভিজিৎ মণ্ডলের অবশ্য দাবি, 'ওঁর অভিযোগ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।'

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর মতে, 'সুশিক্ষার অভাবের পরিচয়। এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই।' দুই কন্যাসন্তানের মা মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়া চৌধুরী। তাঁর অভিজ্ঞতা কিন্তু সুখকর। বললেন, 'এধরনের ঘটনা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। সবাইকে এব্যাপার আরও সচেতন হতে হবে। নয়তো এই রোগ পুরোপুরি সারবে না।'

সাহিত্যেও ছিল আগ্রহ

প্রয়াত সাংবাদিক তুষার বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সংবাদ জগৎ হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে। এক বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকের পথ চলা থেমে গেল সোমবার সকালে। দীর্ঘ অসুস্থতার পর জীবনাবসান হল উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক তুষারকান্তি বিশ্বাসের। সাংবাদিকতা জীবনের ৯৫ শতাংশেরও বেশি সময় তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আপসহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী তুষারের কাছে সাংবাদিকতার উর্ধ্বে আর কিছু ছিল না।

বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ঘরানার সংবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারিগর তিনি। অসুস্থতার কারণে অবসরগ্রহণের পর লেখালেখি করতে পারতেন না বলে মানসিক যন্ত্রণা ছিল ভীষণ। কিন্তু সমস্তরকম সংবাদের প্রতি তাঁর নজর থাকত। প্রতিটি বিষয়ে ছিল তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ। নিজের চেতনা ও বিশ্বাস বজায় রাখতে তিনি কখনও কোথাও আপস করেননি।

দৃঢ়চেতা সাংবাদিক তুষারের শেষনিঃশ্বাস পড়ে সোমবার সকালে শিলিগুড়ির কাছে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। আদতে কল্যাণীর বাসিন্দা হলেও সাংবাদিকতার সূত্রে তাঁর উত্তরবঙ্গে আসা। আটের দশকের শেষে প্রথম শিক্ষানবিশি সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন সেসময় কোচবিহার থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ত্রিবৃত্ত' পত্রিকায়। বছর দেড়েক পর কল্যাণীতে ফিরে গেলেও সাংবাদিতার নেশা তাঁকে ফের ফিরিয়ে আনে উত্তরবঙ্গেই। ১৯৯০-এ তুষার উত্তরবঙ্গ সংবাদে যুক্ত হন সাব-এডিটর হিসেবে। কর্মদক্ষতা ও একনিষ্ঠ কাজের গুণে তিনি একসময় বার্তা সম্পাদকের পদে উন্নীত হন। ২০২০ সালে অবসরগ্রহণ করেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদে তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের যাত্রায় কিছুদিন রিপোর্টারের কাজ করেছেন। রিপোর্টিং-ইনচার্জের দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে তিনি দায়িত্ব সামলান নিউজ এডিটর হিসেবে।

তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নামে সংবাদ জগতে। শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তরবঙ্গ সংবাদ সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁর দেহ। সোমবার সন্ধ্যায় যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তখন শেষবারের মতো উত্তরবঙ্গ সংবাদের

তুষারকান্তি বিশ্বাস।

দপ্তর থেকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর দেহ। পরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়। এই ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পরে দীর্ঘদিন ছিলেন অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ও একান্ত আলাপচারিতা ছিল তুষারের সাংবাদিকতা জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল কৃতিত্ব। কল্যাণীতে বাড়ি হলেও তিনি থিতু হয়েছিলেন শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী চৈতি বিশ্বাসকে।

প্রাণোচ্ছল সদাহাস্যময় তুষারের সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য জগতের সঙ্গে ছিল নিবিড় সম্পর্ক। কবিতা লেখা ছিল তাঁর নেশা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্যচর্চার অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি থাকত প্রায়ই। সংবাদকর্মীদের পাশাপাশি তাই সাহিত্য জগৎ বিষণ্ণ তুষারের চিরবিদায়ে।

ঝরাপাতায় বসন্ত... *কোচবিহারের শালবাগানে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ভোরে কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার পুলিশ ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে চারঘড়িয়া আবগারি চেকপোস্টে নাকা চেকিং চালানোর সময় একটি বিহার নম্বরের সাদা রংয়ের গাড়ি থেকে ৪০৪ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনায় গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা সহ ৩ মদ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন হর্ষ রাজ, শীল কুমার ও আশিস কুমার। প্রত্যেকে বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। ধৃতরা পুলিশের জেরায় জানিয়েছেন, এই মদ উত্তরবঙ্গের বিধাননগর এলাকা থেকে বিহারের বৈশালীতে পাচার করা হচ্ছিল।

পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছে। এদিন দুপুরে কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের কিশনগঞ্জ জেলে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন, পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রার্থী চেয়ে পোস্টার

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এই ভোটব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপির অন্দরে প্রার্থী হওয়া নিয়ে বর্তমান বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও রাজ্য স্তরের এক নেতা, কিষান মোর্চার এক প্রতিনিধি ও এক চিকিৎসকের নাম নিয়ে জোর চর্চা চলছে। তাঁরা কেউই রাজবংশী জনজাতির মানুষ নন। ফলে এঁদের বাইরে দলের কোনও রাজবংশী নেতা প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নাম লেখাতে চাইছেন কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরেই কৌতূহল বাড়ছে।

জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়ের দাবি, বিজেপির তরফে এই পোস্টার সাঁটানো হয়নি। তাঁর মতে, দলের মধ্যে বিভাজন তৈরির জন্য কেউ এই 'দুষ্টুমি' করে থাকতে পারে। তিনি বলেন, 'রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য বিজেপিই প্রকৃত ভাবনাচিন্তা করে।' একই সুরে কিষান মোর্চার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুমিত পাল বলেন, 'ডাবগ্রামের মতো শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূল নিজেদের হার নিশ্চিত জেনে এই গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছে।' ডাবগ্রামের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বাবলু বর্মনের মতে, তাঁরা কোনও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজনে বিশ্বাসী নন। বরং হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেন। তবে দল চাইলে কোনও রাজবংশী প্রার্থী দিতেই পারে।

পোস্টার বিতর্কে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়ের বক্তব্য, 'নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ঢাকতেই বিজেপি অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। বিজেপির মিথ্যা রাজবংশী প্রীতি মানুষ ধরে ফেলেছে।'

চার্জশিট প্রকাশ বিজেপির

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া বিধানসভা এলাকায় অপশাসনের অভিযোগ তুলে সোমবার ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করল পদ্ম শিবির। এদিন কালাগছ এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে ওই চার্জশিট জনসমক্ষে আনেন। প্রকাশিত ওই চার্জশিট সংক্রান্ত লিফলেটে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। বিধায়ক বলেন, 'চোপড়ার মানুষ গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র সন্ত্রাস আর বঞ্চনা দেখেছেন। সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একের পর এক চা বাগান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে বসেছে। শাসকদলের আশ্রিত বালি মাফিয়ারা ফুলেফেঁপে উঠেছে।'

যদিও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'এলাকায় বিজেপির সাংসদ থাকলেও এলাকাবাসীর জন্য কোনও কাজ করেননি। বিজেপি নেতৃত্ব আগে দলীয় সংসদের কাজের খতিয়ান প্রকাশ করুক।'

বিজেপি নেতা অসীম বর্মন বলেন, 'নেতা-কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেন্দ্রের উন্নয়মূলক কাজের প্রচার চালাচ্ছেন।'

সাসপেন্ড ডালিয়া, অবাক সহকর্মীরা

ময়নাগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে (এইআরও) সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ময়নাগুড়ি বিধানসভার এআইআরও ডালিয়া রায়চৌধুরী। তিনি এসআইআর-এর কাজে ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এইআরও-র দায়িত্বে ছিলেন। রবিবার রাতে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত আধিকারিককে সাসপেন্ড করতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট কমিশনকে জমা দিতে হবে।

এদিন ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে গিয়ে দেখা যায় থমথমে পরিবেশ। সহকর্মীর সাসপেন্ড হওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বিডিও অফিসের কর্মীরাও এদিন তা জানতে পারেন। পাঁচ বছর ধরে ময়নাগুড়িতে নারীকল্যাণ আধিকারিক হিসেবে কর্মরত ডালিয়ার বিরুদ্ধে আগে কোনও অভিযোগ ওঠেনি। সহকর্মীদের কাছেও ভালো মানুষ হিসেবেই পরিচিত জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা ডালিয়া। নির্বাচন কমিশন তাঁকে সাসপেন্ড করায় হতবাক সহকর্মীরাও।

সোমবার অন্যদিনের মতোই ময়নাগুড়ি ব্লক অফিসে এসেছিলেন ডালিয়া। বিকেলে ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডুর সঙ্গেই তিনি জলপাইগুড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরে যান। সেখানে জেলার আধিকারিকরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। এদিন সাংবাদিকদের ডালিয়া বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। আমার তরফে ১০০ শতাংশ কাজ করেছি। আমি কোনও ভুল কাজ করিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে সেই অনুযায়ী আমি সঠিক কাজ করেছি। কী কারণে কমিশন সাসপেন্ড করেছে তা আমার জানা নেই।' নির্বাচন কমিশনের এই এই নির্দেশের পর পরবর্তীতে তিনি কী করবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ডালিয়া বলেন, 'পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ করব, তা এখনও জানি না।' এব্যাপারে মন্তব্য এড়িয়েছেন ময়নাগুড়ির বিডিও। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন।

শিঙাড়া-ফুচকার

প্রথম পাতার পর

সেখানেই কাজ করছিল রাহুল, ঝুমা, লক্ষ্মী, রুমারা। এরা প্রত্যেকেই সুভাষগঞ্জ গার্লস ও সুভাষগঞ্জ হাইস্কুলের পড়ুয়া। কেউ তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া, কেউ আবার নবম শ্রেণির ছাত্রী। নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হয়? প্রশ্নের জবাবে কাজের ফাঁকেই রাহুল বলল, 'মায়ের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই হাত লাগাতে হয়। কাজের চাপ বেশি থাকলে সারাদিন শিঙাড়া বানাই।' নবম শ্রেণির ছাত্রী রুমার কথায় উঠে এল সংসারের বাস্তব ছবি। বলল, 'আমি মাকে সাহায্য না করলে সংসারের কাজ সেরে মা এই কাজ আর করতে পারবে না। আমাদের পড়াশোনার খরচটুকু মা এই করেই তোলে।' সন্তানদের এই হাড়ভাঙা খাটনি দেখে রঞ্জনার মতো মায়েদের দুঃখে বুক ফাটলেও কিছু করার নেই। রঞ্জনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'এই গ্রামে অধিকাংশ পরিবারের সদস্যরা শিঙাড়া তৈরি করে। ছেলেমেয়েরা সংসারের দিকে তাকিয়ে রাতদিন কাজ করে। পড়াশোনা সেভাবে করতে পারে না।' ঘোষপাড়া গ্রামের সংগীতা রায় বা ভারতী রায়দের মতো অনেক মা-ই আজ নিরুপায়। মাড়াইকুড়া অঞ্চলের এই এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া বিশেষ লাগেনি। রাস্তাঘাট আজও কাঁচা। এলাকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতি যে খুব একটা আশাপ্রদ নয়, মেনে নিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুজিত ঘোষ। স্থানীয় শিক্ষক বিজয় পাল আক্ষেপ করে বলেন, 'ছোট থেকে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ওদের শৈশবটাই নষ্ট হচ্ছে।' ঘোষপাড়ার এই খুদে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ এখন ওই তেলের কড়াই আর ময়দার তালের মধ্যেই আটকে রয়েছে।

জঙ্গিদের টার্গেট

প্রথম পাতার পর

এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায়।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক রিপোর্ট এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'রেড অ্যালার্ট' বলছে, যুদ্ধের কৌশল বদলে গিয়েছে। জঙ্গিরা এখন আর হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিচ্ছে না, বরং তাদের সফট টার্গেট হয়ে উঠছে ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের অপরিণত ও কৌতূহলী মন। তাই এখন থেকেই অভিভাবকদের সচেতন ও সতর্ক হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়, 'বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়াটা ঘোর বিপদ। যদি একান্ত দিতেই হয়, তাহলে বাবা-মায়েদের নজর রাখতে হবে ছেলেমেয়ে মোবাইলে কী করছে তার ওপর। তাছাড়া মোবাইলে যে অপরাধের ফাঁদ রয়েছে, সেটাও বোঝাতে হবে সন্তানকে। তাতে একান্ত কাজ না হলে পেরেন্টাল লক অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে।'

সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন আর সিরিয়া বা আফগানিস্তানের ধুলোমাখা পথ নয়, যুদ্ধ চলছে ইন্টারনেটের অপটিকাল ফাইবার দিয়ে। এই 'ডিজিটাল জিহাদ'-এর কৌশলটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মারাত্মক। প্রথমে জনপ্রিয় মাল্টিপ্লেয়ার গেমের চ্যাটরুমে ঢুকে এরা ছদ্মনামে বন্ধুত্ব পাতায়। বাচ্চার বিশ্বাস অর্জন করতে তারা কখনও দাদা, কখনও বা সমবয়সি বন্ধুর মুখোশ পরে। গেমের লেভেল পার করে দেওয়া, উপহার হিসেবে গেমের কারেন্সি (যেমন ভি-বাকস বা রোবাক্স) দেওয়ার নাম করে তাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করে। এরপরের ধাপটি আরও ভয়ানক। গেমের চ্যাটবক্স থেকে তাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপে। সেখানেই চলে আসল মগজধোলাই। বাচ্চারা ভাবছে, তারা গেমের সঙ্গী পেয়েছে, অথচ অজান্তেই তারা জড়িয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের এক ভয়ংকর জালে।

আমাদের দেশেই ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা এই আশঙ্কার ভিত আরও মজবুত করেছে। গাজিয়াবাদের ঘটনাটি হয়তো অনেকেরই মনে আছে। সেখানে অনলাইন গেমের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া এক ব্যক্তির প্ররোচনায় পড়ে জৈন পরিবারের এক নাবালক ধর্মান্তরিত হয়েছিল। 'বদ্দো' নামের এক হ্যান্ডলার গেমের চ্যাটবক্সকে ব্যবহার করেই দিনের পর দিন ওই কিশোরের মগজধোলাই করেছিল, যা তাকে উগ্র মানসিকতার দিকে ঠেলে দেয়। ওই কিশোর এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, সে জিমে যাওয়ার নাম করে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করতে যেত। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ ভারতের মেঙ্গালুরুতেও জঙ্গি-যোগ সন্দেহে যখন তল্লাশি চালানো হয়, তখনও উঠে আসে অনলাইন গেমের চ্যাটরুমের মাধ্যমে যোগাযোগের তথ্য। এনআইএ-র তদন্তে বারবার উঠে এসেছে যে, আইএসআই-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো এখন 'লোন উলফ' তৈরির জন্য গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলোকেই সবথেকে নিরাপদ হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

যাঁরা ভাবছেন উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ এই মানচিত্রের বাইরে, তাঁরা বড় ভুল করছেন। বিপদ এখন আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে না, বিপদ ঘরের ভেতরেই বসে আছে। সম্প্রতি পুনের এক কিশোরী অনলাইন গেমের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া এক তরুণের টানে বাড়ি ছেড়ে সোজা চলে এসেছিল জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায়। পুলিশ তাকে উদ্ধার করলেও গেমের চ্যাটবক্স যে কতটা শক্তিশালী ব্রেনওয়াশ করতে পারে, এই ঘটনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

রাজ্যের বিশিষ্ট সাইবার বিশেষজ্ঞ রজতকান্তি রায়ের পরামর্শ, এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আতঙ্কিত হয়ে আচমকা বাচ্চার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিতে বারণ করছেন তিনি, কারণ তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সন্তান জেদি বা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে, এমনকি লুকিয়ে ফোন ব্যবহারের প্রবণতাও বাড়তে পারে। তিনি বলছেন, 'এক্ষেত্রে স্মার্ট পেরেন্টিং প্রয়োজন। সন্তান গেমের আড়ালে কার সঙ্গে কথা বলছে, তার ভার্চুয়াল বন্ধুরা আসলে কে, সেদিকে কড়া নজরদারি দরকার। প্রয়োজনে সন্তানের সঙ্গে বসে গেমটি বুঝুন, তার অনলাইন বন্ধুদের সম্পর্কে জানুন।'

শিলিগুড়ির একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ান দেবার্ঘ্য রাহা। তাঁর কথায়, 'বাবা-মায়েরা অনেকসময় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সন্তানের হাতে ফোন তুলে দেন। কিন্তু নজরদারি রাখেন না বা রাখা সম্ভব হয় না। মোবাইল আসক্তি কমাতে অভিভাবকদের পাশাপাশি স্কুলের তরফেও বাচ্চাদের সচেতন করা হয়। আসলে ওদেরও বুঝতে হবে যে স্ক্রিনের ওপারে কতটা ভয়ংকর বিপদ রয়েছে। সেটা আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে বোঝাতে পারলে, তবেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।'

প্রযুক্তির যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনই খারাপও রয়েছে প্রচুর। তাই চোখ বুজে থাকার দিন শেষ। আপনার সন্তানের শৈশব জঙ্গিদের বারুদের স্তূপে চাপা পড়ার আগেই তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আপনারই।

ভোটার ভূতে সরব, মুখ বন্ধ টাকার ভূতে

প্রথম পাতার পর

ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) খতিয়ে দেখেছে ২০২৪-২০২৫ সালে কে কাকে কত কোটি দিয়েছে। অঙ্কটা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। ওই এক বছরে বিভিন্ন কোম্পানির নির্বাচনি ট্রাস্ট থেকে পার্টিগুলি পেয়েছে ৩,৮২৬ কোটি টাকা। ভাবতে পারেন! এই বিপুল টাকার মধ্যে সবথেকে বেশি কোন দল পাবে, তা ঠাহর করা কঠিন নয়। দিল্লিতে যাদের রাজপাট, তারাই যে বেশি পাবে, তা আলাদা করে বলতে হবে না। ওই টাকার ৮২ ভাগ একা পেয়েছে বিজেপি।

কংগ্রেস পেয়েছে ২৯৮ কোটি ৭৭ লাখ। অর্থাৎ ৭.৮১ পার্সেন্ট। তৃণমূল পেয়েছে ১০২ কোটি, মানে ২.৬৭ পার্সেন্ট। বাকি উনিশটা পার্টি মিলে পেয়েছে ২৬৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা। এডিআর-এর রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই অগাধ দানছত্রের জোগান দিয়েছে ২২৮টা কোম্পানি। তারা দিয়েছে ৩,৬৩৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। আর কোম্পানি নয়, ব্যক্তিগতভাবে ১৮৭ কোটি ৬২ লাখ দিয়েছেন ৯৯ জন।

সবথেকে বেশি টাকা দিয়েছে মুম্বইয়ের এক প্রোমোটার কোম্পানি- এলিভেটেড অ্যাভিনিউ রিয়েলিটি। তারা দিয়েছে ৫০০ কোটি। তারপরের স্থান টাটাদের, যারা দিয়েছে ৩০৮ কোটি ১৮ লাখ। টিসিএস ২১৭ কোটি ৬২ লাখ আর মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১৭৫ কোটি দিয়েছে। রিপোর্টে ভাগ করে দেখানো হয়েছে কাদের টিকি কতটা, কোথায় বাঁধা।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প জোগান দিয়েছে ১,০৬৩ কোটি ১৩ লাখ টাকা। তারপরেই বড় বড় নির্মাণ কোম্পানিগুলি। তারা দিয়েছে ৬২৯ কোটি ১৭ লাখ। আইটি, টেলিকম কোম্পানিগুলি দিয়েছে ৪৫১ কোটি ৮৬ লাখ। সবথেকে বেশি টাকা দিয়েছে মহারাষ্ট্রের কোম্পানিগুলি। তারা দিয়েছে ১,২২৫ কোটি। তারপর তেলেঙ্গানা- ৩৫৮ কোটি ২৫ লক্ষ। হরিয়ানা ২১৩ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের কোম্পানিগুলি দিয়েছে ২০৩ কোটি এবং এই একটি ক্ষেত্রে গুজরাটকে হারিয়ে দিয়েছে বাংলা। গুজরাটের কোম্পানিগুলো দিয়েছে ২০০ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের কর্পোরেট দাতারা আছেন তালিকার চার নম্বরে। এরাজ্যের কোম্পানিগুলি ট্রাস্টের তহবিলে দিয়েছে ২০৩ কোটি ৮৫ লাখ। শিল্পায়নের যতই ঘাটতি থাক, এখানকার দাতাদের মধ্যে আছে ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ শিল্প আর খনি সংস্থাগুলি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গত বছর এরাজ্যের টাকার বেশিটা পেয়েছে শাসকদল। আগের বছরের তুলনায় তাদের আমদানি বেড়েছে তিনগুণ। মোট ১৮৪ কোটি ৯৬ লাখ।

এডিআর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তৃণমূলকে যারা টাকা দিয়েছে তাদের মধ্যে আছে নির্বাচনি ট্রাস্ট, একটি লটারি কোম্পানি আর লোহা, খনি কোম্পানিগুলি। নেতাদের জিজ্ঞেস করলে সবার জবাব এক। যে হারে সবকিছুর দাম বেড়েছে, তাতে ভোটের খরচ বেড়েছে অনেক গুণ। তাই বড় কোম্পানির কাছে হাত না পেতে উপায় কী? দিনের শেষে প্রশ্ন একটাই, এইসব কোম্পানি কি দেশের সেবার জন্য, গণতন্ত্রকে জলহাওয়া দিয়ে পুষ্ট করতে এত দাতাকর্ণ হয়? দু'আনা দিয়ে চার আনা উশুল কি তারা করবে না?

লিস্টের ভূত তাড়াতে সবাই কোমর বেঁধে নামলেও টাকার ভূত তাড়াবে কে? বেসরকারি কোম্পানিগুলো কোনও মিশন বা সেবা প্রতিষ্ঠান নয়। কে না জানে, হয় সরকারি কাজের বরাত হাতিয়ে নয়তো আমাদের ঘাড় ভেঙে সুদে-আসলে গচ্চা টাকা উশুল করে নেবেই তারা। নইলে আবার ব্যবসা কীসের!

কলম্বো থেকে আহমেদাবাদ

আবারও বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বুঁদ ‘সূর্যসেনা’

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটা তখন রাত বারোটা পেরিয়েছে। আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট নিভে গেলেও কলম্বোর রাজপথ তখন উদ্দাম! স্টেডিয়ামের মূল গেটের সামনে উন্মাদের মতো নাচছে একঝাঁক তরুণ, সঙ্গে ঢোলের তালে ভাংরা। বাতাস কাঁপিয়ে সেই চিরপরিচিত স্লোগান—‘ভারত মাতা কী জয়!’ গল ফেস রোড থেকে মেরিন ড্রাইভ, ক্ষেত্তরামা মেইন রোড—সব যেন মিশে গিয়েছে এক বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে।

এই বদলে যাওয়া রাতের সঙ্গে বদলে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের চাহিদাও। কী সেই চাহিদা? উত্তরটা তো জলের মতো পরিষ্কার—ইতিহাসকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস গড়া। রোহিত শর্মার দেখানো পথে সূর্যকুমার যাদবের ভারত এখন অনেকটাই এগিয়ে। গতকাল রাতে মর্যাদার ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখাল টিম ইন্ডিয়া, তারপর ক্রিকেটমহলে একটাই আলোচনা—এই ভারতকে হারাতে পারে একমাত্র ‘আরও উন্নততর’ ভারতই!

কিন্তু সেই ‘উন্নততর’ দলটা কে? আদৌ কি এমন কোনও দল এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বে আছে? এই নিয়ে চায়ের কাপে তুফান উঠতেই পারে। কিন্তু বাস্তবটা হল, সূর্যকুমারের এই ‘ফিয়ারলেস’ ভারতকে থামানো এখন প্রায় অসম্ভব। একটা খারাপ দিন সবারই যায়, কিন্তু বর্তমান ভারতীয় দলের জন্য সেটা নেহাতই একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা হবে।

গতকাল রাতে প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ যখন ধারাভাষ্যের কাজ শেষ করে মাঠ থেকে বেরোচ্ছিলেন সুনীল গাভাসকার, তখন মজা করে বলেই দিলেন, ‘আমরা তো চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলছি। এই দলকে রোখা যাবে না!’ গাভাসকারের এই পর্যবেক্ষণই এখন সমগ্র ক্রিকেট দুনিয়ার রিংটোন। পাকিস্তানকে এভাবে হেলায় হারানোর পর টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয় নেহাতই সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন অনেকে।

> আমরা তো চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলছি। এই দলকে রোখা যাবে না!
>
> -সুনীল গাভাসকর

‘যতবার খেলবি, ততবার হারবি’—সাম্প্রতিক অতীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমর্থকদের এই মনোভাবটাই এখন স্বাভাবিক। মাঠের বাইরে ভারতের সঙ্গে খেলা বয়কটের যতই আস্ফালন থাকুক না কেন, ক্রিকেটীয় স্কিলের বিচারে বর্তমান পাকিস্তান ক্রিকেটাররা যে হার্দিক পান্ডিয়াদের তুলনায় কয়েক যোজন পিছিয়ে, তা কাল রাতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

কলম্বোয় পাকিস্তান-বধের পর সোমবার সকালের বিমানে চেন্নাই হয়ে আহমেদাবাদে যাওয়ার পথে বিমানে দেখা হল হরভজন সিংয়ের সঙ্গে। ভাজ্জি তো বলেই দিলেন, ‘ঈশানের ব্যাট এভাবে চলতে থাকলে ভারত এমনিই ফের চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। একা হাতে ম্যাচের রং বদলে দিচ্ছে ও!’

শুধু ঈশান কেন, ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার থেকে বল হাতে হার্দিক, জসপ্রীত বুমরাহ—টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের তূণে মণিমাণিক্যের অভাব নেই। পাকিস্তান দখলের ভরপুর আত্মবিশ্বাস আর সাফল্যের স্বপ্ন নিয়ে আহমেদাবাদে পৌঁছেছে ‘সূর্যসেনা’। বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে শুধুই নিয়মরক্ষার ম্যাচ। সুপার এইট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় হয়তো প্রথম একাদশে কিছু রদবদল হবে। কিন্তু আপাতত ট্রফি দখলে রাখার স্বপ্নপূরণে এগিয়ে চলার প্রতিজ্ঞাটাই দলের অন্দরে ঢুকে পড়েছে।

কলম্বোর উত্তাপ এখন আহমেদাবাদে। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন এখন আর স্বপ্ন নয়, ঘোর বাস্তব!

ইতিহাসকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে টি২০ বিশ্বকাপে এগিয়ে চলেছে সূর্যকুমার যাদবের ভারতীয় দল।

‘জীবিত লাশ’, পাকিস্তান ক্রিকেটকে কবর দিলেন শোয়েবরা

ঈশান কিষানের দাপট থেকে মাথায় হাত সলমন আলি আঘার।

কলম্বো ১৬ ফেব্রুয়ারি : কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম থেকে পাকিস্তান দল যখন টিম বাসে উঠল, তখন কারও মুখে কথা নেই। কিন্তু আসল ঝড়টা তখন বইছে ওয়াঘার ওপারে। ভারতের কাছে লজ্জার হারের পর পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা আক্ষরিক অর্থেই ‘পোস্টমর্টেম’ শুরু করেছেন বাবর আজম-শাহিন শা আফ্রিদিদের। টিভি চ্যানেলে চ্যানেলে চলছে মুণ্ডপাত। কারও গলায় হাহাকার, কেউ বা সরাসরি বলছেন—‘এটা পাকিস্তান ক্রিকেটের জানাজা!’ চুপ করে বসে নেই পাক প্রশাসনের শীর্ষকর্তারাও। শোনা যাচ্ছে সলমন আলি আঘাদের ভারত ম্যাচে পারফরমেন্সে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির প্রচণ্ডরকম হতাশ। তিনি এই পরাজয় শুধুমাত্র ক্রিকেট মাঠের হতাশা হিসেবে দেখছেন না। পাক ক্রিকেট দল নিয়ে তাঁর চিন্তার কথা দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকেও জানিয়েছেন মুনির।

রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস এখন ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্লোসিভ’। ভারতের বিরুদ্ধে এই জঘন্য হারের পর শোয়েব আখতার কার্যত ফেটে পড়লেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে। কলম্বোয় বসেও যেন সেই ঝাঁঝ টের পাওয়া যাচ্ছে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এবং বাবর আজমকে সরাসরি নিশানা করে শোয়েব বললেন, ‘আপনারা ক্রিকেটের কিচ্ছু জানেন না! পাকিস্তান ক্রিকেটকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এই দলটার মধ্যে জেতার

সলমনদের খেলায় হতাশ মুনিরও

পাক সমর্থকের টিভি ভাঙার এই ছবি এখন সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল।

কোনও তাগিদ নেই, কোনও পরিকল্পনা নেই। এটা হতাশা নয়, এটা লজ্জা!’

শোয়েবের সুরেই সুর মিলিয়েছেন পাকিস্তানের ব্যাটিং কিংবদন্তি মহম্মদ ইউসুফ। তিনি এই হারকে পাকিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাসের ‘সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়’ বলে অভিহিত করেছেন। ইউসুফের কথায়, ‘এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আমাদের ক্রিকেটের আগে কখনও হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে এভাবে আত্মসমর্পণ? ভাবা যায় না!’

তবে তোপের মুখে সবচেয়ে বেশি রয়েছেন বাবর। প্রাক্তনদের একাংশ, বিশেষ করে কামরান আকমল এবং বাসিত আলিরা সরাসরি দাবি তুলেছেন—বাবরকে অবিলম্বে দল থেকে ছাঁটাই করা হোক। তাঁদের সাফ কথা, ‘বড় ম্যাচে বাবর আজম বরাবরই ফ্লপ। আর কতদিন ওকে বয়ে বেড়াবে দল?’ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রাক্তনরা বাবরকে ‘জিদ’ এবং ‘অহংকার’-এর প্রতীক বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়ছেন না।

আহমেদ শেহজাদ থেকে শুরু করে শাহিদ আফ্রিদি—কেউই রেয়াত করছেন না। তাঁদের বক্তব্য, কলম্বোর পিচে যেখানে ঈশান কিষানরা বাঘের মতো লড়ল, সেখানে পাকিস্তানের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল কাপুরুষের মতো। ফিটনেস নেই, গেম রিডিং নেই, শুধু বড় বড় বুলি! ইউনিস খানের কথায়, ভারতকে ১৭৫ স্কোরে পৌঁছোতে দিয়েই নিজেদের কবর খুঁড়ে ফেলেছিল পাকিস্তান। ম্যাচ ওখানেই হাত থেকে বেড়িয়ে যায়।

> এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আমাদের ক্রিকেটের আগে কখনও হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে এভাবে আত্মসমর্পণ? ভাবা যায় না!
>
> -মহম্মদ ইউসুফ

কলম্বোর সমুদ্রতীরে যখন ভারতীয় সমর্থকরা উৎসবে মেতেছেন, তখন লাহোর-করাচিতে টিভি ভাঙার আওয়াজ না পাওয়া গেলেও, বিশ্বাস ভাঙার শব্দ স্পষ্ট। শোয়েব-ইউসুফদের এই তোপ বুঝিয়ে দিচ্ছে, কলম্বোয় পাকিস্তান শুধু ম্যাচ হারেনি, হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের সম্মানটুকুও।

পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের চোখে জেদ ও অহংকারের প্রতীক বাবর আজমও পরাজয়ের ধাক্কায় হতভম্ব।

কলম্বোর মাঠে সতীর্থদের ধমক ‘কুল’ সূর্যর

‘গালিগালাজ নয়, বল কথা বলবে’

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের গ্যালারি তখন ফুটছে। বাবর আজম ফেরার পর পাকিস্তান ইনিংসে ধস নেমেছে। ভারতীয় দলের তরুণ রক্ত তখন গরম। অর্শদীপ সিং বা হর্ষিত রানারা হয়তো চেয়েছিলেন বিপক্ষ ব্যাটারদের একটু ‘কথার চাবুক’ মেরে মানসিকভাবে আরও ভেঙে দিতে। ভারত-পাক ম্যাচের ইতিহাসে স্লেজিং তো নতুন কিছু নয়! ভেঙ্কটেশ প্রসাদ থেকে গৌতম গম্ভীর—মেজাজ হারানোর নজির ভূরিভূরি।

কিন্তু রবিবার রাতে কলম্বো দেখল এক অন্য ছবি। দেখল এক অন্য অধিনায়ককে। তিনি সূর্যকুমার যাদব। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সতীর্থদের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন—‘নো স্লেজিং!’।

প্রেস বক্সে বসে তখন মনে হচ্ছিল, এ যেন মহেন্দ্র সিং ধোনির ছায়া। কিন্তু সূর্যর স্টাইলটা আলাদা। তিনি ধমক দেন না, চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দেন। রবিবার যখন পাকিস্তান ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে, তখন ভারতীয় ফিল্ডারদের শরীরী ভাষায় আগ্রাসন ছিল তুঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, উইকেটের পেছনে বা ক্লোজ-ইন ফিল্ডিংয়ে থাকা কয়েকজন সতীর্থ উত্তেজনার বশে পাকিস্তানি ব্যাটারদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই আসরে নামেন ‘স্কাই’।

মাঠের ভেতর থেকেই ইশারায় এবং কাছে ডেকে তিনি সতীর্থদের বুঝিয়ে দেন, মুখের কথায় নয়, জবাব দিতে হবে ব্যাটে-বলে। তাঁর বার্তা ছিল পরিষ্কার—‘আমরা এখানে ক্রিকেট খেলতে এসেছি। ফোকাস খেলায় রাখো। গালিগালাজ করে এনার্জি নষ্ট করার দরকার নেই। আমাদের পারফরমেন্সই ওদের চুপ করিয়ে দেবে।’

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে ফিশফাশ শোনা গেল। দলের এক জুনিয়ার ক্রিকেটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানালেন, ‘সূর্য ভাই সবসময় বলেন, আগ্রাসনটা চোখের চাউনিতে আর পারফরমেন্সে থাকা উচিত। মুখে আজেবাজে কথা বললে নিজেদের ফোকাস নষ্ট হয়। আজকেও সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।’

অথচ এই সূর্যকুমারই প্রেস কনফারেন্সে কতটা চটপটে, কতটা হাসিখুশি! কিন্তু বাইশ গজে তিনি যে কতটা সিরিয়াস এবং খেলার স্পিরিট নিয়ে কতটা সচেতন, তা কালকের এই ঘটনাই প্রমাণ করে। পাকিস্তানের মতো হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে, যেখানে গ্যালারি থেকে সমানে উসকানি আসছে, সেখানে মাথা ঠান্ডা রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

সূর্যর এই ‘নো স্লেজিং’ নীতি অবশ্য নতুন এক ভারতীয় দলকে চেনাচ্ছে। যারা দাদাগিরি দেখায় স্কিলে, মৌখিক তর্জন-গর্জনে নয়। বিরাট কোহলির জমানায় যে ‘ইন ইউর ফেস’ আগ্রাসন ছিল, সূর্যর জমানায় তা বদলে হয়েছে ‘সাইলেন্ট কিলার’ অ্যাপ্রোচ।

কলম্বোর ক্রিকেট মহলেও এখন সূর্যর এই স্পোর্টসম্যানশিপ নিয়ে চর্চা। পাকিস্তানি প্রাক্তনীরাও, যারা নিজেদের দলের মুণ্ডপাত করছেন, তাঁরাও সূর্যকুমারের এই আচরণের প্রশংসা না করে পারছেন না। ম্যাচ জেতা যায়, কিন্তু বিপক্ষের শ্রদ্ধা আদায় করে নেওয়াটা কঠিন। রবিবার রাতে কলম্বোর প্রেমাদাসায় সূর্যকুমার এবং তাঁর দল দুটোই করে দেখাল। ট্রফি আসবে কি না সময় বলবে, কিন্তু ‘ফেয়ার প্লে’-তে এই ভারত এখনই চ্যাম্পিয়ন।

মুখের কথায় নয়, ইশারায় সূর্যের বার্তা

আমরা এখানে ক্রিকেট খেলতে এসেছি। ফোকাসটা খেলায় রাখো। গালিগালাজ করে এনার্জি নষ্ট করার দরকার নেই। আমাদের পারফরম্যান্সই ওদের চুপ করিয়ে দেবে।

তিন ম্যাচে তিন জয়। শূন্যে ভাসছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

কোণঠাসা পাকিস্তানকে স্লেজিং করা থেকে সতীর্থদের আটকে বিপক্ষেরও মন জিতে নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।

উৎসবেও কাঁটা ‘শূন্য’ অভিষেক

অভয়বাণী শাস্ত্রীর

টি২০ বিশ্বকাপে দুই ম্যাচ খেলে জোড়া শূন্য উপহার দেওয়া অভিষেক শর্মার ফর্ম চিন্তা বাড়াচ্ছে সমর্থকদের।

কলম্বো ১৬ ফেব্রুয়ারি : কলম্বোর সকালটা ভারতীয় দলের কাছে ফুরফুরে হওয়ারই কথা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অমন দাপুটে জয়, ঈশান কিষানের ব্যাটিং বিস্ফোরণ—টিম হোটেলে ব্রেকফাস্ট টেবিলে তখন হাসির ফোয়ারা। কিন্তু এই উৎসবের আলোতেও একজনের মুখটা বড্ড ম্লান। তিনি অভিষেক শর্মা।

পরিসংখ্যান দেখলে যে কারও চক্ষু চড়কগাছ হবে। শেষ পাঁচটা ম্যাচে চারটে ‘ডাক’(শূন্য)! টি২০ ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে এর চেয়ে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন আর কী হতে পারে? পেটের রোগ সারিয়ে রবিবার মাঠে ফিরেছিলেন বড় আশা নিয়ে। কিন্তু সলমন আলি আঘার প্রথম ওভারেই সেই চেনা ছবি। খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তখন ট্রোলের বন্যা।

কিন্তু এই কঠিন সময়ে তরুণের পাশে দাঁড়ালেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘লৌহমানব’ রবি শাস্ত্রী। ধারাভাষ্য দিতে কলম্বোয় থাকা প্রাক্তন কোচ সাফ বলে দিলেন, ‘অভিষেকের এই ফর্ম নিয়ে আমি একদমই চিন্তিত নই।’

শাস্ত্রীর মতে, অভিষেক একজন ন্যাচারাল ম্যাচ উইনার। তাঁর পরামর্শ, ‘ও বড্ড তাড়াহুড়ো করছে। টি২০ মানেই প্রথম বল থেকে মারতে হবে, এমন কোনও দিব্যি দেওয়া নেই। ওকে ক্রিজে গিয়ে একটু সময় দিতে হবে। হুট করে শট খেলার আগে পিচ বোঝা দরকার।’

শাস্ত্রী জানেন, অভিষেকের মতো তারকারা একবার ছন্দে ফিরলে একাই ম্যাচ শেষ করে দিতে পারেন। তাই তাঁর দাওয়াই, ‘নিজের খেলার ধরন বদলানোর দরকার নেই, শুধু গিয়ার একটু বুঝে শিফট করো।’

দল জিতছে বলে হয়তো অভিষেকের এই ব্যর্থতা এখনও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু টি২০ বিশ্বকাপে পরের ম্যাচগুলোতেও যদি ‘ডাক’-এর ধারা অব্যাহত থাকে, তবে সূর্যকুমার যাদব বা গৌতম গম্ভীর কতদিন তাঁকে আগলে রাখবেন, তা সময় বলবে। তবে আপাতত শাস্ত্রীর এই ‘টোটকা’ কাজে লাগিয়ে অভিষেক ফর্মে ফেরেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে কলম্বো। আসলে,

> অভিষেকের এই ফর্ম নিয়ে আমি একদমই চিন্তিত নই। নিজের খেলার ধরন বদলানোর দরকার নেই, শুধু গিয়ারটা একটু বুঝে শিফট করো।
>
> -রবি শাস্ত্রী

ভারত-পাক ম্যাচ এখন এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে ভাবলেশহীন থাকাই আদর্শ। কেউ হাসবে না, কেউ কাঁদবে না, শুধু রোবটের মতো খেলে যাবে। রাজনীতির কালো চশমায় ঢাকা পড়ে গেছে ক্রিকেটের সতেজ সবুজ। কলম্বোর বুকে দাঁড়িয়ে তাই আক্ষেপ হচ্ছে—লড়াইটা আছে, কিন্তু ক্রিকেটের সেই আত্মাটা বোধহয় আর নেই। রবিবার ম্যাচ হবে, হয়তো কেউ জিতবে, কিন্তু ক্রিকেট কি জিতবে? উত্তরটা কলম্বোর হাওয়ায় ভাসছে।

কলম্বো ছাড়ার আগে বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া।

আফগানিস্তানের জয়ে সুপার এইটে প্রোটিয়ারা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচে হার। সুপার এইটে খেলার ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে জয় ছাড়া পথ ছিল না আফগানিস্তানের সামনে। মরণবাঁচন সেই ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৫ উইকেটে হারালেন রশিদ খানরা। আফগানদের এই জয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে সুপার এইটে তুলে দিল।

সোমবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শুরুতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে আরব আমিরশাহি। আফগানিস্তানের হয়ে সেরা বোলিং আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের। ৪ ওভারে ১৫ রান খরচ করে ৪ উইকেট তুলে নেন তিনি। জোড়া শিকার মুজিব উর রহমানের। এদিন ম্যাচের ১৬তম ওভারে আমিরশাহির মুহাম্মদ আরফানকে আউট করেন রশিদ খান। ওই উইকেট নিয়েই বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন তারকা আফগান স্পিনার। প্রথম বোলার হিসাবে টি২০ ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট শিকারের

সাতশো উইকেট রশিদের

জয়ের পর আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই।

কৃতিত্ব অর্জন করলেন রশিদ। টি২০ আন্তর্জাতিকেও উইকেট শিকারিদের তালিকায় এই মুহূর্তে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। ব্যাট-বলে আফগানিস্তানের জয়ের নায়ক অবশ্য ওমরজাই। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় আফগানরা। শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। গুলবাদিন নাইব, সেদ্দিকুল্লাহ অটলও বড় রান করতে ব্যর্থ। বাইশ গজ আঁকড়ে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ইব্রাহিম জাদরান। ৪১ বল খেলে ৫৩ রান করেন তিনি। ৩৩ রান যোগ করেন দারউইশ রসৌলি। শেষবেলায় ২১ বলে অপরাজিত ৪০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেন ওমরজাই। পাঁচ উইকেট হাতে রেখে ৪ বল বাকি থাকতেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় আফগানিস্তান।

এই ম্যাচের আগে ‘ডি’ গ্রুপে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সুপার এইটে খেলা নিশ্চিত ছিল না। আফগানিস্তানের এই জয়ের পর গ্রুপের প্রথম দল হিসাবে সুপার এইটে জায়গা করে নিল প্রোটিয়ারা।

আজ ফের সামিই ভরসা

সেমিতে বাংলাকে চাপে রাখলেন পরস-সামাদ

বাংলা-৩২৮ জম্মু ও কাশ্মীর-১৯৮/৫
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশন শেষ। বাংলার সাজঘরে রীতিমতো ফুরফুরে মেজাজ। হবেই বা না কেন? সুদীপকুমার ঘরামিরা দলকে ৩২৮ রানে পৌঁছে দেওয়ার পর লাঞ্চে জম্মু ও কাশ্মীর ১৩/২। প্রথম স্পেলে মহম্মদ সামি প্রতিপক্ষের দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে শুভম খাজুরিয়া (৩), তারপর ইয়ের হাসান (২)।

স্বস্তির পারদ চড়িয়ে লাঞ্চের পর প্রথম বলেই মুকেশ কুমারের ধাক্কা। তিন নম্বর ব্যাটার শুভম পান্ডুর (৮) আউট। স্কোরবোর্ড ১৩/৩। দ্রুত প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের পকেটে পুরে নেওয়ার মেজাজ তখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলা শিবিরে। যার ছোঁয়া সামি-মুকেশদের সমর্থন জানাতে কল্যাণী স্টেডিয়ামে উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যেও।

বাকি দিনের ছবিটা যদিও একটু আলাদা। সৌজন্যে জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক পরস ডোগরা ও আবদুল সামাদ। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে পরস পরিচিত মুখ। আড়াই দশকের দীর্ঘ প্রথম শ্রেণির কেরিয়ারে দশ হাজারের বেশি রান রয়েছে। এদিন বছর একচল্লিশের পরসের যে অভিজ্ঞতার সামনে আটকে যায় সামি-মুকেশের শুরুর দাপট।

পরসের সঙ্গী বছর চব্বিশের সামাদ। তরুণ তুর্কির আগ্রাসী ক্রিকেট এবং পরসের দায়িত্বশীল ব্যাটিং মাঝের সেশনে বাংলার চাপ আলগা করে দেয়। দ্বিতীয় দিনের শেষে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ১৯৮/৫। বাংলা এখনও এগিয়ে ১৩০ রানে। প্রথম লক্ষ্য লিড নেওয়া, তারপর দ্বিতীয় দফায় প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে ফাইনালের টিকিট

জম্মু ও কাশ্মীরের দুই ওপেনারকে ফেরানোর পর মহম্মদ সামিকে অভিনন্দন সতীর্থের।

আদায়। লক্ষ্যপূরণের রাস্তাটা মসৃণ হবে নাকি আরও জটিল হবে, মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের পারফরমেন্সের ওপর যার নির্ভর করবে অনেকাংশে।

পরস-সামাদ জুটিকে ভাঙতে বারবার বোলিং বদলেও লাভ হয়নি। ১৩/৩ থেকে চা পানের বিরতিতে ১১৩/৩। সামাদ এর মধ্যে ৩৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে নেন। কে বলবে লাল বলের ক্রিকেট, দল চাপে! অন্তিম সেশনের শুরুতেও যে ঝাঁঝ বজায়। শেষপর্যন্ত সামি-অস্ত্রে ব্রেক থ্রু। দ্বিতীয় স্পেলের চতুর্থ বলেই বিপজ্জনক সামাদকে ফেরান সামি।

সেঞ্চুরি থেকে সামাদ তখন ১৮ রান দূরে। ৮৫ বলে ৮২। ১২টি বাউন্ডারিতে সকালের আতঙ্ক সরিয়ে বাংলার রক্তচাপ বাড়ানো ব্যাটিং। জোড়া স্বস্তিতে সামাদের পিছুপিছু আউট পরসও। মুকেশের বলে মিসটাইম পুলে উইকেট খোয়ান। ১১২ বলে ৫৮ করার পথে ওয়াসিম জাফরের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে রনজি ট্রফিতে ১০ হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়েন পরস। নয় দশকের রনজি ট্রফি ইতিহাসে যে নজির জাফর-পরস ছাড়া আর কারও নেই। পরস যখন ফেরেন, তখন জম্মুর স্কোর ১৫৬/৫। বাকি দিনে আরও ১১ ওভার হলেও উইকেট শিকারের সংখ্যা বাড়েনি।

বাংলার ৩২৮ রানের জবাবে ১৯৮/৫ স্কোরে শেষ দিনের খেলা শেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর। বাংলার থেকে ১৩০ রানের পার্থক্য। জম্মুর লোয়ার অর্ডারের আকিব নবি দারদের ব্যাটের হাত খুব খারাপ নয়। আগামীকাল সকালে দ্রুত প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে না দিতে পারলে চাপটা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই।

এর আগে ২৪৯/৫ স্কোর থেকে শুরু করে বাংলা। কিন্তু দিনের ষষ্ঠ ওভারেই ধাক্কা। আকিব নবির পেস-সুইংয়ের শিকার সুদীপ। গতকালের স্কোরের সঙ্গে আর দশ রান যোগ করে ফেরেন। ২৪৬ বলে ১৪৬। ২১টি চার ও ১টি বাউন্ডারি। প্রায় একার হাতে সতীর্থদের ব্যর্থতা ঢেকে দলকে লড়াইয়ের রসদ জোগান। সুমন্ত গুপ্ত ৩৯ করলেও লোয়ার অর্ডার প্রতিরোধ গড়তে পারেননি আকিব (৮৭/৫), সুনীল কুমারদের (৪১/৩) সামনে।

শতরানের পথে শ্রীলঙ্কার জয়ের নায়ক পাথুম নিসাঙ্কা।

টানা দুই হারে শঙ্কায় অজিরা

অস্ট্রেলিয়া- ১৮১ শ্রীলঙ্কা- ১৮৪/২
(১৮ ওভারে)

ক্যান্ডি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করল শ্রীলঙ্কা। সৌজন্যে পাথুম নিসাঙ্কার অপরাজিত শতরান (৫২ বলে)। তাঁর ১০টি চার ও ৫ ছক্কার ইনিংসে ২ ওভার বাকি থাকতেই অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ১৮১ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে শ্রীলঙ্কা।

সুপার এইটে শ্রীলঙ্কা

জিম্বাবোয়ের পর সোমবার শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের মুখে অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ 'বি'-তে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। দুই ম্যাচে ২ জয় সহ ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জিম্বাবোয়ে। অস্ট্রেলিয়া ৩ ম্যাচে মাত্র একটি জয় নিয়ে তৃতীয়। জিম্বাবোয়ে মঙ্গলবার আয়ারল্যান্ডকে হারালে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেবে অজিরা।

রান তাড়ায় নেমে দ্বিতীয় ওভারেই কুশল পেরেরাকে (১) হারিয়ে চাপে পড়ে যায় শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় উইকেটে ৯৭ রানের জুটিতে সেই চাপ দূর করেন নিসাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস (৩৮ বলে ৫১)। এরপর আর ম্যাচে ফেরার সুযোগ পায়নি অজিরা। পবন রত্নায়েকেকে (২৮) সঙ্গী করে ম্যাচ জিতিয়ে ফেরেন নিসাঙ্কা।

চোট সারিয়ে ফিরেই ব্যাট হাতে অস্ট্রেলিয়াকে ভরসা দিয়েছিলেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ (২৭ বলে ৫৪)। ট্রাভিস হেড-মার্শ জুটি ৮.৩ ওভারে স্কোরবোর্ডে ১০৪ রান যোগ করেন। অধিনায়ককে যোগ্য সংগত দিয়ে অর্ধশতরান করে যান হেডও (২৯ বলে ৫৬)। যদিও দুই ওপেনারের গড়ে যাওয়া মঞ্চ কাজে লাগাতে পারেননি অজি ব্যাটাররা। প্রথম ৫০ বলে অস্ট্রেলিয়া যেখানে বিনা উইকেটে ১০৪ রান তুলেছিল, পরের ৭০ বলে তারা ১০ উইকেট হারিয়ে বোর্ডে তুলেছে মাত্র ৭৭ রান। রান পাননি টিম ডেভিড (৬), মার্কাস স্টোয়িনিসরা (৪)।

তিন গোল দিয়ে শুভ মহরত ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩
(ইউসেফ-২, মিগুয়েল)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-০

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য কি এবার বদলাতে চলেছে?

আগে কখনও আইএসএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ের স্বাদ পায়নি ইস্টবেঙ্গল। এবার কিন্তু প্রথম ম্যাচেই নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ৩-০ গোলে উড়িয়ে অভিযান শুরু করেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তাও আবার কেভিন সিবিল্লে, মহম্মদ রাকিপ রাকিপ, নাওরেম মহেশ সিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের ছাড়াই।

দলে চোট সমস্যা। তার ওপর নয়া বিদেশি ইউসেফ এজেজ্জারি দলের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন সেই প্রশ্ন ছিল। তাও

প্রথম ম্যাচেই নায়ক ইউসেফ

প্রথম ম্যাচে অপরীক্ষিত মরক্কান স্ট্রাইকারকে রেখে প্রথম একাদশ সাজান অস্কার ব্রুজোঁ। সেই ইউসেফের দাপটে প্রথম ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করল লাল-হলুদ।

প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল চাপেই রেখেছিল নর্থইস্টকে। ৯ মিনিটে মিগুয়েলে ফিগুয়েরার দুরপাল্লার শট গোলে ছিল না। ২৩ মিনিটে নন্দকুমার শেখরের শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে সময় যতই গড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল আরও আক্রমণাত্মক হয়েছে। বিশেষ করে শেষ পনেরো মিনিট মুহুর্মুহু আক্রমণ করে কার্যত দিশেহারা করে দিয়েছিলেন আশির আখতার, রিদিম লাংদের। ৩৫ মিনিটে বিপিনের সেন্টার ক্লিয়ার করতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন নর্থইস্টের এক ডিফেন্ডার। ৩৬ মিনিটে মহম্মদ বসিম রশিদের দূরপাল্লার শট পোস্ট কাঁপিয়ে ফিরে আসে। ৩৯ মিনিটে মিগুয়েলের ক্রস থেকে হেডে বল গোলে রাখতে পারেননি নন্দকুমার।

তবে একের পর এক আক্রমণ করলেও কাজের কাজটি হয়নি। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে পাঁচ মিডফিল্ডারে দল সাজিয়ে ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার। ফলে আপফ্রন্টে ইউসেফ একা হয়ে পড়েন। তাঁকে বল সাপ্লায়ের দায়িত্ব ছিল সাউল ক্রেসপো ও মিগুয়েলের ওপর। কিন্তু ক্রেসপোকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। আর মিগুয়েল বারবার আটকে গেলেন নর্থইস্ট মিডিও অ্যান্ডির কাছে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সহজ সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ৫১ মিনিটে বিপিনের পাস থেকে মিগুয়েলের শট বাঁচিয়ে দেন নর্থইস্ট গোলরক্ষক গুরমিত সিং। প্রথমার্ধে নর্থইস্ট রক্ষণ তছনছ করে দিলেও গোল করতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। ফলে গোলের মুখ খুলতে নন্দকে তুলে এডমুন্ডকে নামিয়ে জোড়া স্ট্রাইকারে চলে যায় লাল-হলুদ শিবির। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কারের এই সিদ্ধান্তেই খেলার গতি বদলে যায়। ৬৫ মিনিটে তারা কাঙ্ক্ষিত প্রথম গোলটিও পেয়ে যায় লাল-হলুদ। বিপিনের মাপা সেন্টার থেকে হেডে গোল করে যান নবাগত স্ট্রাইকার ইউসেফ।

মিনিট চারেকের মধ্যে ফের গোল। এবার পেনাল্টি বক্সে এডমুন্ডের পাস থেকে ফিনিশ করে যান ইউসেফ। এতদিন একজন যোগ্য নাম্বার নাইনের অভাবে ভুগেছে লাল-হলুদ শিবির। এবার ইউসেফ হয়তো সেই অভাব মেটাতে চলেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে বল পেয়ে পেনাল্টি বক্সে বারবার ভয়ংকর হয়ে উঠলেন এই মরক্কান স্ট্রাইকার। প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করে সমর্থকদের আস্থা অর্জন করেছেন তিনি। সবে এটা মরশুমের প্রথম ম্যাচ। এরপর ষষ্ঠ বিদেশি অ্যাস্টন সোলজবার্গ দলের সঙ্গে মানিয়ে নিলে আইএসএলে আরও ঝলমলে দেখাবে লাল-হলুদের আক্রমণভাগকে। এদিনই অ্যাস্টন ভারতে আসার ভিসা পেয়ে গিয়েছেন।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের ইউসেফ এজেজ্জারির।

ম্যাচের ৯২ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর পাস থেকে মিগুয়েল নর্থইস্টের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন। আপাতত আইএসএলে প্রথমবার প্রথম ম্যাচের শেষে হাসিমুখে স্টেডিয়াম ছাড়লেন লাল-হলুদ জনতা।

সমর্থকরা প্রথম ম্যাচ জয়ের পর খেতাব জয়ের স্বপ্ন দেখলেও অস্কার এখনই তা নিয়ে ভাবছেন না।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, লালচুংনুঙ্গা, জিকসন (মার্তন্ড), আনোয়ার, জয়, রশিদ, সাউল (সৌভিক), মিগুয়েল, নন্দকুমার (এডমুন্ড), বিপিন (বিষ্ণু), ইউসেফ (ডেভিড)।

দ্বিশতরানের পর দেবদত্ত পাডিক্কাল।

রানের পাহাড়ে কর্ণাটক

লখনউ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দেবদত্ত পাডিক্কালের দ্বিশতরান। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে রানের পাহাড়ে কর্ণাটক। দ্বিতীয় দিনের শেষপর্যন্ত ৬ উইকেটে ৬৮৯ রান তুলেছে তারা।

লোকেশ রাহুল, পাডিক্কালের পর এদিন শতরান করেন রবিচন্দ্রন স্মরণ। দেবদত্ত শেষ পর্যন্ত ২৩২ রান করে আউট হন। প্রথম দিনের শেষে অপরাজিত থাকা করুণ নায়ার করেন ৬০ রান। ৬০ রানের ইনিংস খেলেন ক্রুথিক কৃষ্ণও। দ্বিতীয় দিনের শেষে সামারান অপরাজিত রয়েছেন ১২১ রানে। ৩৫ রান করে বাইশ গজে রয়েছেন বিদ্যাধর পাতিল। উত্তরাখণ্ডের সফলতম বোলার আদিত্য রাওয়াত, ৩ উইকেট নিয়েছেন।

হ্যাজেলউডের বদলি স্মিথ

ক্যান্ডি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শেষ মুহূর্তে চোট পেয়ে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান জোশ হ্যাজেলউড। দুটো ম্যাচ খেলা হয়ে গেলেও এতদিন তাঁর পরিবর্ত ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

বদলি হিসাবে কয়েকদিন আগেই স্টিভেন স্মিথকে শ্রীলঙ্কায় উড়িয়ে আনা হয়। অবশেষে সোমবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার তিন নম্বর ম্যাচে মাঠে নামার আগেই তারকা ব্যাটারকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইসিসি থেকে অনুমোদন পেল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ২০২২ সালে টি২০ বিশ্বকাপে খেলেছিলেন স্মিথ। সেই শেষবার। ২০২৪ কুড়ি বিশের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডে ছিলেন না তিনি। ফলে প্রায় চার বছর পর আবার ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে স্মিথকে।

অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলনে স্টিভেন স্মিথ। ক্যান্ডিতে সোমবার।

আক্রমণে শক্তি বাড়াতে চাইছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ম্যাচ হারলেও জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে সমানতালে লড়ে গিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

পরিসংখ্যান বলছে, রবিবার গোটা ম্যাচজুড়ে গোল উদ্দেশে মহমেডান শট নিয়েছে ৫টা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল মাত্র একটা। যা প্রত্যাশার তুলনায় শুধু কম নয়, সাদা-কালো ব্রিগেডের জন্য বেশ হতাশাজনকও। ম্যাচ শেষে মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু বলেছেন, 'পরবর্তী অনুশীলনগুলিতে আমাদের দেখতে হবে আক্রমণভাগকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়। আমাদের রক্ষণভাগ যথেষ্ট ভালো।' মেহরাজের বিশ্বাস আক্রমণভাগ শক্তিশালী হলে এই মহমেডানই ঘুরে দাঁড়াবে।

বিদেশিহীন দল নিয়ে এবার আইএসএল খেলছে মহমেডান। যে কারণে দলে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে বলেও ধারণা মেহরাজের। সাদা-কালো কোচ আরও বলেছেন, 'কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও জামশেদপুর ম্যাচ থেকে আমরা অনেক ইতিবাচক দিকও পেয়েছি।'

ইডেনের সমর্থনে মজলেন আজুরিরা

শেষ আটে ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড-২০২/৭ ইতালি-১৭৮

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : জার্সির রং প্রায় এক।

জাতীয় পতাকাও তেরঙা! এইটুকু মিল বাদ দিলে অমিলই বেশি। তবে নীল রঙা জার্সি বা তেরঙা জাতীয় পতাকা নয়, ইতালি মানে ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে ফুটবল। পাওলো রোসি থেকে পাওলো মালদিনি। ফুটবলের যে 'কানেকশন'-এর আবেগ টের পাওয়া গেল ইডেন গার্ডেন্সে ইতালির জোড়া ম্যাচেই।

স্কটল্যান্ড ম্যাচে আজুরিদের হয়ে গলা ফাটানোর পাল্লা ভারী ছিল। এদিন ইংল্যান্ড দ্বৈরথেও একই ছবি। ক্রিকেটপ্রেমের নমুনা রেখে সপ্তাহের প্রথম দিনেও মাঠে হাজার তেইশ দর্শক! ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস (২২ বলে ৫৩), টম ব্যানটনদের (৩০) বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের মজা নিলেন। ইডেন ওয়েভ যদিও বরাদ্দ ছিল ইতালির জন্য!

জিততে হলে ২০৩ রান দরকার। কার্যত অসম্ভব নবাগত আজুরিদের জন্য। কিন্তু 'না হারার' জেদকে সম্বল করে শেষপর্যন্ত লড়াই। ইতালীয় ব্যাটারদের যে লড়াইয়ে শামিল গোটা ইডেন। জাস্টিন মোস্কা, গ্র্যান্ট স্টুয়ার্ট, বেন মানেন্তিদের প্রতিটি শটে উঠল 'ইতালি ইতালি' আওয়াজ। দুরন্ত লড়াই শেষে হারলেও ইডেনের মন জিতে ফিরল মালদিনির দেশ। যে খুশিটা আড়াল করলেন না স্টুয়ার্ট-জাস্টিনরাও।

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে দ্রুততম অর্ধশতরান করে উইল জ্যাকস। -ডি মণ্ডল

ইংল্যান্ডের ২০২/৭-এ জবাবে ইতালির ১৭৮। ২৪ রানের ব্যবধান না মুছলেও ইংল্যান্ডকে 'শিক্ষা' দিয়ে গেল নবাগত ইতালি। হারা ম্যাচে প্রাপ্তি আগামীতে আরও ভালো খেলার রসদ। যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি ইডেনেই বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে ইতালি। ইংল্যান্ড সেখানে ইতালি-বধে নিশ্চিত করল শেষ আটের টিকিট।

চার ম্যাচে তিনটি জয়, পকেটে ৬ পয়েন্টে 'সি' গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পরের রাউন্ডে পা রাখল থ্রি লায়ন্স। লক্ষ্য এবার সেমিফাইনাল। মিক্সড জোনে এসে সেই লক্ষ্যের কথাই জানালেন ইংরেজ পেসার জেমি ওভারটন। গলায় ডেথ ওভারে উইল জ্যাকসের (২২ বলে অপরাজিত ৫৩) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয়ের স্বস্তিও।

অথচ, ইতালির শুরুটা একেবারে নড়বড়ে। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই আউট অ্যান্টোনি মোস্কা (০)। জেজে স্মুটস (০), এদিনের অধিনায়ক হ্যারি মানেন্তি (১২) দ্রুত ডাগআউটে। ২২/৩। এখান থেকে প্রত্যাবর্তন জাস্টিন (৪৩), বেন মানেন্তির (২৫ বলে ৬০) ৯২ রানের জুটিতে। মাঝে স্টুয়ার্টের (২৩ বলে ৪৫) বিস্ফোরণ। আদিল রশিদের ১৮তম ওভারে ২১ রান নিয়ে স্কোরকে ১৭৩-এ পৌঁছে দেন। ১২ বলে ৩০ দরকার। কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

স্যাম কুরান (১৯তম ওভারে মাত্র ৫ রান দেন) অঘটনের রাস্তা বন্ধ করে দেন। শেষপর্যন্ত ১৭৮-এ থমকে যায় ইতালি। কুরান ও ওভারটন তিনটি করে উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে দ্রুততম ২১ বলে করা হাফ সেঞ্চুরিতে রং বদলে দেওয়া জ্যাকস। জ্যাকসের যে সুনামির ধাক্কা গ্যালারিতে চোট পেলেন এক দর্শকও। বল গিয়ে চোখে লাগে।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং নেন হ্যারি ব্রুক। জানান বড় স্কোরের চাপে ফেলতে চান ইতালিকে। কিন্তু হিসেবে গণ্ডগোল টপ অর্ডারের মাঝারিয়ানায় আটকে যাওয়াতে। ফিল সল্ট (২৮), জস বাটলার (৩), ব্রুক (১৪) বড় রান পাননি। পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত সামাল দেন জ্যাকস। ১৪ ওভারে স্কোর ১১৪/৫। এখান থেকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া জ্যাকস-স্পেশাল।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

নিউজিল্যান্ড বনাম কানাডা
সকাল ১১টা, চেন্নাই

আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবোয়ে
বিকাল ৩টা, ক্যান্ডি

স্কটল্যান্ড বনাম নেপাল
সন্ধ্যা ৭টা, মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ভলিবলে সেরা নাট্য সংঘ

কোচবিহার, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফ্রি এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত ৪ দলীয় মেয়েদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার নাট্য সংঘ। ফাইনালে তারা ২১-২৫, ২৫-২২, ১৫-১২ পয়েন্টে হারিয়েছে সুশীল দাস পল্লি ওম্যানস ক্লাবকে। মধুপুর লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুলের মাঠে প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছে সুশীলের পল্লবী রায়।

পাকিস্তান ক্রিকেটকে কবর দিলেন শোয়েবরা
-খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

23.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70G 42375 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আরও ভালোভাবে জীবনযাপনের আশা জুগিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে ঋণী। আমি আমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ডিয়ার লটারির সুপারিশ করতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় শিট - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পুরস্কার নিচ্ছে পাওয়ার লিফটিংয়ে সফল খেলোয়াড়রা। -পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন সুদীপ, মধুমিতা

বালুরঘাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অনুমোদিত জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এবং বিশ্বভারত আদিবাসী কল্যাণ আশ্রম আয়োজিত রাজ্য পর্যায়ের পাওয়ার লিফটিংয়ে ছেলেদের সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যথাক্রমে সুদীপ বর্মন, দেবদূত ভৌমিক ও অমিত ভদ্র। বেঞ্চ প্রেসে চ্যাম্পিয়ন মাসুদ রানা সরকার ও সুদীপ সূত্রধর। ডেড লিফটে সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন যথাক্রমে শুভজিৎ রায়, অভিজিৎ রায় ও অমিত। মেয়েদের পাওয়ার লিফটিংয়ে চ্যাম্পিয়ন মধুমিতা সরকার ও পায়েল সরকার, বেঞ্চ প্রেসে চ্যাম্পিয়ন রমা সরকার, রাহেনা খাতুন।

শিলিগুড়ির নেতৃত্বে যুবরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ একদিবসীয় ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল ঘোষণা হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী ঘোষিত দলের নেতৃত্ব পেয়েছে যুবরাজ সিং। সহ অধিনায়ক রোশন শা। বাকি দল- দিব্যাংশ সেন, নিরুপম বর্মন, প্রবীণ ছেত্রী, অরিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৈনাক দে, আলিশান আলিয়ানসারি, তহসিন রাজা রহমান, রোহিত শা, দিব্যাংশ শর্মা, সমীরণ শর্মা, রাকেশ মল্লিক, তানিশ সরকার ও অংশ শা। টেকনিকাল ডিরেক্টর কাম কোচের দায়িত্বে ধ্রুবজ্যোতি বল চৌধুরী ও তোতা শেখ। 'ই' গ্রুপে থাকা শিলিগুড়ি বুধবার প্রথম ম্যাচ খেলবে নদিয়ার সঙ্গে। শুক্রবার শিলিগুড়ি দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে উত্তর দিনাজপুরের। দুটো খেলাই হবে কোচবিহারে।

শুরু ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ

ক্রান্তি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের দিলীপ সরকার ও জগদীশ ভৌমিক ট্রফি ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগের শুরু হল সোমবার। উদ্বোধনী ম্যাচে দেশি ডায়নামাইটস ৮ উইকেটে জিতেছে পঞ্চানন রায় ফ্যান ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পঞ্চানন রায় ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৭ রান করে। ভবতোষ রায়ের অবদান ৫৪ রান। রনিত সরকার ২ উইকেট নেন। জবাবে ডায়নামাইটস ৮.৪ ওভারে ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রজত আলম রেখে এসেছেন ৩৫ রান।

পরে ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ৮ উইকেটে হারিয়েছে কাঁঠালগুড়িয়ান বুলসকে। প্রথমে বুলস ১০ ওভারে ১০১ রানে অল আউট হয়। সঞ্জয় রায়ের সংগ্রহ ৩৭ রান। রাজ চৌধুরী ২ উইকেট নেন। জবাবে নাইট ৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা আরিফ ইসলাম ৫৬ রান করেন।

সারদা সেবক সংঘের ব্যাডমিন্টনে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

সারদা কাপে সেরা ব্রজ-অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সারদা সেবক সংঘের সারদা কাপ পুরুষ ডাবলস ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ব্রজ-অভিষেক। রানার্স পল্লব-দেবতনু। তৃতীয় স্থানে শেষ করেন কৃষ-ঋত্বিক।

জিতল ডামডিম ক্রিকেট অ্যাকাডেমি

মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেটে ভারতের ডামডিম ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬৮ রানে হারিয়েছে নেপালের মিলন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। ডামডিম গজেন্দ্র বিদ্যা মন্দির হাইস্কুলের মাঠে টসে জিতে ডামডিম ২০ ওভারে ১৪৮ রান তোলে। জবাবে মিলন ৮০ রানে গুটিয়ে যায়। ডামডিমের নীতেশ কুমার ৪৫ রানের সঙ্গে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।